NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইকে সুপ্রিম-চিঠি

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে শুভেন্দুকে চ্যালেঞ্জ হুমায়ুনের ৩

কলকাতা ২ এপ্রিল ২০২৫ ১৯ চৈত্র ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৯০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 02.04.2025, Vol.18, Issue No. 290, 8 Pages, Price 3.00

বারুদের স্তূপে জন-জীবন !

‘পুলিশের পক্ষে বাড়ি বাড়ি ঢুকে নজর রাখা কঠিন’

বাজি বিপর্যয় এড়াতে সচেতনতার উপর জোর পুলিশের, রিপোর্ট তলব নবান্নর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাথরপ্রতিমার ঢোলাহাটের বাজির গুদামে বিস্ফোরণের ঘটনায় রিপোর্ট তলব করল নবান্ন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসকের কাছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওই বিস্ফোরণের ঘটনায় রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। বিস্ফোরণের ঘটনায় দুই শিশু-সহ যে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। এদিকে এই বিস্ফোরণের পর মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপারদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে বেআইনি বাজি কারখানা ও আতসবাজি মজুদ ইত্যাদি নিয়ে কড়া অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দেন ডিজি। থানা এলাকাভিত্তিক কোথাও এই ধরনের বেআইনি বাজি তৈরি এবং মজুদ হচ্ছে কিনা তার বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন ডিজি। বেআইনি বাজি, বাজেয়াপ্ত করতে নিয়মিত চেকিং ও তল্লাশি নিয়মিত চালাতে প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় জেলাভিত্তিক কোথায় কোথায় মাসে কোটি করে এই ধরনের তল্লাশি অভিযান হয়েছে সেই রিপোর্ট নবান্নে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন ডিজি। মঙ্গলবার বিকেলে ঢোলারহাটে বেআইনি বাজি কারখানার বিস্ফোরণস্থলে তদন্তে যায় ফরেনসিক টিম।

এদিকে, ভবানীভবনে রাজ্য পুলিশের আইজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, পাথরপ্রতিমার বিস্ফোরণে ওই বাড়িতে কেন এত বাজি মজুদ ছিল তা তদন্ত করবে পুলিশ। সেখানে বৈধ লাইসেন্স ছিল কি না এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে কোনও অনুমতি দিয়ে থাকলে তাও খতিয়ে দেখবে পুলিশ। এদিকে ঘটনার পর ওই বাড়ির মালিক চন্দ্রকান্ত বণিক এবং তার ভাই তুষার বণিকের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় দুটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। পুলিশ তদন্ত নেমে জানতে পেরেছে, গত তিন বছর ধরে এই বেআইনি কারবার চালাচ্ছিল চন্দ্রকান্ত বণিক। তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আপত্তি ছিল। কিন্তু কোনও আপত্তি না মেনে জোর করে সে এই বেআইনি বাজি তৈরি ও বাজির মসলা মজুদ কারবার চালাচ্ছিল। অন্যদিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাটে বিস্ফোরণের ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ’র দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। পাথরপ্রতিমাতে ঢোলারহাটে বাড়িতে কেন এত বাজি মজুদ ছিল সেটা পুলিশ তদন্ত করে দেখবে। মঙ্গলবার

ভবানী ভবনে রাজ্য পুলিশের আইজি (দক্ষিণ বঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার সাংবাদিকদের একথা জানান। তিনি বলেন, বাজির ওই গুদামে গ্যাস সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ ঘটেছে। মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করে ফরেনসিক টিম।

এই বাজি যারা প্রস্তুত করত তাদের বৈধ লাইসেন্স ছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখা হবে। পঞ্চায়েত থেকে স্থানীয়ভাবে কোনও লাইসেন্স দিয়েছিল কিনা সে বিষয়টিও দেখা হবে। এই ঘটনায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৮৭,২৮৮, ১০৫, ১১০, ১২৫ বিএনএস ২৪-২৪ ফায়ার সার্ভিস কন্ট্রোল একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রাজ্য পুলিশের আইজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার জানান, পাথরপ্রতিমার ঘটনা প্রমাণ করছে যে এখনো সচেতনতার অভাব রয়েছে। পুলিশ প্রশাসন বাজি প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি সঙ্গে ফের আলোচনায় বসবে বলে জানান তিনি। নিরাপদ মজুদ স্থান চিহ্নিত করা হবে বলেও জানান তিনি। মানুষের জনবসতি নেই এমন জায়গায় বাজি মজুদ করতে হবে। আর এ নিয়ে যারা বাজি তৈরি করে তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবে পুলিশ প্রশাসন।

ওখানে যদি অন্য কোনও বোমা বারুদ পাওয়া যায় সেটাও খতিয়ে দেখা হবে। কোথা থেকে এই বারুদ আসছে সেই উৎসস্থল খুঁজে বের করা হবে। ইতিমধ্যে পাথরপ্রতিমাতে বেআইনি বাজি মজুদ গুদামে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮। বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বাঁশ বাগানে আতশবাজি তৈরির বারুদ মজুদ রয়েছে। স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। এমনই দৃশ্য মঙ্গলবার সকালে ধরা পড়ে। পুকুরে পড়ে রয়েছে বারুদ, গ্যাস সিলিন্ডার, এবং বিভিন্ন বাজি। প্রশ্ন উঠছে যে বাড়িতে আগুন লেগে ৮ জন মারা গেল, তাছাড়াও বাঁশ বাগানের বাজি তৈরির কারখানা। কতদিন ধরে এই বেআইনি বাজি তৈরির কারখানা চলছিল, তা জানতেই তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন।

গুজরাতে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত ১৭ শ্রমিক

আমদাবাদ, ১ এপ্রিল: বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ এ বার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য গুজরাতে। মঙ্গলবার বনাসকাণ্ঠা জেলার ডীসা শহরের অদূরে প্রবল বিস্ফোরণে অন্তত ১৭ জনের মৃত্যু ঘটেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন বেশ কয়েক জন।

বিস্ফোরণের অভিঘাতে কারখানার একাংশ ভেঙে পড়ে। ধ্বংসস্তূপের তলায় কয়েক জন শ্রমিক চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, বাজি কারখানাটিতে বেআইনি ভাবে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক মজুত করে রাখা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বনাসকাণ্ঠার জেলাশাসক মিহির প্যাটেল বলেন, ‘মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ আমরা ডীসা শিল্পতালুক এলাকায় একটি বড় বিস্ফোরণের খবর পাই। দমকলবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলেই ১০ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। আহত অনেক শ্রমিককে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বিস্ফোরণের অভিঘাত এতই শক্তিশালী ছিল যে, কারখানাটি ধসে পড়েছে।’ এর পরে পুলিশি সূত্রে আরও সাত জনের মৃত্যুর খবর মেলে। প্রসঙ্গত, সোমবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমার ঢোলাহাটে একটি বাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনায় আট জনের মৃত্যু হয়। সেখানে বেআইনিভাবে বাজি ও বিস্ফোরক পদার্থ মজুত রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

বাড়ি ভাঙার অভিযান ‘অসাংবিধানিক ও অমানবিক’

উত্তরপ্রদেশকে ক্ষতিপূরণের সুপ্রিম-নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল: ইঙ্গিত আগেই দিয়েছিল, এ বার নির্দেশেও সেই বার্তা স্পষ্ট করল সুপ্রিম কোর্ট। প্রয়াগরাজে বাড়ি ভাঙার মামলায় প্রশ্নের মুখে পড়ল উত্তরপ্রদেশ সরকার। প্রয়াগরাজ প্রশাসন এবং যোগী আদিত্যনাথ সরকারের সমালোচনা করে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছে। বাড়ি ভাঙার অভিযানকে ‘অসাংবিধানিক’ এবং ‘অমানবিক’ বলে ব্যাখ্যা করেছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি এএস ওকা এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঞার বেঞ্চের মন্তব্য, ‘এ ভাবে কারও বাড়ি ভেঙে ফেলা হলে, তা আমাদের বিবেককে নাড়া দেয়। বাসস্থানের অধিকার বিষয়ে আইনে যা বলা হয়েছে, সব সময় তার যথাযথ প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে সব কিছুই মানা হয়নি। এতে সংবেদনশীলতার অভাবই স্পষ্ট হয়।’

বাড়ি ভাঙার প্রক্রিয়া ‘অবৈধ’ বলে দাবি করে ভুক্তভোগীরা প্রথমে ইলাহাবাদ হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। যদিও সেখানে তাঁদের আবেদন খারিজ হয়। তার পরই মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। বিচারপতি ভূঞার বেঞ্চ সরকারের এ ধরনের পদক্ষেপের সমালোচনা করে। প্রশ্ন তোলে, প্রশাসনের নোটিস পাঠানোর প্রক্রিয়া নিয়েও। বিচারপতি ওকা বলেন, ‘বাড়ি ভাঙার ফলে মামলাকারীরা তাঁদের মাথার উপর ছাদ হারিয়েছেন। তাঁদের যা ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করতে প্রত্যেককে ১০ লক্ষ টাকা করে দিতে হবে। শুধু তা-ই নয়, কর্তৃপক্ষের উচিত সর্বদা যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা।’

আদালতের পর্যবেক্ষণ, ‘যাঁদের বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে, তাঁদের নোটিসের জবাব দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি।’ সুপ্রিম কোর্ট জানায়, কোনও বাড়ি ভেঙে ফেলার আগে কর্তৃপক্ষের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সকল নাগরিকের বাসস্থানের অধিকারের কথা সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে।

বিতর্কের সূত্রপাত প্রয়াগরাজ প্রশাসনের একটি পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে। সেখানকার একটি জমিতে চার-পাঁচ জনের বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে রয়েছেন এক জন আইনজীবী এবং অধ্যাপকও। অভিযোগ, যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন না করেই তাঁদের বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়।

মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল: প্রায় এক যুগ পর রাজনৈতিক বদল হয়েছে দিল্লিতে। ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি সরকার। আপ ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেওয়া কপিল শর্মা মন্ত্রী হয়েছেন। সেই কপিলের বিরুদ্ধে এবার দিল্লি হিংসা মামলায় এফআইআরের নির্দেশ দিল রাজধানীর একটি আদালত। অতিরিক্ত প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট বৈভব চৌরাসিয়ার বক্তব্য করেন, অপরাধের প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। যার ভিত্তিতে তদন্ত হতে পারে। বিচারপতি মন্তব্য করেন, এটা পরিষ্কার যে হিংসাত্মক ঘটনার সময় অভিযুক্ত ঘটনাস্থলেই উপস্থিত ছিলেন। পরিবর্তী তদন্ত প্রক্রিয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

মৃত্যুপুরী মায়ানমারে বদলে গিয়েছে নদীর গতিপথ

ছবি দেখাল ইসরো

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল: মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ভূমিকম্পে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে মায়ানমারের একাধিক শহর। প্রাণ কেড়েছে প্রায় আড়াই হাজার মানুষের। তবে শুধু প্রাণহানি নয় ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্প বদলে দিয়েছে মায়ানমারের মানচিত্রও। পৃথিবী থেকে ৫০০ কিলোমিটার দূরে মহাশূন্য থেকে ধ্বংসের সেই ভয়াবহ ছবি তুলে ধরল ইসরো।

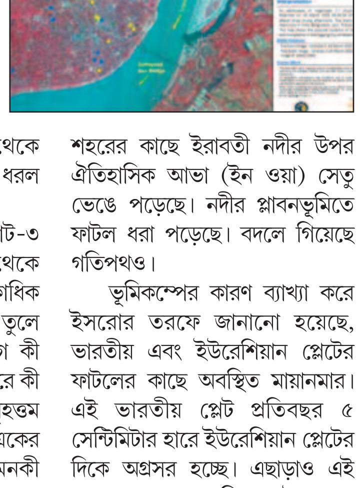

স্যাটেলাইট কার্টোস্যাট-৩ ব্যবহার করে মহাকাশ থেকে মায়ানমারের ধ্বংসযজ্ঞের একাধিক ছবি তুলেছে ইসরো। যেখানে তুলে ধরা হয়েছে, ভূমিকম্পের আগে কী অবস্থায় ছিল মায়ানমার, আর পরে কী অবস্থা হয়েছে। মায়ানমারের বৃহত্তম শহর মান্ডলয়-সহ এই দেশের একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান এমনকী ইরাবতী ব্রিজ ধ্বংসের ছবিও তুলে ধরা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইসরোর ছবিতে দেখানো হয়েছে এই ভূমিকম্পের জেরে গতিপথ বদলে গিয়েছে ইরাবতী নদীর। ইসরোর স্যাটেলাইট ইমেজে স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে মান্ডলয় বিশ্ববিদ্যালয়, আনন্দ প্যাগোডা কীভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কার্যত গুড়িয়ে গিয়েছে স্কাই ভিলা, ফায়ানি প্যাগোডা, মহামুনি প্যাগোডা, আনন্দ প্যাগোডা, মান্ডলয় বিশ্ববিদ্যালয়-সহ আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। ইন ওয়া শহরের কাছে ইরাবতী নদীর উপর ঐতিহাসিক আভা (ইন ওয়া) সেতু ভেঙে পড়েছে। নদীর প্লাবনভূমিতে ফাটল ধরা পড়েছে। বদলে গিয়েছে গতিপথও।

ভূমিকম্পের কারণ ব্যাখ্যা করে ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, ভারতীয় এবং ইউরেশিয়ান প্লেটের ফাটলের কাছে অবস্থিত মায়ানমার। এই ভারতীয় প্লেট প্রতিবছর ৫ সেন্টিমিটার হারে ইউরেশিয়ান প্লেটের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এছাড়াও এই অংশে রয়েছে বেশকিছু ফল্ট জোন। ‘সাংহাই ফল্ট’ এর মধ্যে অন্যতম। এই ভৌগলিক সমস্যার কারণে এর আগেও একাধিকবার বড় ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটেছে মায়ানমারে।

শুক্রবার সকালে তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে মায়ানমার। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৭। উৎপত্তিস্থল সে দেশের সাগাইং শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল। ভারত, বাংলাদেশেও প্রভাব পড়ে এই ভূমিকম্পের।

আরও বিস্ফোরক কুণাল কামরা

মুম্বই, ১ এপ্রিল: শুক্রবারই আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান কুণাল কামরাকে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত রক্ষাকবচ দিয়েছে মাদ্রাজ হাইকোর্ট। সেই আবহেই সোমবার কুণালের অতীত ঠিকানা দাদরের বাড়িতে হানা দিয়েছিল মুম্বই পুলিশের একটি টিম। যদিও কৌতুকশিল্পীকে সেখানে পাওয়া যায়নি এবং পুলিশি অভিযানের পরই পালটা বিদ্রুপে ‘সময়ের অপচয়, প্রশাসনের অপব্যবহার’ বলে শানিয়েছিলেন তিনি। এবার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আরও বিস্ফোরক কুণাল কামরা।

আজ পেশ ওয়াকফ বিল

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল: আজ সংসদে পেশ হতে চলেছে সংশোধিত ওয়াকফ বিল (২০২৫)। মঙ্গলবার এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংসদীয় তথা সংখ্যালঘু মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। এ দিকে যে ভাবে ইদের দিনে ওই বিলের প্রতিবাদে মুসলিম সমাজের একাংশ কালো ব্যান্ড পরে পথে নেমেছিলেন, তাতে অস্বস্তি বেড়েছে শাসক শিবিরে। রিজিজুর মতে, পরিকল্পিত ভাবে ভুল বোঝানো হচ্ছে মুসলিম সমাজকে। তাই তাঁরা পথে নামছেন।

আগামী শুক্রবার সংসদের বাজেট অধিবেশন শেষ হচ্ছে। তাই বুধবারই ওই বিলটি লোকসভায় আনার কথা ভাবছে কেন্দ্র। শাসক শিবিরের বক্তব্য, সে ক্ষেত্রে অধিবেশন মুলতুবি হওয়ার আগে দু’কক্ষে ওই বিলটি পাশ করিয়ে নেওয়ার জন্য তিন দিন সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু বিলটি নিয়ে বিরোধীদের পাশাপাশি চন্দ্রবাবু নাইডুর মতো শরিক দলের নেতাও মুসলিমদের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে সরব হয়েছেন। একই যুক্তিতে সরব বিরোধীরাও।

ফের কেন্দ্রের স্বীকৃতি পেল বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেল বাংলা। রাজ্যের মুকুটে ফু হল নয়া পালক। মেধা সম্পদ সৃষ্টি ও তার বাণিজ্যকরণে উল্লেখযোগ্য কাজ করায় এবার কেন্দ্রীয় সরকারের পুরস্কার ছিনিয়ে এনেছে রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, খাদ্য, হস্তশিল্প, বস্ত্র, কৃষি-সহ বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী ২৪টি পণ্যের জন্য জিআই স্বীকৃতি আদায় করতে সমর্থ হয়েছে রাজ্য সরকার।আবার, তিনশোর বেশি আবিস্কারের পেটেন্ট হাশিল করার ক্ষেত্রেও দপ্তর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এই দুই ক্ষেত্রে রাজ্যের সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ দুটি ন্যাশনাল ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষদ। সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে রাজ্য বিজ্ঞান দপ্তরের সচিব বিজয় ভারতীর হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

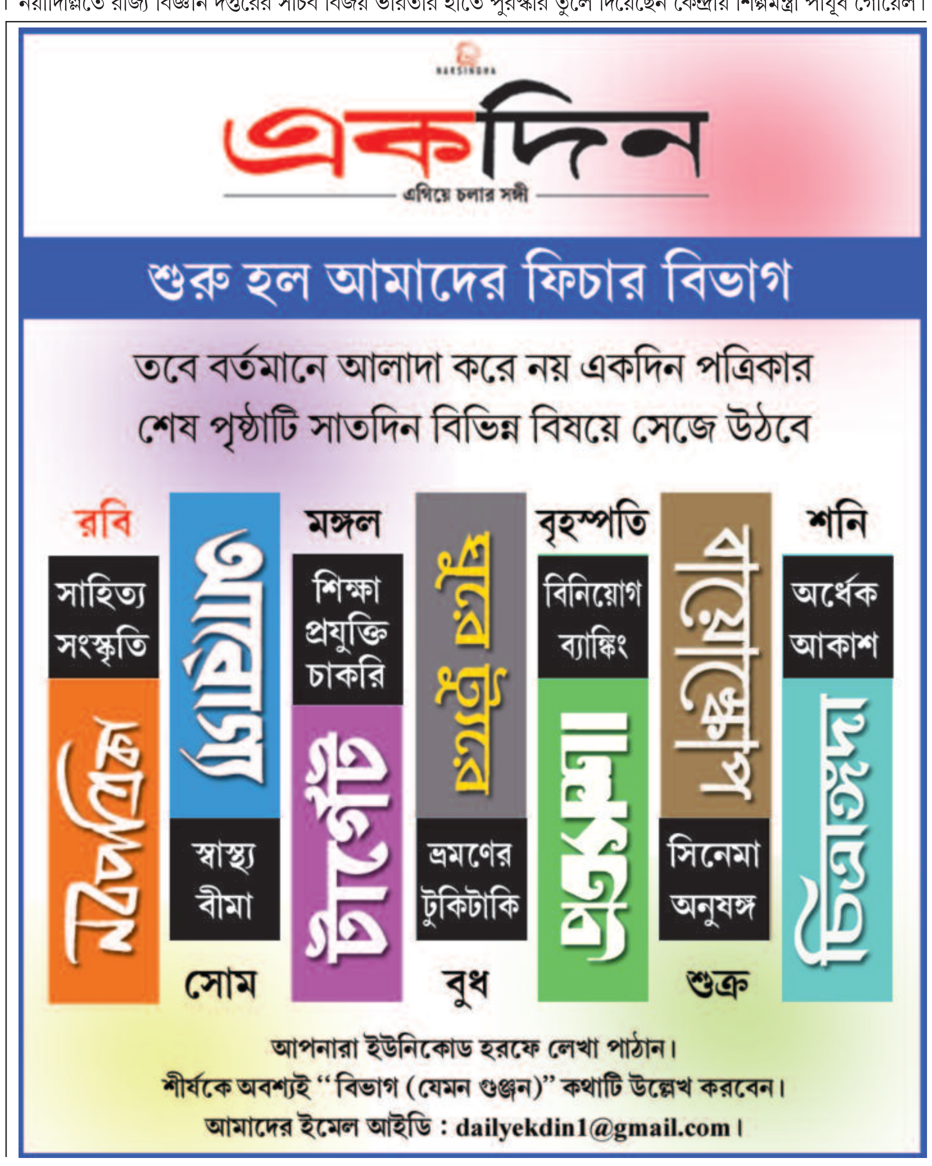

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং ২৭/০২/২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে আমমোক্তারনাম সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমি-ববিতা দাস, স্বামী-বাপি দাস সাকিন-ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড,পোঃ-শক্তিনগর, জেলা-নদীয়া,পিন-৭৪১১০২, গত ইংরাজীর ১২/০৫/২০২৩ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-৫০১৭/২০২৩ নম্বর একখানি আমমোক্তার নামা দলিল বলে মূল মালিক যথা- দেবলা দাস, স্বামী-নিরাপদ দাস মহাশয়া দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি। এক্ষনে প্রভাত কুমার ঘোষ পিতা-মৃত লালমোহোন ঘোষ-এর নিকট, গত ইং-৩১/০৭/২০২৪ তারিখে ৭৮৬২ নং দলিলে, J.L No-92, R.S-৫৮৯০ L.R- ২১৭৭২ খতিয়ানে, R.S-৩২৬০২,L.R ২৩৯১৬ দাগে ২.৪৮ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। উপরুক্ত বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে B.L&L.R.O কৃষ্ণনগর-। ও A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আমার মক্কেল দ্বারা সমস্ত আইন মোতাবেক সকাল প্রকার কর্যক্রম হইবে।

Jayanta Kumar Bisaws
Krishnagar Judges Court
EC No- 271/819/98

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সাং-৭১, এন.এস.সি. বোস রোড, থানা-সোনারপুর, কলকাতা-৭০০০৭১ নিবাসী শ্রী মানিক রতন দত্ত, পিতা-স্বর্গীয় কৃত্তিশ চন্দ্র দত্ত, বিগত ইংরাজী ১৭/০১/২০১২ তারিখে সোনারপুর, সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০১২ সালের ০০০৮১ নম্বর আমমোক্তারনামা মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমামোক্তার হিসাবে সাং- মগরাহাট, থানা- মগরাহাট, নন্দপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা নিবাসী শ্রী গোবিন্দ মণ্ডল, পিতা-নান্টু লাল মণ্ডল, মৌজা-বারহুস ফরতাবাদ, জে.এল. নং-৪৭, অন্তর্গত এল. আর.- ১৭২ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর.- ৩৯২৫ নং দাগের ০.০৩ শতক জমি জনৈক আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট সাবরেজিষ্ট্রী-৪ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০২০ সালের ০৪১০৬ নম্বর কোবালা মূলে **"Bengal Abasan Private Limited"** কে বিক্রয় করেন, যাহা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর, সোনারপুর অফিসে **MN/2025/1615/12885** মূলে শুনানীর মাধ্যমে নিস্পত্তির বিজ্ঞপ্তি জারী হইল।

Sd/-
Asgar Ali Mallick
Advocate
Alipore Judges' Police Court
Enrollment No. - WB-490/2010

নাম পরিবর্তন/সংশোধন

আমি দেবদীপা গুহ রায় পিতা প্রদীপ কুমার গুহ রায় ঠিকানা ১৬ দাসনগর কলোনী, কলিকাতা-৭০০০৪৫, পশ্চিমবঙ্গ, আমার নাম সংশোধন করেছি এবং দেবদীপা গুহ রায় নামে পরিচিত হয়েছি। Affidavit No. 18849 on 13.03.2025 প্রথম শ্রেণীর বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কলকাতা আদালত দ্বারা। Debdipa Guha Roy and Debodipa Guha Roy (ভুলবশত ভোটার কার্ডের নাম) একই ব্যক্তি।

DECLARATION

I, SANTOSH SHRIVASTAV S/O Arun Shrivastava residing at Teachers Colony, P.O. & P.S. : Jagatdal, Dist. : North 24 Parganas, PIN - 743125, WB do hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 27.03.2025 that my actual and correct name is SANTOSH SHRIVASTAV and it is recorded in my all educational certificates/records but in my Aadhar, PAN and Voter cards my name has been recorded as SANTOSH SHRIVASTAVA. SANTOSH SHRIVASTAV and SANTOSH SHRIVASTAVA is the same and one identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২ রা এপ্রিল, ১৯ শে চৈত্র, বুধবার। শ্রীশ্রী নবরাত্রি দুর্গা পূজা র চতুর্থি তিথি, মা কুস্মান্ড দেবী পুজো। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

(আজ শ্রীশ্রী দুর্গা বাসন্তী অন্নপূর্ণা, চৈত্র নবরাত্রি চতুর্থি তিথি। মা কুস্মান্ডা দেবী শক্তি র পুজো।)

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী পরেশনাথ পাল পিতা ৺ধীরেন্দ্রনাথ পাল, সাকিম দিগড়া উত্তরপাড়া, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪ মহাশয় বিগত ইং ১৯/০৪/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1215/23 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী গোষ্ট ধাড়া** পিতা ৺যতীন্দ্রনাথ ধাড়া সাকিম মালিয়াপারা, বিঘাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৯/১০/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3636/23 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রীমতী চন্দনা কুমারী** স্বামী শ্রী সঞ্জয় কুমার, **২)শ্রী সঞ্জয় কুমার** পিতা শ্রী মহেন্দ্র মাহতো উভয়ের সাকিম ঘাটারো, বড়াইতলা, কাটারাহা, বৈশালী, বিহার-৮৪৪১১৯, মহাশয়/মহাশয়াকে ২ কাঠা ৭ ছটাক ১৯ বর্গফুট, সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা দিগড়া মল্লিকহাটী, ১৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৪৭৩ নং খতিয়ানে, সাবেক ২৬২ তথা হাল এল.আর. ২৯৫ নং দাগে কলাবাগান জমি ষোল আনায় ০.২৬ একর তন্মধ্যে ২ কাঠা ৭ ছটাক ১৯ বর্গফুট অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **১)শ্রীমতী চন্দনা কুমারী** স্বামী শ্রী সঞ্জয় কুমার, **২)শ্রী সঞ্জয় কুমার** পিতা শ্রী মহেন্দ্র মাহতো উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী কপিলমনি ঘোষ** পিতা ৺তারক চন্দ্র ঘোষ সাকিম খুড়িগাছি, দক্ষিণ পাড়া, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪ মহাশয় বিগত ইং ২০/০৭/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-0231/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমার মক্কেল **শ্রী অশোক কুমার দত্ত** পিতা ৺ভুপেশ চন্দ্র দত্ত সাকিম ৩ নং শান্তিপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪- কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিগত ইং ১৭/০৮/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2920/2018 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সুরজ কুমার মালি** পিতা ৺অমরনাথ মালি সাকিম ২১, পি.বি.এম লেন, বাপি মেডিকেল, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২ মহাশয়কে কমবেশী ১ কাঠা ১০ স্কোয়্যারফিট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশিল** - জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা খুঁড়িগাছি, ২০ নং জে. এল. ভুক্ত, সাবেক ৭৪৬ তথা হাল এল.আর. ৩৫৩/১ নং খতিয়ানে, সাবেক ১৫৪১ তথা হাল এল.আর. ১৫৫০ নং দাগে (যাহা ৩১৪/২০০৭ নং দানপত্র দলিল মূলে প্রাপ্ত) শুনা জমি ৫ কাঠা ৮ ছটাক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে কমবেশী ১ কাঠা ১০ স্কোয়্যারফিট বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী সুরজ কুমার মালি** পিতা ৺অমরনাথ মালি তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী রামচন্দ্র কারক** পিতা ৺যুগল চন্দ্র কারক সাকিম বিঘাটি, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪ মহাশয় বিগত ইং ১৯/০৭/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2504/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমার মক্কেল **শ্রী পুষ্কর বেলেল** পিতা ৺পশুপতি বেলেল সাকিম মল্লিকহাটি, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১২/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-0424/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রীমতী দীপালী মন্ডল** স্বামী শ্রী তাপস মন্ডল এবং **২)শ্রী তাপস মন্ডল** পিতা সহদেব মন্ডল সাকিম ধোবাপুকুর, বিঘাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪ মহাশয়া/মহাশয়কে ৪ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশিল** - জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা বিঘাটি, ১৪ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ২০৫৯ নং খতিয়ানে, সাবেক ১৫৪২ তথা হাল এল.আর. ১৬৫১ নং দাগে কলাবাগান সম্পত্তি কমবেশী ৪ কাঠা আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী দীপালী মন্ডল** স্বামী শ্রী তাপস মন্ডল এবং **২)শ্রী তাপস মন্ডল** পিতা সহদেব মন্ডল তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

সনাতন ধর্মের মানুষদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হচ্ছে: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে সনাতন ধর্মের মানুষের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা দিন দিন সঙ্কুচিত হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর ভাষায়, 'ওপার প্রভু চিন্ময়, আর এপার প্রভু হিরন্ময়!' এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতার অভাব এবং সনাতন ধর্মের মানুষদের ওপর আক্রমণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ যেমন জেহাদিদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে, তেমনই পশ্চিমবঙ্গেও জেহাদিদের অবাধ আচরণের অনুমতি দিয়ে রেখেছেন মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, 'হিন্দুদের দোকানপাট, ঘরবাড়ি ভাঙচুর, লুটপাট হচ্ছে, সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে।' বিশেষ করে গতকাল রাতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুরের ধরমপুর গ্রামে পুজনীয় হিরন্ময় গোস্বামী মহারাজের উপর হামলার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, 'মহারাজ ভাগবত কথা শোনানোর পর হাঁটতে বের হলে দু'জন দুষ্কৃতী অতর্কিতভাবে হামলা করে। গলায় দড়ি দিয়ে তাকে চেপে ধরে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে, তার জটা কেটে দেয়।'

সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'এটি একটি ভয়াবহ পরিস্থিতি, যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা হুমকির মুখে। আমি প্রশাসনকে আহ্বান জানাচ্ছি, যত দ্রুত সম্ভব হিরন্ময় গোস্বামী মহারাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।'

বিধানসভা অধিবেশনে টানা 'অনুপস্থিত' ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী !

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত কয়েকটি বিধানসভা অধিবেশনে ধারাবাহিকভাবে গরহাজির থাকায় শাসকদলের অন্দরে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। তৃণমূলের বিধায়ক এবং পরিষদীয় দল সূত্রে জানা যাচ্ছে, সদ্যসমাপ্ত বাজেট অধিবেশনে তিনি অংশ নেননি। এমনকি, তার আগে শীতকালীন অধিবেশনেও তাঁকে বিধানসভায় দেখা যায়নি।

দলের বিধায়করা নিয়ম মেনে অধিবেশনে উপস্থিত না থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল পরিষদীয় দল। কিন্তু তালিকা তৈরির সময় মনোজের অনুপস্থিতির বিষয়টি সামনে আসে এবং তৃণমূলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তিনি কি আদৌ রাজনীতিতে সক্রিয় থাকতে চান?

হাওড়ার রাজনৈতিক অঙ্গনে মনোজ তিওয়ারি বেশ কয়েকবার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছেন। বিশেষ করে, হাওড়া পুরসভার প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী এবং মন্ত্রী অরূপ রায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের টানাপোড়েন বেশ প্রকাশ্য। একটি রাস্তার সংস্কার নিয়ে তাঁর অনুগামীরা একটি ফ্লেক্স লাগালে সুজয়ের পক্ষ থেকে পাল্টা পোস্টার দেওয়া হয়, যা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। ২০২১ সালে বিধায়ক হওয়ার পর থেকেই মনোজের সঙ্গে হাওড়ার প্রবীণ তৃণমূল নেতাদের মতবিরোধ দেখা দেয়। দলের একাংশের ধারণা, তাঁর রাজনৈতিক সক্রিয়তা ক্রমশ কমে আসছে। যদিও এখনও পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি, তবে দলের উচ্চ নেতৃত্বের তরফে শীঘ্রই তাঁর অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাওয়া হতে পারে। অন্যদিকে এই বিষয় নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি মনোজের থেকে।

লিলুয়া ওয়ার্কশপে কর্মী-আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদন: লিলুয়া ওয়ার্কশপে কর্মীদের একাংশ মঙ্গলবার পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভ ও আন্দোলন শুরু করেন। তবে কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়েছে, ওয়ার্কশপে বর্তমানে পানীয় জলের কোনও ঘাটতি নেই। ওয়ার্কশপ কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, চলতি বছরে ইতিমধ্যেই ৮টি নতুন জল সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি কর্মীদের সুবিধার্থে নতুন একটি শৌচাগারও নির্মাণ করা হয়েছে। শীঘ্রই আরও জল সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের দাবি, কিছু কর্মী অপ্রয়োজনীয়ভাবে এই ইস্যু উত্থাপন করে পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছেন।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের নজিরবিহীন সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রেকর্ড পরিমাণ মালবাহী পরিবহন করে নতুন মাইলফলক স্পর্শ করেছে। এই অর্থবর্ষে মোট ২১২.৩৭ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহন করা হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। আগের বছরের তুলনায় ০.৩৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। বিশেষত, চক্রধরপুর ও আদ্রা ডিভিশন এই সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। চক্রধরপুর ডিভিশন একাই ১৫৪.০৪ মিলিয়ন টন মাল পরিবহন করেছে। অন্যদিকে, আদ্রা ডিভিশন ২৯.১২ মিলিয়ন টন পরিবহন করেছে।২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে মালবাহী পরিবহন থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে আনুমানিক ১৮,৯৪৯.৮৩ কোটি টাকা রাজস্ব সংগৃত হয়েছে। এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের আধিকারিক ও কর্মীদের প্রশংসা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই উন্নতি ধরে রাখতে আধুনিক প্রযুক্তি ও কার্যক্ষমতা আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

উত্তর হাওড়ায় নিকাশির পচা জলে নাকাল বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর হাওড়ার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বামনগাছি এবং সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পচা জল জমে থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন বাসিন্দারা। একাধিকবার হাওড়া পুরসভা এবং স্থানীয় কাউন্সিলরকে জানানো হলেও কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে সোমবার সকালে বেনারস রোড অবরোধ করেন স্থানীয়রা। কর্মব্যস্ত দিনে দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ চলায় সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। শেষে পুলিশের আশ্বাসের পর অবশেষে অবরোধ তুলে নেন তাঁরা। এ প্রসঙ্গে উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী বলেন, 'আমি তাঁদের প্রতিবাদকে আন্তরিকভাবে সম্মান জানাই। এটা একটা গুরুতর সমস্যা। পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। সমস্যার সমাধানে একটি বৃহৎ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, যাতে বর্ষার জল দ্রুত নিষ্কাশিত হয়। তবে পুরো প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে অন্তত ১৫-২০ দিন সময় লাগবে।' হাওড়া পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী বলেন, 'প্রধান নিকাশি নালা ভেঙে পড়েছে। ফলে জল বের হতে পারছে না। আমরা ইতিমধ্যেই বড় নালা কেটে জল বের করার ব্যবস্থা করেছি। জল নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় পাম্প বসানো হয়েছে। গোটা ওয়ার্ডে সমস্যা নেই, কেবল কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় সমস্যা হচ্ছে।' এদিকে, রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা হাওড়ার বিজেপি নেতা উমেশ রাই বলেন, 'গত ১০-১৫ দিন ধরে এই এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বারবার প্রতিশ্রুতি দিলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। বর্ষায় জল জমে গোটা এলাকা ডুবে থাকে। প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ।'

আমার মক্কেল শ্বেতা গুপ্তা, স্বামী- রাম কুমার গুপ্তা পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী দ্বারা দলিল করে ২ কাঠা ১৫ ছটাক ২৩ বর্গফুট জমি ক্রয় করেন, দাতা পম্পা লোধ, স্বামী- কানাই লোধ। আমমোক্তার রাম কুমার গুপ্তা, পিতা-প্রবিত্র গুপ্তা। ATTORNEY DEED NO. 050205724/2022 A.D.S.R./HOWRAH, মৌজা চকপাড়া, জে.এল. নং-১১১, খতিয়ান নং ৮৩৯৯, দাগ নং ১৪৩৮, থানা-লিলুয়া। বর্তমানে মিউটেশনের জন্য আবেদন করেছেন MN/2025/0503/3052। যদি কারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বেলুড় বাজারে বালি জগাছা (B.L. & L.R.O.) অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে।

সিভিক পোশাকে তৃণমূল নেতার বাড়িতে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কথায় বলে, বাঘের ঘরেই ঘোগের বাস! আর ঠিক সেই ঘটনাই ঘটল বেলুড়ের ভোট বাগানে। সিভিক পুলিশের পোশাক পরে চোর ঢুকে পড়ল প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা, প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা হাওড়া পুরসভার পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য রিয়াজ আহমেদের বাড়িতে। ইদের ভোরবেলায় সেখান থেকে চুরি হয়ে গেল স্ট্যান্ড ফ্যান ও একাধিক চেয়ার।

ঘটনার সম্পূর্ণ ছবিই ধরা পড়েছে সিসিটিভির ক্যামেরায়। চোর অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে চুরি করে বলে খবর। রিয়াজ আহমেদের মা'কে সে জানায়, দাদা (রিয়াজ আহমেদ) পাঠিয়েছেন, তাই নির্দ্বিধায় ফ্যান কাঁধে করে বেরিয়ে যায়। এরপর সে রিয়াজ আহমেদের ভাইকে ডেকে পার্টি অফিস খুলতে বলে এবং সেখান থেকে পাঁচটি প্লাস্টিকের চেয়ার নিয়ে চলে যায়। শুধু তাই নয়, স্থানীয়দের মাধ্যমে একটি টোটো আনিয়ে সমস্ত মালপত্র তাতে চাপিয়ে সে উধাও হয়ে যায়। পরবর্তীতে বাড়ি ফিরে আসার পর রিয়াজ আহমেদ ঘটনাটি জানতে পারেন। প্রথমে বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিলেও পরে নিচে নেমে গিয়ে চমকে ওঠেন। তদন্ত করে জানা যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি আদতে কোনও পুলিশ কর্মী নয়, বরং হাওড়ার বাঁকড়ার বাসিন্দা এক পাকা চোর। এই ঘটনার পরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন। সিসিটিভির ফুটেজের ভিত্তিতে চোরের ছবি বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

সালকিয়ায় বাক্সবন্দি শিশুর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সালকিয়ার কৃষ্ণা ভবনের কাছে রাস্তার ধারে পড়ে থাকা একটি বাক্স থেকে উদ্ধার হল মাত্র আট মাসের এক শিশুর পচাগলা দেহ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মালি পাঁচঘড়া থানার পুলিশ। প্রাথমিক অনুমান, কয়েকদিন আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে এবং তারপরই দেহটি ওই বাক্সে ভরে ফেলে দেওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বেশ কয়েকদিন ধরেই ওই বাক্সটি রাস্তার ধারে পড়ে ছিল। প্রথমে কেউ তাতে গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু, সোমবার সকালে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়। কাছে গিয়ে দেখেন, বাক্স থেকে তীব্র পচা গন্ধ আসছে। তবে, শিশুটি ছেলে না মেয়ে, সে বিষয়ে পুলিশ এখনও কিছু জানাতে পারেনি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও পরিচয় স্পষ্ট হবে। ইতিমধ্যে, সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দোষীদের সন্ধানে নেমেছে তদন্তকারী দল। প্রাথমিকভাবে অনুমান, এটি কোনও অবৈধ সম্পর্কের পরিণতি হতে পারে, অথবা জন্মের পরই অবাঞ্ছিত বলে শিশুটিকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তবে এটি নিছক দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিতভাবে খুন করে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

১৭ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে রেশনের বিশেষ প্যাকেজ বণ্টন

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাদ্য দপ্তর রমজান মাস উপলক্ষ্যে রেশনের বিশেষ প্যাকেজ বণ্টন ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত চালিয়ে যাবে । খাদ্য দপ্তরের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে রমজানের বিশেষ প্যাকেজের খাবার রেশন দোকানে মজুদ থাকলে তা গ্রাহকরা বুধবার পর্যন্ত তা ভর্তুকি মূল্যে কিনতে পারবেন। ওই সময় বা মজুত প্যাকেজ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া হবে। উল্লেখ্য রমজান প্যাকেজে রেশন গ্রাহকদের চিনি, ছোলা ও ময়দা ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহ করছে খাদ্যদফতর। রমজান প্যাকেজের খাদ্য সামগ্রী ঠিকমতো বিক্রি করা হচ্ছে কি না সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে স্থানীয় পর্যায়ের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডিলারদের চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছিল। তা যাতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিক্রি হয় তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ২ এপ্রিল ২০২৫, ১৯ চৈত্র, বুধবার

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইকে সুপ্রিম-চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই-কে নোটিস দিল শীর্ষ আদালত। আদালত সূত্রে খবর, ধৃত শান্তিপ্রসাদ সিনহার জামিনের মামলায় নোটিস জারি করল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এসভিএন ভাটি এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ। তবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে খবর, জামিনের বিরোধিতা করে বক্তব্য জানাবে সিবিআই। আগামী ছ'সপ্তাহ পর ফের এই মামলার শুনানি।

প্রসঙ্গত, এসএসসি-র উপদেষ্টা কমিটির আহ্বায়ক শান্তিপ্রসাদ-সহ শিক্ষা দফতরের পাঁচ জন আধিকারিককে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। ওই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেপ্তার হন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও। জামিন চেয়ে তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। তাঁদের জামিন মঞ্জুর করা নিয়ে হাইকোর্টের দুই বিচারপতির মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়। মামলা যায় কোর্টের তৃতীয় বেঞ্চে। তৃতীয় বেঞ্চের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী তাঁদের সকলের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। অন্যদিকে কলকাতা হাইকোর্টের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান পার্থ চট্টোপাধ্যায়। জামিন চেয়ে সেখানে মামলা করেন শান্তিপ্রসাদও।

তাঁর আইনজীবীর সওয়াল, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট ফাইল হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় তাঁর মক্কেলকে জামিন দেওয়া হোক। এরই প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতি সিবিআইয়ের বক্তব্য জানতে চায়।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে শুভেন্দুকে চ্যালেঞ্জ হুমায়ুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গ রাজনীতির ময়দানে ফের শুরু হুমায়ুন-শুভেন্দুর বাকযুদ্ধ। শুভেন্দুকে কটাক্ষ করতে গিয়ে তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ভগবত গীতা হাতে তুলে ভবিষ্যতবাণীও করেন, শুভেন্দু অধিকারী কোনও দিন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না। একইসঙ্গে ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়কের দাবি, তাঁর কিছু জানার আছে গীতা পড়ে। যাতে তিনি শুভেন্দু অধিকারী তথা বিজেপি শিবিরের কথার উত্তর দিতে পারেন। সঙ্গে এও জানান, 'আমি কট্টর মুসলমান। তবুও আমি গীতা রেখেছি কারণ, আমার কিছু জানার আছে। আর এই সব লোকেদের কথার উত্তরও দিতে হবে সেই কারণে।'

প্রসঙ্গত, সোমবার ইদের অনুষ্ঠানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'আমি রামকৃষ্ণ-স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম মানি। কিন্তু জেনে শুনে কোনও গন্দা ধর্ম যা এই জুমলা পার্টি বানিয়েছে সেই ধর্ম মানি না।' এরপরই ময়দানে নামে বিজেপি। পাল্টা শুভেন্দু প্রশ্ন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোন ধর্মকে 'গন্দা ধর্ম' বলছেন? হিন্দু ধর্মকে গন্দা ধর্ম বলছেন? এরপর শুভেন্দু বলেন, 'যতক্ষণ না ওদের মালিক হিন্দু ধর্মকে গন্দা ধর্ম বলার জন্য ক্ষমা চাইছেন ততক্ষণ হিন্দু এলাকায় তৃণমূল নিষিদ্ধ হবে।' এরপরই হুমায়ুনের কটাক্ষ ভরা প্রশ্ন, 'উনি কি হিন্দুদের ঠিকে নিয়ে বসে আছেন? উনি যদি বলেন মুসলমানদের তাড়িয়ে দেব, চ্যাংদোলা করে ফেলে দেব, মুসলমান কি ভীরু কাপুরুষের জাত? মুসলমান সিংহের জাত।' এরপরই গীতা বের করেন তৃণমূল বিধায়ক। বলেন,'এটা আমায় একজন বিডিও দিয়েছেন। কঠিন ভাষা। অক্ষর পড়তে গিয়ে কষ্ট হয়। তবুও আমি এটা রেখেছি। কারণ আমার অভিজ্ঞতার দরকার আছে মনে করি।' তিনি এও বলেন, 'আমি যেমন আমার ধর্মের প্রতি আস্থাশীল। তেমন অপরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।' তারপরই বলেন, 'ওঁর লক্ষ্য একটাই। উনি নাকি পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হবেন। আমি এই ভগবত গীতা হাতে বলছি কোনও মতেই উনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে বসতে পারবেন না।'

ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ডের সন্দেহের তালিকায় যৌন ক্ষমতাবর্ধক ওষুধ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ডের সন্দেহের তালিকায় এবার যৌন ক্ষমতাবর্ধক ওষুধও। ইতিমধ্যে এই সব ওষুধ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এরপর ক্যাপসুলগুলি পরীক্ষা করতে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতার সেন্ট্রাল ড্রাগ ল্যাবরেটরিতে।

ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ডের ইন্সপেক্টররা জানিয়েছেন, ইএএইচসি ২৪০২১ এবং ২৪০২০- এই দুটি ব্যাচ নম্বরের ওষুধ নিয়ে তাদের সন্দেহ রয়েছে। সেই কারণে তাঁরা এই দুটি ব্যাচের ওষুধের মান খতিয়ে দেখছেন। সঙ্গে তাঁরা এও জানান, এই আয়ুর্বেদিক ওষুধও গুজরাটের আহমেদাবাদে ওষুধ তৈরি হয়েছে। জানা গিয়েছে, বাংলায় যতগুলি আয়ুর্বেদিক ওষুধের দোকান রয়েছে, সেখানেও তল্লাশি চালানো হয়। গুজরাটের আহমেদাবাদের কাঠওয়াড়া এলাকায় তৈরি হয়েছে এই যৌনতা বর্ধক আয়ুর্বেদিক ক্যাপসুল। অন্যান্য ওষুধ নিয়ে আগেও প্রশ্ন উঠেছে, এবার আয়ুর্বেদিক ওষুধ নিয়েও প্রশ্ন উঠল। চিকিৎসকরা বলছে, কিছু কিছু ওষুধ সংস্থা দাবি করে যে ওষুধ খেলে যৌন ক্ষমতা বেড়ে যাবে। বাস্তবে দেখা যায়, অনেক ওষুধই কাজ করে না। মানসিক সমস্যার কারণে এমনটা হয় বলেও দাবি করা হয়েছে।

এছাড়াও ফিনাইলের কয়েকশ বাক্স ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ওই সব ফিনাইলে জীবাণুমুক্ত করার উপাদানই নেই। ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ড আপাতত খুঁজছে কোথায় সেই সব ফিনাইল বিক্রি হচ্ছে। এই ফিনাইলের নির্মাণ কারখানা ওড়িশার ঝাড়সুখদা জেলার বেঙ্গলি পাড়ায়।

কলকাতার জাদুঘরে বোমাতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার জাদুঘরে বোমাতঙ্ক। সূত্রে খবর, মঙ্গলবার কলকাতার জাদুঘরে একটি হুমকি মেল আসে। তাতে বলা হয়, জাদুঘরে বোমা রাখা আছে! বিষয়টি নজরে পড়তেই তড়িঘড়ি সেখানে পৌঁছয় কলকাতা পুলিশের বিশেষ টিম। দ্রুত খালি করা হয়ে গোটা বিল্ডিং। অল্প সময়ের মধ্যেই জাদুঘরে আসে বম্ব স্কোয়াড।

এরপরই যে মেলে এই হুমকি এসেছে সেটি ভাল করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কারণ, সাম্প্রতিক সময়ে কলকাতা তথা রাজ্যে একাধিক বাংলাদেশি জঙ্গি এবং অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কিনা, তাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। যে আইডি থেকে মেল পাঠানো হয়েছে, তা সব তথ্য খুঁটিয়ে বের করার কাজ দ্রুত শুরু হয়। এদিকে জাদুঘরে প্রতিদিনই বহু মানুষ আসেন। তাই নিরাপত্তার খুব একটা কমতি থাকে না। তার মধ্যেই এই হুমকি মেল স্বভাবতই আতঙ্ক তৈরি করেছিল। যদিও পর্যাপ্ত নিরাপত্তাবাহিনী থাকার পরও অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী পৌঁছে গেছিল কলকাতার জাদুঘরে। বম্ব স্কোয়াডের সঙ্গে ছিল স্নিফার ডগও। তবে এই হুমকি মেল আসার পরই জাদুঘরে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়।

কলকাতা জাদুঘর সূত্রে এ খবর মিলেছে, হুমকি মেলের কথা জানাজানি হওয়ার সময়ে জাদুঘরে প্রায় সাড়ে ৫০০ জন পর্যটক ছিলেন। এঁদের মধ্যে জনা ২০ বিদেশি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এটি ভুয়ো হুমকি। আতঙ্ক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়েই কেউ এটা করেছে। যদিও বিষয়টি নাশকতা হতে পারে, এমন আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া হয়নি। এরপর আপাতত জাদুঘরে সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

অর্জুন সিং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার, দাবি বিধায়ক পবনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জগদ্দল গুলিকাণ্ডে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল ব্যারাকপুর আদালত। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি নিয়ে তাঁর পুত্র ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং জোরের সঙ্গে দাবি করলেন, 'প্রাক্তন সাংসদ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার। প্রাক্তন সাংসদের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর কোনও প্রমাণ মেলেনি। তা সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হল। আসলে বিরোধী দল করার জন্যই পুলিশ এসব করছে।' অপরদিকে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে বলেন, 'ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখে ২৮ মার্চ নমিত সিং এবং সনু জয়সওয়াল ওরফে তেলুয়ার বিরুদ্ধে সুয়োমোট মামলা করেছিল পুলিশ। অথচ পুলিশ ওই দু'জনকে গ্রেপ্তার করল না। ওদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হল না। কিন্তু গুলির অনেক পরে ঘটনাস্থলে হাজির হন প্রাক্তন সাংসদ। আর ওনাকে দেখেই গণ্ডগোল পাকানো দুষ্কৃতীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।' প্রিয়াঙ্গুর দাবি, প্রাক্তন সাংসদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। তা সত্ত্বেও ওনার বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ আনা হচ্ছে। আসলে পুরোপুরি পুলিশ দলদাসে পরিণত হয়ে এসব করছে। প্রিয়াঙ্গুর আরও দাবি, রামনবমীতে সুবৃহৎ শোভাযাত্রার ডাক দিয়েছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। সেই সুবিশাল শোভাযাত্রা আটকাতেই পুলিশের এই চাল।

সদ্যসমাপ্ত আর্থিক বছরে প্রায় ৪৯২ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে রাজ্য সরকার সদ্যসমাপ্ত আর্থিক বছরে প্রায় ৪৯২ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছে। তার মধ্যে মার্চ মাসেই সর্বোচ্চ ৬৬ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে সব মিলিয়ে বিএসকে গুলির মাধ্যমে মোট ১ কোটি ৮৯ লক্ষ পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। তার মধ্যে ই-ওয়ালেট পরিষেবার সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ। মূলত জমিবাড়ি রেজিস্ট্রেশনের স্ট্যাম্প ডিউটি সংক্রান্ত আয় থেকেই এই রাজস্ব আদায় সম্ভব হয়েছে। এইভাবে বিএসকেতে ই-ওয়ালেট পরিষেবা চালু করায় সদ্যসমাপ্ত আর্থিক বছরে প্রায় ৪৯২ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছে। এই সময় রাজ্যজুড়ে বিএসকেগুলি থেকে সাধারণ মানুষকে তথ্য প্রদান

পরিষেবার সংখ্যা ছিল ৪৩ লক্ষ ২৩ হাজার। এছাড়া অনলাইন আবেদনের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ১৫ লক্ষ।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ক্রমশ ডিজিটাল লেনদেনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। এর জন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র। রাজ্যে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল লেনদেনের গত এক বছরে দ্বিগুণের কাছাকাছি বেড়েছে। ২০২৩ সালে যেখানে ওই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ১৬৯ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছিল। তথ্য বলছে, প্রান্তিক মানুষজন সরকারি দফতরে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়তেন। অনেকক্ষেত্রে সরকারি দপ্তরে যাওয়ার জন্য তাঁদের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হত। কখনও সরকারি অফিসে গিয়ে নির্দিষ্ট দপ্তরটি খুঁজে পেতে তাঁদের সমস্যা হত। কিন্তু এখন রাজ্যের নানা প্রত্যন্ত অঞ্চলেও খোলা হয়েছে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র। ওই কেন্দ্রগুলি বাড়ির কাছে থাকায় সাধারণ মানুষ এখন সহজেই কর দিতে পারছেন। অনলাইন লেনদেনের ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ বাড়ছে। ফলে সরকারের আয়ও বাড়ছে।

বাগুইআটির আবাসন থেকে উদ্ধার পানশালার নর্তকীর দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাগুইআটি দেশবন্ধুনগরে অভিজাত আবাসনের ফ্ল্যাট থেকে পানশালার নর্তকীর দেহ উদ্ধার। পুলিশ সূত্রে খবর, জন্মদিনের পরদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার সকালে উদ্ধার হয় মণীষা রায়ের দেহ। ফ্ল্যাট থেকেই মৃতার পুরুষ বন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তদন্তকারীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করে জানার চেষ্টা করেন, ঠিক কী হয়েছিল সোমবার রাতে।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, তরুণীর বন্ধু অন্তর্যামী সোয়েন ওড়িশার জগৎসিংপুরের বাসিন্দা। জন্মদিনের রাতে কেবল মনীষা এবং অন্তর্যামী একই সঙ্গে ছিলেন। এরপর মঙ্গলবার সকালে বিছানার ওপর থেকে তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়। গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে তাঁর। শ্বাস রোধ করে খুন নাকি আত্মহত্যা, খতিয়ে দেখছে বাগুইআটি থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, সোমবার রাতে মণীষার ফ্ল্যাটে অন্তর্যামীর জন্মদিনের পার্টি চলছিল। ফ্ল্যাটে দু'জনেই ছিলেন। এতও জানা গিয়েছে, ফ্ল্যাটের কলাপসেবল গেটে তালা মারা ছিল, আর চাবি ছিল মণীষার কাছে। সেই চাবি নাকি কোনওভাবেই খুঁজে পায়নি অন্তর্যামী। সেই কারণে তরুণীর নিথর দেহের সঙ্গে রাতভর ফ্ল্যাটেই ছিলেন বাইশ বছরের যুবক। সকালে গেটের তিনটি তালা ভেঙে তরুণীর দেহ উদ্ধার করা হয়। এদিকে সূত্রে এও খবর মিলছে, মণীষা বাগুইআটির আক্রান্ত প্রোমোটার কিশোর হালদারের প্রথম পক্ষের মেয়ে। মণীষার মায়ের সঙ্গে কিশোরের ১৫ বছর আগে পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। এরপর মেয়ে মণীষাকে নিয়ে একাই থাকতেন তাঁর মা। কয়েক বছর আগে মণীষার মায়ের মৃত্যু হয়। এদিকে পেশা হিসেবে বারে নাচ করাকে বেছে নেন মণীষা। কিশোর হালদার তাঁদের দেখভালের দায়িত্ব নেননি বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আরজি কর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়ার পরই বোঝা যাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ।

আদালতে মোথাবাড়ি যাওয়ার আর্জি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোথাবাড়ি যেতে চেয়ে আদালতের শরণাপন্ন হলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু আদালতে জানিয়েছেন, একজন নিরাপত্তারক্ষী ও একজন বিধায়ককে নিয়ে তিনি মোথাবাড়ি যেতে চান। আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার এই আর্জি জানানোর পর হাইকোর্টে মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। চলতি সপ্তাহেই এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা। শুভেন্দু জানিয়েছেন, কোনও মিছিল করবেন না তিনি। সেক্ষেত্রে সমস্যা কিংবা কোনও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার কথাই নয়। শুভেন্দুর আবেদনের গোটা বিষয়টি বিবেচনা করবে আদালত।

এদিকে গত তিন দিন ধরে মালদার মোথাবাড়িতে অশান্তি ও গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনায় ৬১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সেই সঙ্গে এখনও পর্যন্ত ১৯টি মামলা রুজু করা হয়েছে। শনিবার ভবানী ভবনে রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম বলেন, 'ঘটনা সামনে আসতেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে।' এর আগে মোথাবাড়ি গিয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। কিন্তু মোথাবাড়ি ঢোকার আগেই পুলিশি বাধার মুখে পড়েন তিনি। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগও তোলেন সুকান্ত।

বিচারপতি দীনেশ কুমার শর্মার বদলি আটকাতে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি দীনেশ কুমার শর্মাকে কলকাতা হাইকোর্টে বদলির সুপারিশের বিরুদ্ধে সরব হলেন কলকাতা হাইকোর্টের তিনটি আইনজীবী সংগঠন। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবিতে এদিন তারা প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করে। আইনজীবী সংগঠনগুলোর দাবি, বিচারপতি শর্মার বিরুদ্ধে সম্প্রতি বেশ কিছু আপত্তিকর অভিযোগ উঠেছে, যা বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে। তাঁদের বক্তব্য, বিচারপতি শর্মা দিল্লি হাইকোর্টে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মামলা আংশিক শুনানি করে স্থগিত রেখে ছিলেন, যা তার বদলির সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এই প্রেক্ষিতে, কলকাতা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শঙ্কর প্রসাদ দলপতি, বার লাইব্রেরি ক্লাবের সম্পাদক সব্যসাচী চৌধুরী এবং ইনকরপোরেটেড ল সোসাইটির সম্পাদক পরিতোষ সিনহা যৌথভাবে সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন, কলকাতা হাইকোর্টকে 'ডাম্পিং গ্রাউন্ড' হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে, যদি এই বদলি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করা হয়, তবে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে তারা বাধ্য হবেন। অন্যদিকে, দিল্লি হাইকোর্টের আরেক বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলির সুপারিশ করা হয়েছে, যা নিয়েও সংশ্লিষ্ট মহলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীদের বক্তব্য, বিতর্কিত বিচারপতিদের অন্যত্র বদলি না করে যথাযথ তদন্ত ও পর্যালোচনা করা উচিত।

জাল ওষুধের তদন্তে নেমে হুমকি ফোন মিলছে তদন্তকারীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাল ওষুধের তদন্তে নেমে হুমকি ফোনের সামনে তদন্তকারীরা! হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ড্রাগ কন্ট্রোলের আধিকারিককে। ফোন করে দাবি করা হয়, আধিকারিককে তদন্ত বন্ধ করতে হবে। উল্টোডাঙার এক পাইকারি ওষুধ দোকানে হানার পরই এই হুমকি ফোন আসে বলে খবর। কলার আইডি অ্যাপের তথ্য অনুযায়ী, দিল্লির এক প্রভাবশালীর আপ্ত সহায়কের নম্বর থেকে এসেছিল ফোনটি। এরপরই স্বাস্থ্য ভবনের দ্বারস্থ হয় রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল। স্বাস্থ্য ভবনে সচিব স্তরে রিপোর্ট করে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল, এমনটাই স্বাস্থ্যভবন সূত্রে খবর।

এদিকে শহর থেকে জেলা-সর্বত্রই তল্লাশি চালাচ্ছেন আধিকারিকরা। মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে জাল ওষুধের চক্র। উঠে এসেছে অন্ধ্রপ্রদেশ-হরিয়ানার যোগ। প্রাথমিক তদন্তে জানা যাচ্ছে, অন্ধ্রপ্রদেশ-হরিয়ানা থেকে জাল ওষুধ প্রথমে আসছে দিল্লিতে। সেখান থেকে আসছে কলকাতা-সহ সমস্ত মেট্রো সিটিতে। রাতের অন্ধকারে বাসের মাথায় লাগেজের সঙ্গে মিশিয়েই হয়ে যাচ্ছে পাচার। এদিকে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল সূত্রে খবর, বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল এবং 'সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন' কয়েক লক্ষ টাকার জাল ওষুধ বাজেয়াপ্ত করেছে। সম্প্রতি তল্লাশি চালানো হয়েছিল উল্টোডাঙার একটি বেসরকারি হাসপাতালে হানা দেয় কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোলের আধিকারিকরা। তারপরই ফোন আসে বলে জানা গিয়েছে।

নৈহাটিতে হিন্দু সুরক্ষা সমিতির প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুরের ধরমপুর গ্রামে আক্রান্ত সন্ন্যাসী হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজ। দাসপুরে সন্ন্যাসীর ওপর হামলা এবং মালদহের মোথাবাড়িতে সনাতনীদের ওপর আক্রমনের প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকেলে পথে নামল হিন্দু সুরক্ষা সমিতি। এদিন হিন্দু সুরক্ষা সমিতির নৈহাটি নগরের তরফে সাহেব কলোনী মোড় থেকে পাওয়ার হাউস মোড় পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। উক্ত মিছিলে হাজির ছিলেন বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সদস্য রোহিত সাউ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ব্যারাকপুর জেলার সংযোজক সাগ্নিক বিশ্বাস, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ব্যারাকপুর জেলার সদস্য রানা চক্রবর্তী, বিজেপি নেত্রী জিনিয়া চক্রবর্তী প্রমুখ।

উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ওপর অনলাইন নজরদারি বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ওপর অনলাইন নজরদারির ব্যবস্থা আজ থেকে বাধ্যতামূলক ভাবে চালু হল। রাজ্য অর্থদফতর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানিয়েছে। নজরদারির কাজের জন্য ইউনিফায়েড প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইউপিএমএস পোর্টাল ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে। অর্থদপ্তর দফায় দফায় নির্দেশিকা জারি করে পূর্ত, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, সেচ, জলসম্পদ দপ্তর ছাড়াও কেএমডিএ এবং পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদকে এই পোর্টালের আওতায় এনেছে। অর্থ দফতর জানিয়েছে, এইসব দপ্তর ও সংস্থার সমস্ত প্রকল্পের প্রক্রিয়া পর্ব এপ্রিল থেকে অনলাইনে এই পোর্টালের মাধ্যমে করতে হবে। অফলাইনে কোনও প্রকল্প গ্রহণ করা হবে না। কোনও প্রকল্পের সূচনা থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি পোর্টালের মাধ্যমে নজরদারি করা হবে। এই ব্যবস্থায় প্রকল্পের দ্রুত রূপায়ণ এবং কোনও অনিয়ম হলে তা চিহ্নিত করার সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, প্রকল্প শুরু হওয়া থেকে রূপায়ণের বিভিন্ন ধাপে প্রতি আর্থিক বছরে বরাদ্দ হওয়া অর্থের খরচের তাৎক্ষণিক তথ্য ও কাজের অগ্রগতির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিসংখ্যাণ ওই পোর্টালে মজুত থাকবে। ফলে কেন্দ্রীয় ভাবে প্রকল্প নজরদারির কাজে সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সরকারি প্রকল্পের জন্য দপ্তরগুলিকে টাকা বরাদ্দ করে অর্থ দপ্তর। পোর্টালের মাধ্যমে প্রতিটি প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা এবং বরাদ্দ অর্থ খরচের উপর অর্থ দপ্তর সরাসরি নজর রাখতে পারবে। কোনও প্রকল্পের কাজ ধীর গতিতে চললে সংশ্লিষ্ট দফতরকে সতর্ক করতে পারবে অর্থ দফতর। এই পোর্টালের আওতায় এসেছে বিভিন্ন দফতরের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়গুলি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, রাস্তা, বিল্ডিং, সেতু, বাঁধ ও পানীয় জল সরবরাহের মতো জনস্বার্থের বিষয় সংক্রান্ত প্রকল্পগুলিকে এক সূত্রে বাঁধার চেষ্টা করা হয়েছে।

ব্যবসায়ীর হাতে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কফি হাউজ, ভাঙা হল পিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কফি হাউসের বড় বাড়িটা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতে, এমনটাই অভিযোগ। একইসঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, এক অসাধু ব্যবসায়ী কফি হাউসের বিল্ডিংয়ের একটি অংশ কিনে সেখানে আরও তিনটি ছোট-ছোট দোকান তৈরি করছেন। শুধু তাই নয়, যে ভবনে কফি হাউস রয়েছে, সেখানকার তিনটি বড় বড় পিলার ভেঙে ফেলারও অভিযোগ উঠেছে ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, ১৫০ বছরের পুরনো এই কফি হাউজ। খুব স্বাভাবিক ভাবেই বহু ইতিহাসের সাক্ষী। ১৯৯১ সাল থেকে এই কফি সপ রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অন্তর্গত। কফি হাউসের নিচে একটি বইয়ের দোকান রয়েছে। জানা যাচ্ছে, ওই দোকানটি শিলিগুড়ির কোনও এক অবাঙালি ব্যবসায়ী কিনেছেন। অভিযোগ, এরপর তিনি দোকান বাড়ানোর জন্য, একতলার তিনটি পিলার ভেঙে দিয়ে আরও ছোট ছোট দোকান বানানোর চেষ্টা করছেন।

আর এখানেই কফি হাউস প্রেমীদের দাবি, অনেক দিনের পুরনো এই বিল্ডিং। পিলার ভেঙে দেওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে গোটা ভবন। ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কফি হাউস। সেই কারণে থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পাশাপাশি তাঁরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পুরসভাকেও চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠি পাঠানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও।

এই প্রসঙ্গে কফি হাউস সোশ্যাল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অচিন্ত্য লাহা জানান, 'দোকান হস্তান্তর হতে পারে। আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সেই দোকান কিনে তার জায়গা বাড়ানোর জন্য বিল্ডিংয়ের পা কেটে উড়িয়ে দেওয়া হবে তা মেনে নেওয়া যায় না। এতে ভালবাসার কফি হাউসের ক্ষতি হবে। ১৫০ বছরে প্রথম এই ধরনের ক্ষতি হচ্ছে।' এই ঘটনায় স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান 'রবিবার কেউ থাকে না। ফাঁকা থাকে। সেই সুযোগ নিয়েছেন দোকানের মালিক। তবে পথ চলতি মানুষের চোখে পড়তেই আমাদের জানানো হয়।' এদিকে এই ঘটনায় মুখে কুলুপ যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই ব্যবসায়ীর।

সম্পাদকীয়

ভালো থাকার কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে না, থাকে শুধু সকলকে নিয়ে চলার শপথ

দুর্গাপুজো এবং ইদ, বাংলার দুই শ্রেষ্ঠ উৎসব। একটি আসে শিউলি বিছানো পথ ধরে, আর একটি চাঁদের সাম্পানে চড়ে। ধূপধুনো, শঙ্খধ্বনিতে এক জনের আবাহন। অন্য জন সাজে সুরমা, মেহেন্দি, সুগন্ধি আতরে। দুটো উৎসবে ধর্মীয় ভাব অর্থাৎ পূজাচার, প্রার্থনা, নমাজ, দোয়ার উপরে উৎসবের সুরটিই বেজে ওঠে আগে। ইসলাম ধর্মে রোজার সময় দরিদ্র মানুষদের উদ্দেশ্যে অর্থ বা নতুন পোশাক দানের যে নিয়মটি বাধ্যতামূলক, সেটির কারণে ইদের দিনে সকলেই নিজের মতো করে ভাল খাবার খান, নতুন পোশাক পরে ইদের আনন্দে শামিল হন। বিভিন্ন নামীদামি রেস্তরাঁ থেকে নানা রকমের সুখাদ্য ঘরের দরজায় এসে হাজির হয়। তার জন্য কি ইদের আনন্দ ম্লান হয়ে যায়? কখনওই না। সিমুইয়ের যে কত রকমের খাবার হয়, তা রেস্তরাঁগুলোর থেকে মা, খালা, চাচি, ফুপুরাই বেশি জানেন। নারকেল দুধের ক্ষীর, শুকনো ঝরঝরে সিমুই কিংবা চিনির রসে ভিজিয়ে রেখে কাজু, আমন্ড বাদামের টুকরো দিয়ে সিমুই, এ সব বাড়িতেই হয়। রোজার শেষ দিনে ইফতারের পরে কোমরে আঁচল বা ওড়না পেঁচিয়ে কুসুম গরম জলে চালের আটা দিয়ে রুটি বানানো শুরু। খাসির মাংসের ঝোল রান্না হয় রুটি বা ঘিয়ে ভাজা পরোটা দিয়ে খাওয়ার জন্য। ছোট সাইজ়ের আস্ত মুরগি দিয়ে মুর্গ মুসল্লম বানানো হয়। পোলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করা হয় সেই পদ। যাঁদের বাড়িতে বিরিয়ানি রান্না হয়, তাঁরা বাকি পদে মাংসের চাঁপ বানান। ছোট ছোট মাটির ভাঁড়ে পরিবেশিত হবে জাফরান আর কাজুবাদাম বাটা দিয়ে তৈরি করা ফিরনি। হিন্দু বন্ধু এবং হিন্দু প্রতিবেশীরাও ইদের আনন্দ লুটেপুটে নেবেন। এক সঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া এবং আড্ডার মধ্যে দিয়ে দু’তরফের জানাজানিটা আরও বেশি করে হবে। মুসলমান মনের খবর নিলে সমাজটাকে আরও ভাল করে জানতে পারা যাবে। ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে থাকার জন্যই পাশাপাশি থেকেও কোনও দিন কাছাকাছি আসতে পারেনি দু’টি সম্প্রদায়। দু’পক্ষকেই এগিয়ে এসে দুর্গোৎসব এবং ইদের আনন্দে অংশগ্রহণ করতে হবে। ধর্ম নিয়ে এখন যে বিভাজনের রাজনীতি চলছে তাকে থামানো যাবে তখনই, যখন একে অপরকে ভাল করে জানবে, নিজেদের ভুল বা সঙ্কীর্ণতাগুলোকে ছেড়ে পরস্পরের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।

শব্দবাণ-২৩৬

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সম্রাট, নৃপতি ৩. বৈদূর্য মণি ৫. ধ্বনি, শব্দ ৬. গঠন ৭. ব্রাহ্মণ পাচক ৯. গরমে এর ডাল অসাধারণ ১১. দীর্ঘ, লম্বাটে ১২. নং।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. প্রস্তরের তৈরি থালা ২. নিত্য, অবিনশ্বর ৩ হাইনা ৪. চেহারা, আকৃতি ৭. ঠাকুরমা ৮. ভিতরে রস আছে এমন, রসপূর্ণ ৯.যা চাপানো হয় ১০— ঘর।

সমাধান: শব্দবাণ-২৩৫

পাশাপাশি: ২. সদাসর্বদা ৩. রদবদল ৬. কেলেমানিক ৭. মহারজত।

উপর-নীচ: ১. দৈবগতিকে ২. সদরজমা ৪. বনকপোত ৫. লঘূকরণ।

জন্মদিন

আজকের দিন

অজয় দেবগণ

১৯৫৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অধীররঞ্জন চৌধুরীর জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অর্জুন সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৬৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অজয় দেবগণের জন্মদিন।*

সাহিত্যের সময়-অসময় ও দুঃসময়

স্বপনকুমার মণ্ডল

সাহিত্যের সঙ্গে সময়ের যোগ অত্যন্ত নিবিড়। সেখানে অবশ্য বিতর্ক বর্তমান। সাহিত্য সময়কে বহন করে, নাকি সময় সাহিত্যের আধার হয়ে ওঠে, তা নিয়ে ভাবনার রসদ আপনাতেই উচ্চকিত। প্রথমটির ক্ষেত্রে সাহিত্যের দর্পণে বিম্বিত সময়ের ছায়ায় কায়ার সার্থকতায় অনুবাদের ভূমিকাটি আপনাতেই প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে। সেখানে সাহিত্যের অনুবাদ প্রকৃতিটি আপনাতেই আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। অথচ অনুবাদেই সাহিত্যের ভূমিকা নিঃশেষিত হয়ে পড়ে না। কেননা সাহিত্য নির্মাণে নয়, সৃষ্টিতেই উৎকর্ষমুখর। তার ফলে সময়ের অনুবাদে সাহিত্যের পরিসর সীমাবদ্ধ না হয়ে সৃষ্টির অভিনব উপলব্ধিতে অনুপ্রাণিত করায় সক্রিয়তা লাভ করে। সেক্ষেত্রে সাহিত্য সময়ের অনুবাদ-সাহিত্য হওয়ার বিষয়টি আপনাতেই আবেদনক্ষম হতে পারে না। অন্যদিকে, সময় সাহিত্যের আধার হয়ে ওঠে ঠিকই, তবে তা শুধুমাত্র তার আজ্ঞাবহ অনুকরণ বা অনুসরণে ইতিহাসের ভূমিকা পালন না করাই দস্তুর। সেখানে সাহিত্যের অনুবাদপ্রয়াসের পাশাপাশি তার অভিনব অন্তর্দৃষ্টির বহুমাত্রিক পরিচয়ও আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে সাহিত্যের সঙ্গে সময়ের যোগ যেমন নিবিড়তার আভিজাত্যে সংযোগ হয়ে ওঠে, তেমনই সেই সংযোগের পূর্ণতা সাময়িক পরিসরেই নিঃশেষ হয়ে পড়ে না, চিরন্তনতায় আবেদনক্ষম মনে হয়। সাময়িক পরিসরই সাহিত্যের বহুমাত্রিক রূপের আধারে তার বুনিয়াদি চেতনার সুদূরপ্রসারী ব্যাপ্তিতে বনেদি ভূমিকায় আভিজাত্য লাভ করে। সেখানে ইতিহাসের ক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেলেও তার রেশ সাহিত্যের আধারে বিধৃত হয়ে কালান্তরে তার আবেদনকে বনেদিয়ানায় অবিস্মরণীয় করে তোলে। ফলে সাহিত্যে সময়ের ক্ষরণ শুধু অনুবাদিত হয় না, সেইসঙ্গে তার বনেদি ভূমিকাও নানাভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে ইতিহাসের উপাদানে সাহিত্যের ভূমিকা শুধু অনস্বীকার্যই নয়, অবিসংবাদিত। অন্যদিকে সাহিত্যে ইতিহাসের পরিসর সীমিত হয়েও অসীমের ব্যঞ্জনাবহ, স্থানিক হয়েও বৈশ্বিকতায় আবেদনক্ষম। সময়ের সঙ্গে সাহিত্যের এই নিবিড় পরিসরের বিষয়টি সাময়িক পরিপ্রেক্ষিতে নানাভাবে উঠে আসে। বিশেষ করে সাহিত্যে যখন সময়ের দলিলকে খুঁজে ফেরার অবকাশ তৈরি করে, তখন তার আধারের পরিসরটি আপনাতেই প্রাসঙ্গিকতায় ফিরে আসে। অবশ্য সেখানে বিষয়ের ‘কী’র কাছে আঙ্গিকের ‘কীভাবে’র প্রশ্নটি নিস্তেজ হয়ে পড়ায় বিষয়গৌরবের ইতিহাসে আঙ্গিকসৌষ্ঠবের সাহিত্যাবেদন উচ্চকিত হতে পারে না। তার ফলে সময়ান্তরে সেই সময়ের রূপ রূপান্তরে নিঃস্ব হয়ে পড়ে, তার আবেদনও অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। সেই প্রেক্ষিতের আলোয় সময়ের গল্পের ভূমিকা শিল্প বনাম কৃষির দ্বৈরথে একুশ শতকের প্রথম দশকের অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞান সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত গল্পের পরিসরটি দেখে নেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। কেননা এরকম বৈপ্লবিক আন্দোলনমুখর প্রেক্ষাপটে সমাজমানসের প্রতিবিম্বনে বাংলা সাহিত্যের সক্রিয় ভূমিকা ইতিপূর্বে লক্ষ করা যায়নি। তার সুস্পষ্ট প্রভাব গল্পগুলির প্রকাশমুখর প্রকৃতিতে ও বিস্তারের তীব্রতায় প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে।

আধুনিক ছোটগল্পের সময়ের সুপরিবাহী হিসাবে বনেদি ভূমিকা বর্তমান। শুধু তাই নয়, দুঃসময়ে তার স্মরণীয় ফসলের পরিচয় নানাভাবে বিদ্যমান। একমুখী লক্ষ্যে গদ্যের ঋজু চালে তার ক্ষুদ্রাকৃতির নিটোল অবয়বে যেভাবে সময়ের ব্যঞ্জনাকে মূর্ত করে তোলার পরিসর বর্তমান, তা অন্যান্য সাহিত্যশাখায় সহজলভ্য নয়। সেদিক থেকে ছোটগল্পে সময়ের প্রেক্ষিতটি নানাভাবে আবেদনক্ষম হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, সময়ের মূর্তি তার আবেদনে প্রতিমায় পরিণত হয়েছে। অবশ্য সব মূর্তি যেমন প্রতিমায় রূপান্তরিত হয় না, তেমনই সব প্রতিমাও সমভাবে নৈবেদ্য লাভ করে না। ফুল হয়ে ফোটার আগেই কলিতে ঝরে পড়ার ব্যর্থতা যেমন সেখানে সজীব, তেমনই তাতে সাহিত্যের মন্দিরে সমাদর না-লাভের সম্ভাবনাও বর্তমান। অন্যদিকে সময়ের প্রেক্ষিতে একই বিষয়ের একাধিক বৈচিত্র্যবহ অনুবাদগুণে সৃষ্টিনৈপুণ্য লাভে শুধু সাহিত্যেই সমাদৃত হয় না, কালের ভাষ্যরূপেও চিরন্তনী আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। সমাজজীবনে নানাপ্রকৃতির দুঃসময় থেকে আন্দোলনমুখর বিক্ষুব্ধ জনমানসের ভাষ্যরূপের পরিচয়ে বাংলা ছোটগল্পের বনেদিয়ানা বর্তমান। শুধু তাই নয়, সেখানে গল্পের মাধ্যমেই সেই সময়ের মানসপ্রতিভূর পরিবর্তিত নানারৈখিক চলন নানাভাবে ছোটগল্পে স্বমূর্তি ধারণ করেছে। সেদিক থেকে বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিসরে অতি আধুনিক সাহিত্যের সরণিতে ছোটগল্পের বনেদি ভূমিকা আপনাতেই সবাকমূর্তিতে অনেকবেশি সরব মনে হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজমানসের বিপর্যস্ত প্রকৃতির মধ্যে যেভাবে সাহিত্যের রূঢ় বাস্তবতার মানবিক অভিমুখটিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিসরে আরও দৃঢ় ও তীব্রতা লাভ করে। বাংলা ছোটগল্পের ধারাতেই তা প্রতীয়মান। সেক্ষেত্রে সময়ের প্রতিকূলতাই ছোটগল্পে আনুকূল্য লাভ করেছে। রুশবিপ্লবোত্তর বাংলা সাহিত্যে মানুষের বিপন্ন অস্তিত্ব যেভাবে প্রকট হওয়ার অবকাশ পেয়েছে, ফ্যাসিবিরোধী চেতনার আধারে মার্কসীয় সমাজবীক্ষার পরিসরে তা আপনাতেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলা ছোটগল্পের পরিসরে তার আগমন আভিজাত্যে আবির্ভাবে পরিণত হয়। অবশ্য সেগুলির সংখ্যালঘু প্রকৃতি অত্যন্ত সমীচীন। সময়ের অনুবাদের উৎকর্ষে সাহিত্যগত আবেদনের নিরিখে ও জনমানসের সংযোগসাধনের সর্বজনীনতায় গল্পগুলি সংখ্যালঘু হলেও তার বনেদি পরিসরে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমাদর লাভ করেছে। সময়ের অভিজ্ঞান হিসাবে গল্পগুলি বিশেষভাবে স্মরণীয়। সেখানে সুবোধ ঘোষের ‘ফসিল’ (১৯৪০) থেকে সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘গণনায়ক’ (১৯৪৭) সবেতেই তার বিস্তার স্মরণীয়। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের সুদীর্ঘ পরিসরের মধ্যে সময়ের প্রেক্ষিতে মানবিক সংকটই ছোটগল্পের আধারে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেখানে স্বাধীনতার স্বপ্নের চেয়ে তার জীবনযুদ্ধের বাস্তবতাই আবেদনক্ষম হয়েছে। সময়ের দর্পণে বিম্বিত সবাক্ চিত্রপ্রকৃতিতে ছোটগল্পের সেই পরিসরটি আপনাতেই প্রাসঙ্গিকতায় ফিরে আসে।

আসলে ছোটগল্প সাময়িক ভূমিকা পালনেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে না। সময়ের ভাষ্যে তার ঐতিহাসিক পরিসরটি আলোকিত হয়ে নবদিগন্তের সূচনায় সক্রিয়তা লাভ করে সাহিত্যের সম্পদে পরিণত হয়। স্বাভাবিকভাবে সেই সম্পদের পরিমাণ স্বল্প। সময়ের খরায় সাহিত্যের সজীবতা স্বাভাবিক। কেননা সেই খরার বিরূপতাই সাহিত্যিকের সংবেদী চিত্তকে নানাভাবে সক্রিয় থেকে অতি সক্রিয় করে তোলে। সেক্ষেত্রে অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভারসাম্যের অভাবে ও একদেশদর্শিতার স্বভাবে তার উদ্দেশ্য প্রকটতায় সাহিত্যের আবেদন ব্যাহত হয়ে পড়ে। সেদিক থেকে ছোটগল্পের মধ্যে বক্তব্যবিষয়টিই যদি সময়ের অনুবাদের ধারক-বাহকে আবর্তিত হয়, তাহলে তার সাহিত্যগত আবেদনে বিরূপতা অনিবার্যতা লাভ করে। তার ফলে সময়ের ঝড়ে সাহিত্যবৃক্ষ থেকে অধিকাংশ অপুষ্ট ফল ঝরে পড়ে। আবার যে-গুটিকতক টিকে থাকে, তার মধ্যেই কালের মন্দিরের মহার্ঘ নৈবেদ্য হয়ে ওঠে। এভাবেই সুবোধ ঘোষের ‘ফসিল’ উত্তর পরিসরে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘হাড়’ থেকে ‘টোপ’ যেমন প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পায়, তেমনই ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে সমরেশ বসুর ‘আদাব’, সাতচল্লিশের দেশভাগ নিয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘পালঙ্ক’ স্মরণীয় হয়ে চলেছে। আসলে ছোটগল্পের মধ্যে যেমন যুগযন্ত্রণার প্রভাব বর্তমান, তেমনই তার মধ্যে সদর্থক প্রতিক্রিয়াশীল অভিমুখও সক্রিয় থাকে। সেক্ষেত্রে সময়ের মানসমুকুরে তার বহুমুখী অনুবাদপ্রয়াস নানাভাবে বিকশিত হয়। একই বিষয়ে একাধিক গল্পের ব্যঞ্জনা স্বাভাবিকতা লাভ করে। তেতাল্লিশের দুর্ভীক্ষপীড়িত দেশের দুঃসহ প্রকৃতি শুধু যে খাদ্যসংকটেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা ক্রমশ বস্ত্রেও প্রকট হয়ে ওঠে, তার পরিচয় ছোটগল্পের আধারেই বিকশিত হয়েছে। বেঁচে থাকার প্রাথমিক চাহিদাদ্বয়ে যে-প্রভাব বাংলার জনমানসে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই সংবেদী লেখকচিত্তের সক্রিয়তাকে অনিবার্য করে তুলেছিল। তবে সেক্ষেত্রে প্রকাশের ভিন্নতায় তার শিল্পরূপ নানাভাবে উঠে এসেছে। অথচ তার আবেদনে কোথাও নীরবতায় সরবতা লাভ করেছে, কোথাও ব্যক্তিক পরিসর থেকে সমষ্টিচেতনায় উন্নীত হয়েছে। ১৯৪৪-এর বস্ত্রসংকট নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ‘দুঃশাসনীয়’। আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প ‘দুঃশাসন’। অথচ দুটি গল্পই সময়ের দর্পণে সফল শিল্পপ্রয়াস। প্রথম গল্পটি যেখানে বাংলার জনজীবনে বিশেষ করে নারীর লজ্জানিবারণের মতো বস্ত্রের অভাবজনিত তীব্র সংকটে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে উদগ্র দুঃশাসনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, অপরটি সেখানে লেখকের স্বকীয় বিশেষত্বে ‘দুঃশাসনের রক্তপান’ যাত্রাপালার অভিনয় দেখে কাপড়ের আড়তদারের মানসিকতার প্রতিতুলনার অবকাশে সমকালের দুঃশাসনের পরিচয়কে তুলে ধরে। মানিকের গল্পে হাতিপুর গ্রামের বস্ত্রসংকটের হাহাকার আনোয়ারের স্ত্রী রাবেয়ার পুকুরের জলের তলে নীরব আত্মহত্যার পথে আরও তীব্রতা লাভ করে। অন্যদিকে নারায়ণের গল্পে রয়েছে সমষ্টিচেতনার তীব্র অভিঘাত। জগদীশ ভট্টাচার্য ‘নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প’-এর ভূমিকায় গল্পটির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন ‘দ্রৌপদির বস্ত্রহারী দুঃশাসনের নিধন-প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত যাত্রার অভিনয়-বর্ণনার মধ্য দিয়ে শুধু দেবীদাসের মানসপ্রতিক্রিয়াই নয়, পাঠকের মনেও এর ফলশ্রুতি অনিবার্য হয়ে উঠেছে।’

আসলে সময়ের দাবিতে সাড়া দেওয়ার স্বাভাবিকতায় ছোটগল্পের পরিসরটি অনেকবেশি সক্রিয়তা লাভ করে। সেখানে সময়ের তীব্র আবেদনই গল্পকারের লেখনীকে সক্রিয় করে তোলে। লেখার ‘তাগিদে’র দায় সংবেদী লেখকের স্বভাবসহচর। অথচ তার প্রকাশের তীব্রতায় শিল্পীসুলভ সচেতনতাও অনস্বীকার্য। ১৯৪৪-এর জানুয়ারিতে প্রকাশিত ‘কেন লিখি’ নামক সংকলনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্পষ্ট বক্তব্যে লেখকের পাওয়ার চেয়ে পাইয়ে দেওয়ার তীব্রতা বেশির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথায় ‘পাওয়ার জন্য অন্যে যত না ব্যাকুল, পাইয়ে দেওয়ার জন্য লেখকের ব্যাকুলতা তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী। এই পাইয়ে দিতে পারলে পাঠকের চেয়ে লেখকের সার্থকতাই বেশী।’ এই শৈল্পিক দায়ের মধ্যেই লেখকের বুনিয়াদী চেতনা বনেদি হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে দুঃসময়ের প্লাবনে ‘লেখকের ব্যাকুলতা’ অনিবার্যভাবেই তীব্রতা লাভ করে এবং তা স্বীকারের মধ্যে আভিজাত্যবোধ স্বাভাবিক মনে হয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘শিল্পীর স্বাধীনতা’তেও (১৯৬২) সেই শিল্পীসুলভ দায়ের কথা উঠে এসেছে। সেক্ষেত্রে তাঁর চর্চিত স্বীকারোক্তিও বর্তমান ‘সেদিনের সেই অসহ্য আত্মগ্লানি আর যন্ত্রণার মধ্যে সমস্ত বাঙালির সঙ্গে আমিও গর্জন করে উঠেছি, ‘যুগান্তরে’ লিখেছি ‘নক্রচরিত’, ‘আনন্দবাজারে’ লিখেছি ‘দুঃশাসন’, ‘দেশে’ লিখেছি ‘পুষ্করা’ আর ‘ভাঙা চশমা’। আরো অনেক গল্প---কিছু কিছু উপন্যাস।’ সময়ান্তরে সাধারণের কণ্ঠস্বর অশ্রুত হয়ে পড়ে, কিন্তু শিল্পকর্মে তা চলমান ইতিহাসের জনকণ্ঠের অভিজ্ঞানে সামিল হয়ে যায়। সেদিক থেকে বাংলা ছোটগল্পের পরিসরের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষের ধারায় তার বনেদি আভিজাত্যের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় মনে হয়। সময়ের ফসল সময়ান্তরে চিরস্থায়ী সম্পদে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে ছোটগল্পের শিল্পরূপের বিস্তার অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। আসলে ছোটগল্পের মধ্যে চলমান জীবনের সংকট-সংঘাতের পরিচয়ের সোপানে তার সাময়িক সংযোগ অনস্বীকার্য। সেখানে সময়ের ক্ষরণ তার আধারে স্বাগত সমাদর লাভ করে। সেক্ষেত্রে বাঙালি জীবনের সময়-সংকটের অস্থিরতায় বাংলা ছোটগল্পের সৃষ্টিমুখর পরিসরটি বারে বারে সক্রিয়তা লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে তার বহুমুখী জিজ্ঞাসার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। সেখানে গল্প আর নিছক গল্প হয়ে থাকেনি, সময়ের অভিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। তার পরিচয় অস্থির সময়ের দ্বান্দ্বিক দর্পণে নানাভাবে উঠে এসেছে।

বাংলা ছোটগল্পের বিবর্তনের ধারায় সময়ের রিক্ততাবোধে শুধু বিষয়ভাবনাতেই পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না, সেইসঙ্গে গল্পের প্রকাশভঙ্গিতে বিচিত্র প্রকৃতির নতুন চরিত্র, নতুন জীবনচেতনা, অভিনব আত্মজিজ্ঞাসার পরশ নিবিড়তা লাভ করে। শুধুমাত্র জনজীবনে আন্দোলনমুখর পরিসরে উল্লেখ্য গল্পগুলির দিকে লক্ষ করলেই বিষয়টি সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। ১৯৪৬-এর তেভাগা আন্দোলনের প্রভাব খণ্ডিত স্বাধীনতালাভের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে পড়ে না, তার পরিচয় ছোটগল্পের আধারেই সমীকৃত হয়ে রয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হারানের নাতজামাই’ ও ‘ছোটবকুলপুরের যাত্রী’ গল্প দুটির প্রসিদ্ধি সমধিক। দুটি গল্পই ১৯৪৯-এ প্রকাশিত। অথচ দুটিই আবার ১৯৪৭-এ পরিকল্পনার পরিচয় বর্তমান। সময়চিহ্নিত গল্প হিসাবে দুটিরই অনন্য ভূমিকা বাংলা সাহিত্যের বনেদি আভিজাত্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অথচ সেখানে তেভাগা আন্দোলন নিয়ে সাময়িক উত্তেজনার নাটকীয়তায় উচ্চকিত পরিসর নেই, নেই কোনোরূপ তার উগ্র প্রতিক্রিয়াশীলতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বকীয় শিল্পিসত্তায় নির্মোহ ভাব ও নিরাসক্ত প্রকৃতিতে সময়ের অনুবাদ সবুজ হয়ে উঠেছে। মার্কসীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে গল্পকার তাঁর মতাদর্শের আলোয় গল্পদুটি রচনা করলেও তার সাময়িক পরিসরের আঁচ সময়ান্তরের অম্লান রয়েছে। সেক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক রচনা হলেই তা শিল্পসার্থকতার অন্তরায় হয়ে ওঠে, তা শুধু পৃথিবীখ্যাত সাহিত্যের দিকে নজর না দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পদুটি লক্ষ করলেই সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। তাছাড়া রাজনৈতিক সংযোগে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে বা নিরপেক্ষতার অভাববোধে গল্পকারের সর্বজনীন অভিমুখটি সাধারণ্যে ব্যাহত হওয়ার প্রবণতা অত্যন্ত স্বাভাবিক। অথচ তা যে চিরন্তন না, তা বাংলা গল্পের ধারাতেই প্রতীয়মান। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বেই সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে সমকালীন পরিসরে সমরেশ বসু সবেতেই তার পরিচয় বর্তমান। অন্যদিকে গল্পরচনার ক্ষেত্রে সাময়িক দূরত্বের বিষয়টিও সর্বদা সক্রিয় থাকে, তাও অসমীচীন। সমরেশ বসুর ‘আদাব’ ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অব্যবহিত পরিসরে শারদীয় ‘পরিচয়’-এ প্রকাশিত হয়েছে। সেদিক থেকে সেই সাময়িক ফসলটি বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ধারায় একটি স্মরণীয় সংযোজন হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, সেটি ‘পরিচয়’-এর মতো বামপন্থী পত্রিকায় প্রকাশিত। অর্থাৎ, উদ্দেশ্য বা মতাদর্শের প্রেক্ষিতে লেখার বুনিয়াদে গল্পের প্রকৃতি নিয়ে সাধারণীকরণের ঝোঁকটি অনেকক্ষেত্রেই মূল্যায়ন দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন করতে পারে এবং তা অনস্বীকার্য। অন্যদিকে সাময়িক আন্দোলন বা অস্থিরতা যে বাংলা ছোটগল্পের বিষয়বৈভবকে শুধু বনেদি করেনি, সেইসঙ্গে তার প্রকৃতিতেও এনেছে অভিনব পরিসর।

সময়ের রিক্ততাবোধের অভিঘাতে জীবন ও জগৎকে নিয়ে নতুন করে ভাবনার আকাশের মেঘ গল্পের আধারে বৃষ্টি হয়ে নেমে এসেছে। এভাবে দুঃসময়ের ক্ষরণের মধ্য দিয়ে বাংলা ছোটগল্পের ধারাটি শুধু ঋদ্ধ হয়নি, বয়ে এনেছে বাস্তবতার নানা পরত। কখনও তা ভাবনার খোরাককে নবদিগন্তে ছড়িয়ে দিয়েছে, কখনও আবার অসীম সম্ভাবনার পথটি উন্মোচন করেছে। ১৯৬৭-এর নকশালবাড়ি আন্দোলনের তীব্র আলোড়নের পরিসরেই এরূপ অসংখ্য ছোটগল্পের পরিচয় বর্তমান। স্বর্ণ মিত্রের ‘প্রসব’, শংকর বসুর ‘মহড়া’, সুবিমল মিশ্রের ‘হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া অথবা সোনার গান্ধীমূর্তি’, সমরেশ বসুর ‘শহীদের মা’ প্রভৃতি গল্প এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অন্যদিকে তার পথধরে সত্তরের রাজনীতির অস্থির সময়ের ক্ষরণে অসংখ্য স্মরণীয় গল্প উঠে এসেছে। সেই পরিসরে গ্রামে ফেরার ডাকের আমন্ত্রণ ছোটগল্পগুলিকে আরও বেশি আবেদনক্ষম করে তুলেছে। শেকড়ের সন্ধানে গ্রামজীবনের জনকণ্ঠ নতুন করে নিবিড়ভাবে প্রতিধ্বনিত হল গল্পগুলিতে। সমকালীন নতুন লেখকদের অনেকেই সেই সময়ের অনুবাদে সফলকাম হয়েছেন। অভিজিৎ সেনের ‘দেবাংশী’, অমর মিত্রের ‘চাঁদ ও শশকের পৃথিবী’, ভগীরথ মিশ্রের ‘রাবণ’, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘রক্ত’, কিন্নর রায়ের ‘আলি আসগর, জয়তী অথবা ধর্মনিরপেক্ষতার গল্প’, অসীম রায়ের ‘অনি’ প্রভৃতি তার পরিচয়বাহী। অন্যদিকে প্রবীণদের মধ্যে মহাশ্বেতা দেবীর ‘দ্রৌপদী’তো বাংলা ছোটগল্পের মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত হয়। এছাড়া, সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘ভেজা তবলার বোল’ সেই সময়ে পরিবর্তিত রাজনীতিকে সমুজ্জ্বল করে তুলে ধরেছে। অথচ এই নবীন ও প্রবীণ লেখকদের অনেকেই রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে বিজড়িত। অন্যদিকে আন্দোলনমুখর অস্থির সময়ের পরিসর যেমন সমকালীন ছোটগল্পের ধারাকে শুধু বাঁক ফেরাতে সাহায্য করে না, সেইসঙ্গে পরবর্তী সময়ের প্রবাহের অভিমুখটিকেও প্রভাবিত করে দেয়, তেমনই সব সময় যে তার সফল রূপায়ণ সম্ভব হয় না, তাও অনস্বীকার্য। স্বাধীনতা-উত্তর খাদ্য-সংকটের তীব্রতায় ১৯৫৯-এ খাদ্য-আন্দোলনের সময়ের অনুবাদ ছোটগল্পে সেভাবে স্মরণীয় হয়ে ওঠেনি। বরং তা নিয়ে ১৯৬৬-এর ১৫ আগস্টে প্রকাশিত সুবোধ রায় সম্পাদিত যোলো জন কবির কবিতা-সংকলন ‘মৌন-মিছিল’ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যনিদর্শন। সেক্ষেত্রে অবশ্য ছেষট্টির তীব্রতা অচিরেই নকশালবাড়ির আন্দোলনে আর গতি লাভ না-করতে পারাই দস্তুর। অন্যদিকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রভাব যেভাবে সাহিত্যজগৎকে আলোড়িত করার অবকাশ ছিল, তাও অচিরেই গতিহারা মরুনদী হয়ে ওঠে। ফলে যে-পরিণাণে ছোটগল্পের পরিসরে তার পরিচয় ফলপ্রসূ হয়ে ওঠার অবকাশ ছিল, তা না-হওয়া নিয়েও বিতর্ক বর্তমান।

আসলে মানবিক মঙ্গল চেতনায় সাহিত্যের বৃহত্তর ও মহত্তর কল্যাণকর উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্কের অবকাশ না থাকলেও তার সাহিত্যরূপায়ণ নিয়ে মতানৈক্য অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেখানে উদ্দেশ্যমূলকতার নেতিবাচক প্রকৃতিটি অত্যন্ত সবুজ ও সজীব। বিতর্কের চাঁদোয়াটি আপনাতেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে সময়কেন্দ্রিক গল্পে গল্পকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্যের মধ্যে পক্ষপাতিত্বমূলক উদ্দেশ্যের পরিচয়ের তীব্রতায় যেমন গল্পের অভিমুখ সন্দেহের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না, তেমনই তার শিল্পরূপ ব্যাহত হওয়ার প্রবণতা অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে স্মরণীয় গল্পগুলি নিয়েও বিতর্ক বর্তমান। অবশ্য তাতে

গল্পগুলির আবেদন নিঃস্ব হয়ে পড়ে না। কেননা গল্পগুলি নিছক সময়কে ধারণ করেই থাকে না, সময়ও তার মধ্যে ‘কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল’ মনে হয়। সেক্ষেত্রে সময়ের দর্পণে বিম্বিত জনমানসের প্রতিচ্ছবির ভাষা পড়ে নিতে অসুবিধা হয় না। সেজন্য সে-সব রচনা চলমান ইতিহাসে সহচর হয়ে ওঠে। হ্যারিয়েট বীচার স্টো-র কালজয়ী উপন্যাস ‘টমকাকার কুটীর’ (১৮৫২) বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শুধু তাই নয়, উনিশ শতকের সবচেয়ে বেশি বিক্রিত উপন্যাস। বাইবেলের পরেই তার বিক্রির কথা জানা যায়। অথচ পুণ্যসাহিত্যের নিদর্শনে সমুজ্জ্বল উপন্যাসটি দাসত্বপ্রথা বিলোপের উদ্দেশ্যটি সংগোপনে রাখেনি। শুধু তাই নয়, আমেরিকার দাসপ্রথা বিলোপের আন্দোলনে সেটি হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। একইভাবে দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটকটির কথা এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। সেটি নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। অথচ সে-সব উদ্দেশ্য সময়ান্তরে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার পরেও সেগুলি শিল্পরূপের আধারেই সমাদর লাভ করে। সেক্ষেত্রে সাহিত্যের গণচেতনাধর্মী প্রকৃতি যেমন বর্তমান, তেমনই তার সার্থক শিল্পরূপের আবেদনও স্বীকৃত। সেখানে গণচেতনায় পক্ষপাতিত্বমূলক সঙ্কীর্ণতা যেমন সমাদর লাভ করে না, তেমনই শৈল্পিক রূপের অভাববোধও অগ্রহণীয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সময়ের খরায় গল্পের প্লাবন সত্ত্বেও খুব কম গল্পই তৃষ্ণার্ত চাতক পাঠকের পিপাসা মেটানোয় সক্ষম হয়ে ওঠে। আসলে সেখানে পক্ষ-প্রতিপক্ষের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে যেরূপ যুক্তির পথ বেয়ে অপযুক্তি এবং কুযুক্তির অবকাশ তৈরি হয়, তাতে বক্তব্যের অভিমুখটি স্পষ্ট করতে গিয়ে তার শিল্পরূপের অভাববোধ অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বিষয়টি নানাভাবে উঠে আসে। বিশেষ করে জনমানসে বিপন্ন অস্তিত্বের সোপানে ছোটগল্পের সাময়িক অনুবাদপ্রক্রিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেখানে আধুনিক-উত্তর পরিসরে সাহিত্যের সঙ্গে জনমানসের সংযোগ আরও নিবিড়তা লাভ করে। সেক্ষেত্রে ছোটগল্পের পরিসরটি আপনাতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। মানবিক অস্তিত্ব-সংকটে গল্পের বুনিয়াদী চেতনায় সাময়িক উত্তরণের প্রয়াসে যেভাবে গল্পকারের সংবেদী চেতনায় প্রতিবাদী জনকণ্ঠের দাবি উঠে আসে, তাতেও পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। সেখানে সরকার বনাম সরকারবিরোধী অবস্থানের মধ্যে তুল্যমূল্যের অবকাশ অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, সেই অবস্থানও সময়ান্তরে যেমন পরিবর্তিত হয়, তেমনই তার দৃষ্টিভঙ্গিতেও তার অবস্থান্তর অনিবার্য হয়ে ওঠে। তার ফলে গল্পকারের সঙ্গে গল্পের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কও অবস্থাগতিকে পরিবর্তনের পরিসরও সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক মনে হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সময়কেন্দ্রিক গল্পগুলির আপেক্ষিকতা বিষয়ে সচেতনতা কাম্য। বিশেষ করে নির্ণায়ক শক্তির আধারে রাজনৈতিক পালাবদলে পক্ষ-প্রতিপক্ষের অবস্থানজনিত সংকটে কোনো পক্ষনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে স্পষ্টতার অভাব ও স্ববিরোধী চরিত্রের ধোঁয়াশায় বিষয়টি আরও প্রকট হয়ে ওঠে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে লেখা ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও বিষয়গুলি নানাভাবে উঠে এসেছে। সেদিকে সচেতন থেকেই সে-বিষয়ে প্রবেশ করাই বিধেয়। আসলে সাহিত্যের সময়ের চেয়েও সেক্ষেত্রে তার সময়ের অনুবাদ সমধিক গুরুত্ব লাভ করে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: তৃণমূল নেতার দাদাগিরি পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য রাস্তা নেই। সেজন্য যাতায়াত করতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনের জায়গার মালিকপক্ষ যদিও সর্ব সাধারণের স্বার্থে চার ফুট চওড়া জায়গা রাস্তা নির্মাণের জন্য দিতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু সাত ফুট চওড়া জায়গা ছাড়তে হবে এই দাবি তুলে এক কৃষক পরিবারের খামারবাড়ির গেটের সামনে বাঁশের কাঠামো তৈরি করে দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকার স্বামী তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ভাতার থানার আড়া গ্রামের। আড়া গ্রামের বাসিন্দা ভট্টাচার্য পরিবারের অভিযোগ তাদের খামারবাড়ির গেটের সামনে বাঁশ পুঁতে দুসপ্তাহ ধরে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন ওই গ্রামেরই এক শাসকদলের নেতা কৃষ্ণগোপাল মণ্ডল। বাঁশের ব্যারিগেট সরানোর চেষ্টা করলে ওই কৃষক পরিবারের বাড়িতে দলবল নিয়ে চড়াও হয়ে শাসানি দিয়ে এসেছেন কৃষ্ণগোপাল। যদিও ওই তৃণমূল নেতার এই তালিবানি ফতোয়া মেনে নিতে পারছেন না দলেরই একাংশ। তবে প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন না কেউই। অসহায় পরিবারটি ইতিমধ্যে পুলিশের কাছে ঘটনার

কথা জানিয়েছেন।

জানা গিয়েছে ভাতারের মাহাচান্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের আড়া গ্রামের বাসিন্দা রথীন ভট্টাচার্য এবং রমেন ভট্টাচার্য দুই ভাই। আমারুন থেকে শুনুর যাওয়ার যে রাস্তা রয়েছে ওই রাস্তার গায়েই বেশ কিছুটা জমি রয়েছে তাঁদের। তার মধ্যে কিছুটা ঘেরা অংশে রথীন বাবুদের খামারবাড়ি। পেশায় কৃষক রথীন ও রমেনবাবুদের তিনটি ট্রাক্টর এবং দুটি হারভেস্টর মেশিন রয়েছে। সেগুলি ভাড়া খাটান। খামার বাড়িতেই ট্রাক্টর ও হারভেস্টর মেশিন থাকে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ভট্টাচার্য পরিবারের খামারবাড়ির পিছনে সরকারি খাসজমির উপর বছর ছয়েক আগে ৩২৯ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘর সরকারি টাকায় তৈরি হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য রাস্তা ছিল না।

রথীন ভট্টাচার্য বলেন, 'অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যাতায়াতের রাস্তা না থাকায় গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য এবং পার্টি কর্মীরা আমাদের বলেন। আমরা সর্বসাধারণের স্বার্থে নিজেদের জমির কিছুটা অংশ ছেড়ে দিয়ে চার ফুট রাস্তা চওড়া রাস্তা তৈরি করতে অনুমতি দিয়েছি। গত বছর ডিসেম্বর মাসে পঞ্চভদ্রের সামনে সাদা কাগজে লিখিতভাবে চার ফুট চওড়া জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছি।'

রমেন ভট্টাচার্যের অভিযোগ, 'কিন্তু ইদানিং আমাদের গ্রামের নেতা এবং ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকার স্বামী কৃষ্ণগোপাল মণ্ডল আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছিলেন সাত ফুট চওড়া রাস্তার জন্য জায়গা ছাড়তে হবে। এছাড়া রাস্তার জন্য ২০ বস্তা সিমেন্ট দিতে হবে এবং আমাদের দায়িত্ব নিয়ে রাস্তা তৈরি করে দিতে হবে। এই শর্ত না মানার কারণে আমাদের খামারবাড়ির দুটি গেট বাঁশের ব্যারিগেট করে দু'সপ্তাহ ধরে কৃষ্ণগোপাল বন্ধ করে রেখে ছে। খামারবাড়ির কাছাকাছি গেলেই মারধর করতে আসছে।'

রমেনবাবু বলেন, 'আমি বিষয়টি পার্টির ব্লক নেতৃত্বকে জানাই। এরপর সেখান থেকে অনুমতি নিয়ে বাঁশ সরিয়ে খামারে ঢোকার চেষ্টা করলে কৃষ্ণগোপাল বাড়িতে লোকজন নিয়ে চড়াও হয়।' রথীনবাবুর স্ত্রী সায়নীদেবী বর্তমানে অন্তঃসত্ত্বা। তিনি বলেন, 'গত শনিবার রাতে কৃষ্ণগোপাল বেশকিছু লোকজন নিয়ে আমাদের বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুর করেছে। আমার স্বামী ও দেওরের পাশাপাশি আমাকেও চূড়ান্ত হেনস্তা করে। আমরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি।'

যদিও কৃষ্ণগোপাল মণ্ডল কিছু বলতে অস্বীকার করেন। তিনি কার্যত সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরা দেখে পালিয়ে যান। বিজেপি নেতা সৌমেন কার্ফা বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের এটা কালচার। দলীয় গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে এক তৃণমূল নেতার দাদাগিরি। আশা করি প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ করবে।' জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাস বলেন, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন। এই ভাবে বাঁশ দিয়ে ঘেরার বিষয়টি তিনিও বলেন অন্যায় হয়েছে।

রাতের অন্ধকারে আবর্জনার গাড়ি ঘিরে ক্ষোভ, ফিরল তিনটি গাড়ি

সমস্যার সমাধানের আশ্বাস কাউন্সিলরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ড, পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে দু' নম্বর রাজ্য সড়ক, পাশাপাশি বিষ্ণুপুর ঢোকার প্রবেশদ্বার, আর সেখানেই আবর্জনা ফেলে এলাকা দূষিত করছে বিষ্ণুপুর পুরসভা। অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে বিষ্ণুপুর পুরসভার আবর্জনা রাতের অন্ধকারে ফেলা হচ্ছে কাটানধার সংলগ্ন এলাকায়। সোমবার রাতেও বিষ্ণুপুর পুরসভার তিনটি আবর্জনার গাড়ি এলাকায় আবর্জনা ফেলতে এলে এক নম্বর ওয়ার্ডের নিচপাড়ার বাসিন্দারা বাড়ি ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। তাদের অভিযোগ আবর্জনার জেরে দুর্গন্ধে বাড়িতে টেকা দায়। এলাকায় রোগ জীবাণু ছড়ানোর আশঙ্কা। বারংবার স্থানীয় কাউন্সিলর থেকে পুরসভা সকলকে বলা হয়েছে এই এলাকায় আবর্জনা না ফেলতে। তা সত্ত্বেও রাতের অন্ধকারে আবর্জনা ফেলছে পুরসভা। তাই বাধ্য হয়েই এজেন্ট গাড়ি আটকে তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে থাকে স্থানীয়রা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। এরপর সেখান থেকে গাড়ি সরিয়ে নিলে স্থানীয়রা বিক্ষোভ তুলে নেয়।

যদিও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুনীল দাস বলেন, দেড়শ বছরের পুরনো পুরসভায় কোন সরকার এখনও পর্যন্ত ডাম্পিং গ্রাউন্ড করেনি। তবে বর্তমান পুর বোর্ড সেই উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্যের প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কাজ। কিছুদিনের মধ্যেই সেই কাজ সম্পন্ন হবে আবর্জনা থেকে মুক্তি পাবে বিষ্ণুপুর। মানুষের এই সমস্যা থাকবে না। আবর্জনার জন্য তাদের ক্ষোভ বিক্ষোভ দেখাতে হবে না। আগে শুধু দিনের বেলা আবর্জনা পরিষ্কার হত, এখন শহর পরিষ্কার করতে দিনরাত দুই সময়ই আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়। এত আবর্জনা ফেরার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা দরকার। তবে মানুষের কাছে অনুরোধ দেড়শ বছর যেখানে অপেক্ষা করতে পেরেছেন আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন সমস্যার সমাধান হবে।

ফেরিঘাটের ভাড়া বাড়ানোয় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: মঙ্গলবার ফেরিঘাটের ভাড়া বাড়ানো নিয়ে বিক্ষোভ দেখান সাধারণ মানুষ। আর সেই বিক্ষোভ থামাতে গিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠে লাঠি চার্জের অভিযোগ। এতে আগুনে ঘি পড়ার মতো জ্বলে ওঠে মানুষের বিক্ষোভ। মানুষের বিক্ষোভের মধ্যে পড়ে কোলাপসিল গেট লাগিয়ে দিয়ে ভিতরে আশ্রয় নিতে হয় পুলিশকে। তাতেও বিক্ষোভ প্রশমিত না হওয়ায় নৌকো যোগে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিত্যাগ করে বলে সাধারণ মানুষের অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার সকালে নাদনঘাট থানার নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মনমোহনপুর ফেরিঘাটে।

ঘাট মালিক মঙ্গলবার থেকে ফেরি ভাড়া বাড়িয়ে হঠাৎ প্রায় দ্বিগুণ করে দেন। তাতেই মনমোহনপুর ফেরিঘাট অবরোধ করে দিয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। সেই অবরোধ তুলতে ঘটনস্থলে নৌকা নিয়ে পৌঁছে যায় নাদনঘাট থানার পুলিশ।গায়ের জোরে বিক্ষোভ ওঠাতে গিয়ে আরও বিক্ষোভের মধ্যে পড়ে যায় পুলিশ। অভিযোগ পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করলে একজন বিক্ষোভকারী আহত হয়। তাতে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হলে একসময় পুলিশ ঘাটের কোলাপসিল গেটে তালা লাগিয়ে আশ্রয় নেয় টিকিট কাউন্টারে। পরে বিক্ষোভের মধ্যেই পুলিশ নৌকো নিয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যায়। তারপরেও বিক্ষোভ এবং অবরোধ চলে দীর্ঘক্ষণ। পরে ঘাট মালিক, বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বৈঠকে ঠিক হয়। আগামী পয়লা বৈশাখ পর্যন্ত কোনও ভাড়া বাড়বে না। পরে সকলকে নিয়ে এ ব্যাপারে বৈঠক করে ঠিক করা হবে ফেরি ভাড়া।

এক বছরের শিশুর নিথর দেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের মশাগ্রাম বাঁকুড়া গামী রেল স্টেশন থেকে এক বছরের শিশুর নিথর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। মঙ্গলবার সকালে রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শিশুটিকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা।যদিও ওই শিশুর সাথে কাউকে দেখা যায় নি। নির্মম এই ঘটনার নেপথ্যে কে বা কারা রয়েছে, তা নিয়ে ওঠে নানা প্রশ্ন।

মঙ্গলবার সকালে মশাগ্রাম-বাঁকুড়াগামী রেল স্টেশনের এক কোণে শিশুটিকে পড়ে থাকতে দেখেন জিআরপির সিভিকরা, এবং সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ)-কে। পরে জামালপুর থানায় জানানো হলে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে শিশুটিকে উদ্ধার করে জামালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। তবে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর শিশুটির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে।

পুলিশ জানায়, শিশুটির শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন আছে কি না বা মৃত্যুর কারণ কী, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই নিশ্চিত হওয়া যাবে। তবে প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, শিশুটিকে পরিকল্পিতভাবে ফেলে রেখে যাওয়া হতে পারে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত শিশুটির পরিচয় পাওয়া যায়নি। পুলিশ আশপাশের থানাগুলিতে নিখোঁজ শিশুর বিষয়ে তথ্য খোঁজ করছে বলে জানা যায়। পাশাপাশি স্টেশনের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে, যাতে শিশুটিকে কেউ রেখে গেছে কি না, তার কোনও সূত্র পাওয়া যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের ধারণা, শিশুটিকে হয়তো কেউ পরিকল্পিত ভাবে ফেলে রেখে গিয়েছে, অথবা এটি আরও বড় কোনও অপরাধের অংশ হতে পারে। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'আমাদের সমাজ কোথায় যাচ্ছে? এমন নির্মম ঘটনা ঘটতে পারে, তা ভাবতে পারছি না। দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক।'

ঘটনা প্রসঙ্গে জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মেহেমুদ খাঁন বলেন, 'সাংবাদিক বন্ধুদের মুখ থেকে শুনলাম একটি শিশু উদ্ধার হয়েছে এবং পরে হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় শিশুটি মৃত। যদি সত্যিই শিশুর মা বা বাবা এই জঘন্য কাজ করে থাকেন, তবে সেটি অত্যন্ত নিন্দনীয়। এটি সমাজের অবক্ষয়ের পরিচয়। পুলিশ তদন্ত করছে, আমিও চাই প্রকৃত দোষীরা আইনগতভাবে কঠোর শাস্তি পাক।' প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশের তরফ থেকে সাধারণ মানুষের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে, কেউ যদি শিশুটির পরিচয় সম্পর্কে কোনো তথ্য জানতে পারে। তাহলে তারা যেন নিকটবর্তী থানায় খবর দেয়। পুলিশের প্রাথমিক লক্ষ্য শিশুটির পরিচয় শনাক্ত করা এবং প্রকৃত ঘটনা সামনে আনা।

একই দিনে পাণ্ডবেশ্বরেও বিজেপিতে যোগের হিড়িক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বর এর ডিভিসি মোড় সংলগ্ন ডালুর বাঁধ ৬ নম্বর এলাকার বিজেপির কার্যালয়ে এদিন বিকেল ৫টা নাগাদ নবনির্বাচিত পশ্চিম বর্ধমান জেলা বিজেপির সভাপতি দীপতনু ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা দেওয়া হল স্থানীয় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের পক্ষ থেকে। এদিনের অনুষ্ঠানে শতাধিক বিজেপির কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় বিজেপি নেতা প্রল্লাদ সাউ জানান, আগামী ভোটে দলের কর্মীদের উৎসাহ বাড়াতে ও উৎসাহী করতে এছাড়াও নব নির্বাচিত জেলা সভাপতি কে সংবর্ধনা দেওয়া হল। এদিনের এই সভায় জেলা সভাপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। এদিনের অনুষ্ঠানে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা বিজেপির জেলা সভাপতিরা হাত ধরে প্রায় ৪০ জন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ বিজেপিতে যোগদান করল।

এবার দাবার বিশেষ বিভাগে ভারত সেরা বৃষ্টি

বাংলায় সঠিক সম্মান না পাওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: ১২তম ন্যাশনাল অ্যামেচার চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫, বিলো ২৩০০মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন পূর্ব বর্ধমানের মেমারির বৃষ্টি মুখার্জি। গোটা দেশজুড়ে মোট ৬ টি বিভাগে ৪৬৬ জন দাবারু এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। যার মধ্যে বিলো ২৩০০ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় বৃষ্টি মুখার্জি। সাড়ে ৫ বছর বয়স থেকেই দাবা খেলা শুরু করে পূর্ব বর্ধমানের মেমারির বাসিন্দা বৃষ্টি মুখার্জি। এর আগেও অনেকবার ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ন, ১৩ বার স্টেট চ্যাম্পিয়ন, ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন ২ বার, আগামী দিনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন বৃষ্টির।

এদিন বৃষ্টি অভিমানের সঙ্গে বলে এত ভালো খেলে চ্যাম্পিয়ন হয়েও যোগ্যসম্মান সে পাচ্ছে না। যেটা অন্যান্য রাজ্যের দাবারুরা পেয়ে থাকে। অভিমানের সঙ্গে সে বলে অন্যান্য

রাজ্যের কোন দাবারু আমার লেভেলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরলে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী তার সাথে দেখা করেন বা অনেক হেল্প করেন কিন্তু আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আমাকে অন্তত ধন্যবাদটুকু জানান না যা সত্যি অনেক কষ্টের। ক্রিকেট, ফুটবল বা অন্য কোন খেলা নিয়ে যতটা উন্মাদনা দেখা যায় দাবা নিয়ে ততটা উন্মাদনা নেই বাংলায়। দাবা টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে যেতে হয় বৃষ্টিকে, বিগত দিনে প্রশাসনিক লেভেলের অনেকে সাহায্য করলেও বর্তমানে সেই রকম সাহায্য পাচ্ছে না সে। বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করার আগে আর্থিক ভাবে দুশ্চিন্তায় ভুগতে হয় তাকে যার জন্য মানসিক ভাবে অনেক সময় ভেঙে পড়ে বৃষ্টি।

বৃষ্টি মুখার্জির মা জানান, 'আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করি বৃষ্টির জন্য যাতে ও ভালো পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। বৃষ্টির চ্যাম্পিয়ন হয়ে মুখ উজ্জ্বল করেছে বাংলার তাই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যদি বৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করেন আমরা কৃতজ্ঞ হব। পাশাপাশি প্রশাসনিক স্তরের যারা রয়েছেন তাদের সাহায্য কামনা করেন বৃষ্টির মা।'

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
(দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U15432WB1933PTC007599
রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা : মার্কেন্টাইল বিল্ডিং,
৯/১২, লালবাজার স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১, ভারত

দেউলিয়াগ্রস্ত কোম্পানি উল্লেখ্য মহামান্য এনসিএলটি নির্দেশ তারিখ ২০.০২.২০২৫-আইএ (আইবি) নং ৫২২/কেবি/২০২৪-কোম্পানি আবেদন (আইবি) নং ১৫৭/কেবি/২০২১
কর্পোরেট ডেটর এর বিক্রি "চালু সংস্থা" হিসেবে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে ২য় এসসিসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।
মহামান্য এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ২০.০২.২০২৫ - নির্দেশ নং আই এ (আইবি) নং ৫২২/কেবি/২০২৪, কোম্পানি আবেদন (আইবি) নং ১৫৭/কেবি/২০২১ অনুযায়ী নিযুক্ত লিকুইডেটর শ্রী মনীশ জৈন কর্তৃক 'যেখানে যা আছে', 'যে অবস্থায় আছে' এবং 'পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' চালু সংস্থা হিসেবে কর্পোরেট ডেটরের বিক্রি সম্পাদিত হবে। বিক্রয় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://ibbi.baanknet.com মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

ক্রম নং	বিবরণ	বিস্তারিত
১.	বিক্রয় নোটিশ এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি প্রকাশের তারিখ	০২.০৪.২০২৫
২.	ই-নিলাম অধীন সম্পদের অবধান এবং পর্যবেক্ষণের মেয়াদ	০৩.০৪.২০২৫ সাকল ১০ টা থেকে ২৮.০৪.২০২৫ বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।
৩.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ডাকদাতাকে উপযুক্ততার নথি, বায়না জমা, সংশ্লিষ্ট তারিখের মধ্যে ২৯এ অধীনে ঘোষণা দাখিল করতে হবে :	৩০.০৪.২০২৫ বিকেল ৫টার মধ্যে।
৪.	নিলামের তারিখ এবং সময়	নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ওয়েবপোর্টাল https://ibbi.baanknet.com ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে ০৩.০৫.২০২৫ তারিখ, সকাল ১১.৩০টা থেকে বেলা ০১.৩০ টার (প্রতিটি ৫মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) বিক্রয় সম্পাদিত হবে।
৫.	লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, ২বি, গ্র্যান্ট লেন, বজরং ভবন, লালবাজার বাটার দোকনের নিকট, কলকাতা ১২, ইমেল ঠিকানা : ibc@sasamusasugar.com ipcamanishjain@gmail.com

সম্পদের বিবরণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
কর্পোরেট ডেটর ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন রেগুলেশন ৩২(ই) অধীনে স্থায়ী আমানত ৯.৫০ কোটি টাকা এবং কোনও দায় ব্যতীত 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে', 'কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যাতীত' অবস্থায় 'চালু সংস্থা' হিসেবে বিক্রি করা হবে। কর্পোরেট ডেটরের অধিকাংশ সম্পদ অবস্থিত : সমুদয় স্থায়ী সম্পদ- সুগার মিল, আখ মাড়াই ক্ষমতা ২৫০০ টিপিডি -মেসার্স সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড অবস্থিত : পো : সাসা মুসা, থানা : কুচাইকোটে, জেলা : গোপালগঞ্জ বিহার -৮৪১৫০৫। জিপিএস কোঅর্ডিনেটস ২৬.৫২৩৪৪০, ৮৪.৩৫৭২৮৩। নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন সাসা মুসা ১ কিমি দূরে। নিকটবর্তী রেলওয়ে জংশন সিওয়ান-৩৯ কিমি দূরে। নিকটবর্তী যাত্রী এবং এএমপি : ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট কুশীনগর ৬০ কিমি দূরে। নিকটবর্তী জাতীয় সড়ক এনএইচ ২৭ (গুজরাত পোরবন্দর থেকে আসমের শিলচর পর্যন্ত) ১ কিমি দূরে।	০৩.০৫.২০২৫ সকাল ১১.৩০ টা থেকে বেলা ১.৩০ টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মি. অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)	১২৫.০০ কোটি টাকা	১২.৫০ কোটি টাকা	০.৫০ কোটি টাকা

নিয়ম এবং শর্তাদি :
১. ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে প্রকাশিত সমস্ত সম্পদের বিবরণ এবং যদি কোনও বিচারাধীন আইনি মামলা থাকে, তাহলে তা নিলামে অংশগ্রহণের আগে বাধ্যতামূলকভাবে দেখা উচিত।
২. স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, এই আমন্ত্রণপত্রটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনও ধরণের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং /বা কোনও আগ্রহী পক্ষ / সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী / দরদাতাকে গ্রহণ এবং/বা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৩. সফল দরদাতাকে পুরানো বকেয়া শুল্ক / স্থানান্তর চার্জ, ফি, জিএসটি ইত্যাদি বহন করতে হবে।
৪. বিক্রয়টি ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এবং এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে হবে। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য নিযুক্ত সংস্থা কর্তৃক যোগ্য দরদাতাদের নাম https://ibbi.baanknet.com ওয়েব পোর্টাল/ওয়েবসাইটে চিহ্নিত করা হবে। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (BAANKNET)। আগ্রহী দরদাতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি ব্যবহার করে https://ibbi.baanknet.com এর মাধ্যমে নিবন্ধন করতে হবে। সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন **support.baanknet@psballiance.com/মোবাইল নম্বর +৯১ ৮২৯১২২০২২০।**
৫. অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (BAANKNET) এর মাধ্যমে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে", এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** ই-নিলাম কঠোরভাবে পরিচালিত হবে। নিলামের সমস্ত শর্তাবলী https://ibbi.baanknet.com এ উপলব্ধ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
৬. অংশগ্রহণকারীদের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা আছে।
৭. সম্ভাব্য দরদাতাদের ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে নির্ধারিত সময়সীমা অনুসারে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের বাঙ্কনেট ই নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে যোগ্যতার ঘোষণা সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা করতে হবে।
৮. সম্ভাব্য দরদাতাদের বাঙ্কনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বায়না জমা (ইএমডি) জমা করতে হবে।
৯. যদি দরদাতা ধারা ২৯এ এর অধীনে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন, তাহলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১০. যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণের জন্য কেওয়াইসি, নথি সহ বিড ফর্ম/ইওআই জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০/০৪/২০২৫ তারিখ বা তার আগে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
১১. সম্পদ/সাইট পরিদর্শনের যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং পরিদর্শন ০৩/০৪/২০২৫ সকাল ১০টা থেকে ২৮/০৪/২০২৫ বিকাল ৩টা পর্যন্ত।
১২ ibc@sasamusasugar.com ঠিকানায় লিখিত অনুরোধ প্রাপ্তির পর।
১৩. ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০/০৪/২০২৫ বুধবার বা তার আগে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
১৪. সময়সীমার যেকোনো পরিবর্তন যোগ্য দরদাতাদের জানানো হবে।
১৫. যেকোনো প্রশ্নের জন্য, নীচে প্রদত্ত বিবরণের জন্য লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করুন।

মণীশ জৈন, লিকুইডেটর
সাসা মুসা সুগার প্রা. লি.-বিষয় সম্পর্কিত
(লিকুইডেশন প্রক্রিয়াধীন)
রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023
রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, ২বি, গ্রান্ট লেন, বজরঙ্গ ভবন
লাল বাজার বাটা দোকানের কাছে, কলকাতা-৭০০০১২
মোবাইল ০৯৮৩০২৪৮৬৮৪/৮৫৮২৮০৬২২১
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০২/০৪/২০২৫

দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি
শ্রীবাস অঙ্গন রোড, পো-নবদ্বীপ, জেলা-নদিয়া
পিন : ৭৪১৩০২ (পশ্চিমবঙ্গ) ফোন নং : (০৩৪৭২) ২৪০-৩৪৭
স্থাপিত : ১৯২৯ (রেজি. নং ৪২- তারিখ ২৬.১১.১৯২৯)
আরবিআই লাইসেন্স নং - ইউবিডি. ডব্লিউ.বি ১৪/২০০৯-১০

পরিশিষ্ট - ৪ [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি.**, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২০.০৬.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা জেমস, স্বত্বাধিকারী : অসীম কুমার দে, পিতা প্রয়াত নিরঞ্জন দে, ৭৯/৪, সরকারপাড়া রোড, ঠাকুরবাড়ি, পো. এবং থানা - নবদ্বীপ, ওয়ার্ড নং ১৬, জেলা - নদিয়া, পিন নং - ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ,** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২১,৮৮,২৬১.০০ টাকা (একুশ লাখ অষ্টআশি হাজার দুশো একষট্টি টাকা) এবং ৩১.০৫.২০২৪ থেকে সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৭ মার্চ ২০২৫** তারিখে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি.** নিকট পরিমাণ **২১,৮৮,২৬১.০০ টাকা (একুশ লাখ অষ্টআশি হাজার দুশো একষট্টি টাকা) এবং ৩১.০৫.২০২৪ থেকে** সুদ এবং ব্যয় সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে আপনারা উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
স্বত্বাধিকারী : - অসীম কুমার দে, পিতা প্রয়াত নিরঞ্জন দে, ৭৯/৪, সরকারপাড়া রোড, ঠাকুরবাড়ি,পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন নং : ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ৩.০৪ শতক, মৌজা : ২০ নবদ্বীপ, জেএল নং ২০, পুরানো খতিয়ান নং ৪৪৮০, আরএস খতিয়ান নং ৫৭০৪, এলআর ১৫১৬৩, হাল এলআর ১৬২৯৫, আরএস প্লট নং ৪১৫৮, এলআর ৮০৭৭,ওয়ার্ড নং ১৬, **দলিল নং ১৩২৯-১৯৯৯ সালের,** পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া , পিন নং ৭৪৩১০২, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ : ২৭.০৩.২০২৫
স্থান : নবদ্বীপ
অনুমোদিত অফিসার
দি নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি.

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেখানে নিম্নস্বাক্ষরকারী এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর একজন অনুমোদিত আধিকারিক (পূর্বের, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লি.)-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভূক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড ('এলটিএফ') যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
KOLHL17000074/ KOLHL17000081	1. মিসেস. রিসবা বিবি 2. মি. মুস্তাফা হোসেন	তালিকা – I। সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ঠিকানা: যা নিজস্ব সবকিছু যা হল আবাসনের ফ্ল্যাট দক্ষিণের একতলাতে, পূর্বদিকে অবস্থিত যার সুপার বিল্ড আপ জয়াগা 860 বর্গফুট-এর বেশি বা কম(মার্বেল ফিনিশ) যাতে আছে দুটি শোয়ার ঘর, একটি বসা ও খাবার জায়গা, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা (9 বছরের পুরনো) তৈরী এবং গঠিত হয়েছে ওয়ার্ড নং 107-এ, লস্করহাট, পু.থা. তিলজলা, জেলা 24 পরগণা, কলকাতা	09.01.2025	টা. 28,15,393.80/- টাকা আঠাশ লাখ পনেরো হাজার তিনশ তিরানব্বুই এবং আশি পয়সা মাত্র) তারিখ 03/01/2025 অনুসারে।	29.03.2025 সিম্বলিক পজেশন

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 02.04.2025
স্থান: কলকাতা
স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

SBI
চাঁদপাড়া শাখা (০৬০৪৬), উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩২৪৫, ইমেল : sbi.06046@sbi.co.in
অনুমোদিত অফিসার : শ্রী শৈলেন্দর কুমার চৌধুরী, মো: ৯৬৭৪৭২৮২৪১, ই-মেল : sbi.06046@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত জামিনদত্ত স্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নে বর্ণিত তারিখ অনুযায়ী।

নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২১.০৪.২০২৫
নিলামের সময় : বেলা ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ডিরেক্টর এবং জামিনদাতার নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পদের বিবরণ	বকেয়া পরিমাণ	
১	শ্রী বাপন কুমার সাহা, পিতা শ্রী মনীন্দ্র নাথ সাহা, গ্রাম : পূর্ব সোনাটিকারী, পো : চাঁদপাড়া, থানা : গাইঘাটা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ১.৭৮ ডেসিমেল তদস্থিত ভবন ২৫০ বর্গফুট , মৌজা : ৫৬ নং পূর্ব সোনাটিকারী, খতিয়ান নং ২৪৮, আরএস দাগ নং ১৯০ এবং এলআর দাগ নং ২৪৩, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : গাইঘাটা, এডিএসআরও : - চাঁদপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৫১৪-২০১৫, পৃষ্ঠা ৩৯৭৮৩-৩৯৮০৪, দলিল নং ১৫১৪০৪১৮৭-২০১৫ সালের। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; দক্ষিণে : আনন্দ বিকাশ সাহার সম্পত্তি ; পূর্বে : বরুণ সাহার সম্পত্তি; পশ্চিমে : গণেশ সাহার সম্পত্তি। সম্পত্তি শ্রী বাপন কুমার সাহা, পিতা শ্রী মনীন্দ্র নাথ সাহার নামে, গ্রাম : পূর্ব সোনাটিকারী, পো চাঁদপাড়া, থানা : গাইঘাটা। জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।**	২৪,৩০,৩৪৫.০০ টাকা (চব্বিশ লাখ তিরিশ হাজার তিনশ পঁয়তাল্লিশ টাকা) ৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী (২১,৮৯,৪৭৮.০০ টাকা এ/সি নং ৩৬৬৯০৮১৪৪১৬ এবং ২,৪০,৮৬৭.০০ টাকা এ/সি নং ৩৯৩৭৭০৮৯০৬২) এবং ০১.১০.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ	সংরক্ষিত মূল্য ১৪,১২,০০০/-; ইএমডি ১,৪১,২০০/-; ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ ১০,০০০/-; পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৯.০৪.২০২৫ সময় সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://baanknet.com। দরদাতার হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনুগ্রহ করে নির্দিষ্ট পাথ লক্ষ্য করুন https://baanknet.com>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. (ইমেল আইডি : support.baanknet@psballiance.com) https://baanknet.com সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০২.০৪.২০২৫
স্থান : চাঁদপাড়া
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কথা কাটাকাটি থেকে খুনোখুনি! ছুরির আঘাতে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সোমবার হুগলির চক বাঁশবেড়িয়ার চুরি মহল্লায় এই ঘটনা ঘটে। ছুরির আঘাতে মৃত্যু হয় আক্রম হোসেন (২৬) নামে এক যুবকের। ঈদের আনন্দ মুহূর্তে বদলাল বিষাদে। সামান্য কথা কাটাকাটি থেকে খুনোখুনি! স্থানীয় সূত্রে খবর, জামাইবাবু আক্রম ওরফে বিট্টুর সঙ্গে ঝামেলা হচ্ছিল তাঁরই দুই শ্যালকের। অভিযোগ, সেই সময়ই শ্যালক রোহিত ও গুড্ডু বিট্টুকে

ছুরির কোপ মারে।

অভিযোগ, বাড়ির সামনেই ছুরির আঘাতে রক্তাক্ত হন বিট্টু। চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার পর মগড়া থানার পুলিশ দুই অভিযুক্তকে আটক করে। মৃত যুবক দিনমজুরের কাজ করতেন বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন নেশা করেছিলেন অভিযুক্তরা। পুরনো কোনও একটি ঘটনাকে সামনে রেখে অশান্তি শুরু হয়। তা থেকেই এই খুন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

মৃত যুবকের বউদি শাহানারা বেগম জানান, ঈদ উপলক্ষে বিট্টুর দুই শ্যালক দিদির বাড়িতে এসেছিলেন। হঠাৎই অশান্তি থেকে এমন সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে যায়। যুবকের দাদা আনোয়ার হোসেন বলেন, ভাইকে অ্যাম্বুল্যান্সে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাস্তাতেই মৃত্যু হয় বিট্টুর।

স্টেট ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে এবার পাশ নয় শ্রীরামপুরের কোম্পানির কয়েকটি ওষুধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: বহু পুরনো এই ওষুধ কোম্পানির এই ঘটনায় রীতিমতো প্রশ্নের মুখে পরে গেল, যদিও এই ঘটনা একেবারেই মানতে নারাজ ম্যানেজার দ্বিজাশিস ভট্টাচার্য, তিনি জানান তাদের তৈরি প্রত্যেকটি ওষুধ তারা গুনগত মান বজায় রেখেই তৈরি করেন, বিভিন্ন ধাপে ধাপে তাদের ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করা হয়। এখানে মান নির্ধারিত করার পর তবেই সরকারের কাছে পৌঁছয়, তাদের ওষুধ বাজারে যায় না। তবে কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটলো সেটা তারা খতিয়ে দেখছে।

স্টেট ড্রাগ টেস্টিং ডাহা ফেল! শ্রীরামপুরের ঔষধ প্রস্তুতকারক এই কোম্পানির ওষুধ! রাজ্য সরকারের স্টেট ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে ফেল করল এ্যামোক্সিলিন ও পটাসিয়াম-সহ একাধিক ওষুধ, এই ওষুধ তৈরি করছে শ্রীরামপুরের স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল, তাদের এই বেশ কয়েকটি ওষুধ গুনগত মানে এবার পাশ করতে পারল না। হতাশা না রেখে আগামিতে আরও ভাল করে প্রচেষ্টা চালানোর চেষ্টা চালাচ্ছে ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি।

এই বিষয়ে ওষুধ প্রস্তুত কোম্পানি পক্ষ থেকে জানানো হয়, তাদের মূলত যে ওষুধটিকে ফেলিওর বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সেই ওষুধটি একটি অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ। তবে কেন তাদের ওষুধ উত্তীর্ণ করতে পারল না পরীক্ষা সেই নিয়ে খতিয়ে দেখছে ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি। তবে স্বাধীনতার আগে থেকে ওষুধ তৈরি করে আসছে এই কোম্পানি। মানুষের বিশ্বাস যাতে তাদের ওষুধের ওপর থেকে না উঠে যায় তার জন্য তারা সর্বস্তরের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। অভ্যন্তরীণ একটি তদন্ত কমিটিও তারা গঠন করেছেন ঠিক কী কারণে ওষুধের গুণগত মানে কী কী খামতি রয়েছে তা খতিয়ে দেখা চলছে।

সন্ন্যাসীর ওপর দুষ্কৃতী আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর এলাকায় দুষ্কৃতীদের হামলায় আহত হয়েছেন সন্ন্যাসী হিরন্ময় গোস্বামী মহারাজ। বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের একটি নার্সিংহোমে তিনি চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃন্দাবনের রাধাকুন্ডের মহারাজ ছিলেন এই হিরন্ময় গোস্বামী। সোমবার সন্ধ্যার পর পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর এলাকার রঘুনাথপুর গ্রামে ভাগবত পাঠ শেষ করে প্রসাদ নিয়ে প্রতিদিনের মতো বাইরে বেরিয়ে হাঁটছিলেন। রাত প্রায় ১২টা নাগাদ দুজন দুষ্কৃতী মহারাজের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। গলায় দড়ি দিয়ে চেপে ধরে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে এবং দাড়ি ও মাথার জটা কেটে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। চিৎকার শুনে স্থানীয় ভক্তরা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে দুষ্কৃতীরা দ্রুত পালিয়ে যায়। সন্ন্যাসীকে সেখান থেকে উদ্ধার করে দাসপুর গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়ে ঘাটাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরে ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাটের মাধ্যমে সেখান থেকে তমলুকের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন শুভেন্দু অধিকারী। ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই বলে জানিয়েছেন ঘাটালের বিধায়ক।

সনাতন ধর্মের ধর্মগুরু হিরন্ময় গোস্বামীর ওপর হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানা ঘেরাও করা হয়। একই সঙ্গে মেছগ্রাম চন্দ্রকোনা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সোমবার রাত বারোটার সময় হিরন্ময় গোস্বামী মহারাজের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে কিছু দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে। সোমবার রঘুনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা শক্তিপদ মান্নার বাড়িতে ভাগবত পাঠের অনুষ্ঠান শেষে রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ মহারাজ বাইরের দিকে পায়চারি করতে বেরন।

সিঙ্গুরে জুয়েলারি হাবের ভবিষ্যৎ আপাতত শিকেয়

বনস্পতি দে ● হুগলি

প্রথমে যে জমি পছন্দ হয়েছিল, সেখানে কাজে বাধা পেয়েছে প্রশাসন। সিঙ্গুরে সামান্য জুয়েলারি হাব করতেও এবার কালঘাম ছুটছে প্রশাসনের! আলোচনার পরে কেটে গিয়েছে প্রায় দু'বছর। কিন্তু সেই সিঙ্গুর, সেই জমির গেরো! আর সেখানে জুয়েলারি হাবের ভবিষ্যৎ আপাতত শিকেয়। তারপরে দু'বছর কেটে গিয়েছে। বর্তমানে অন্য জমি খুঁজে তা অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনের কর্তারা দাবি করছেন, সমস্যা হবে না। জুয়েলারি হাব হবেই। তবে কিছু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

টাটাদের ন্যানো প্রকল্পের জন্য জোর করে কৃষিজমি দখলের অভিযোগ ঘিরে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জমানায় উত্তাল হয়েছিল সিঙ্গুর। কারখানা শেষমেশ হয়নি। বঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের পিছনে সিঙ্গুর আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকের। তবে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরেও সেই সিঙ্গুরে সামান্য জমিতে জুয়েলারি হাব করতে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েছে প্রশাসন।

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, কয়েক হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে এই জুয়েলারি হাব থেকে। আর্থিক স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রেও নতুন দিশা দেখাতে পারে এই উদ্যোগ; প্রথম আলোচনায় জুয়েলারি হাব নিয়ে এমনই কথাবার্তা উঠে আসে। কিন্তু তারপরেও শুরু করা যায়নি 'জুয়েলারি হাব' তৈরির কাজ। ২০২৩,এর প্রথম দিকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। বছর দুয়েক গড়িয়ে গেলেও এই সমস্যা মিটল না।

জেলা প্রশাসনের একটি সূত্রে খবর, সিঙ্গুরের নসিবপুর পঞ্চায়েতে সরকারি খাস জমিতে ০.২৩ একর জমিতে সিঙ্গুর ইমিটেশন জুয়েলারি ক্লাস্টার গড়ার পরিকল্পনা হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, সেখানে ৩৮টি ইউনিট থাকবে। এর মাধ্যমে হাজার পাঁচেক মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কাজ পাবেন, মিলবে নানা ধরনের সুবিধা। ২০২৩ সালের মার্চ মাসেই সরকারি কর্তারা জমি মাপতে এলাকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁরা বাধা পান।

গ্রামবাসীদের আপত্তিতে ফিরে যেতে হয় তাঁদের। পরে সেখানে প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা পৌঁছলেও জট কাটেনি। গ্রামবাসীরা দাবি করেছিলেন, এই জমি বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তা কিছুতেই করতে দেওয়া যাবে না। প্রশাসনের একটি সূত্রে খবর, সেই জমি থেকে পরিকল্পনা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আপাতত ঠিক হয়েছে, সিঙ্গুর থানা এলাকারই বোড়াই পহলামপুর এলাকায় তা হবে। তবে জমির পরিমাণ কমে হয়েছে ০.১৪ একর।

সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি টুম্পা ঘোষের কথায়, 'এ নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। যা বলার মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলবেন।' বেচারামকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, 'ওখানে একটা সমস্যা চলছে। দ্রুত তা মিটিয়ে জুয়েলারি হাবের কাজ শুরু হবে।' এ ব্যাপারে কথা বলতে চন্দননগরের মহকুমাশাসক বিষ্ণু দাসকে ফোন করা হলে তিনি অবশ্য কোনও মন্তব্য করেননি।

এ ব্যাপারে জেলা শিল্প কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার সুমনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। অন্য এক কর্তা অবশ্য মানছেন, 'সিঙ্গুরে জুয়েলারি হাবের জন্য আগে যে জমি দেখা হয়েছিল, সেখানে কিছু সমস্যা আছে। প্রশাসন নতুন জমি খুঁজেছে। তা অনুমোদনের জন্য রাজ্যের কাছে ফাইল পাঠানো হয়েছে। তা পাওয়া গেলেই কাজ শুরু করা হবে।'

গমের নাড়া পোড়াতে আগুনে ভস্মীভূত গমখেত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পতিরাম: গমের নাড়া পোড়াতে গিয়ে আগুন। ঘটনায় পুড়ে গেল গম খেত। ক্ষণিকের অসাবধানতায় পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রায় কয়েক বিঘার জমির গম পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশ ও দমকলের কর্মীরা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের বোল্লা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মল্লিকপুর এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, এদিন মল্লিকপুর এলাকায় গমের খেতে আগুন লেগে যায়। আনুমানিক প্রায় ২০ থেকে ২৫ বিঘা জমির গম পুড়ে গেছে। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। স্বয়ং পতিরাম থানার ওসি সৎকার স্যাংবো ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে উপযুক্ত রাস্তা না থাকায় এবং জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারেননি দমকল কর্মীরা। এর ফলে পুলিশ ও দমকল কর্মীরা গাছের ডাল এবং অন্যান্য সামগ্রী দিয়েই আগুন নেভানোর চেষ্টায় ভাত লাগান। প্রায় ঘন্টা তিনেকের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার আগেই প্রায় পুড়ে গিয়েছে কয়েক লক্ষ টাকার গম।

এ বিষয়ে ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ জানান, 'আজ আমরা খবর পেয়েছিলাম পতিরাম থানার অন্তর্গত মল্লিকপুর

এলাকায় মাঠে গমের খেতে আগুন লেগে গিয়েছে। বিষয়টি জানতে পেরে পতিরাম থানার ওসি সেখানে পৌঁছন। পাশাপাশি দমকলের কর্মীরাও সেখানে পৌঁছন। তবে উপযুক্ত রাস্তা ও জলের ব্যবস্থা না থাকায় ঘটনাস্থলে দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছতে পারেনি। তবে দমকল কর্মী ও পুলিশের প্রচেষ্টায় গাছের ডাল দিয়ে আগুন নেভাতে সক্ষম হয় কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায়। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে শুরু রাস্তার কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে অবশেষে শুরু হতে চলেছে রাস্তার কাজ। ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে টেন্ডার প্রক্রিয়া। বিধায়কের উপস্থিতিতে আগামী সপ্তাহে রাস্তার কাজের সূচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে স্বভাবতই খুশি এলাকার বাসিন্দারা।

জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের ৩ নং জাখিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জাখিরপুর এলাকায় দু'টি রাস্তার কাজের শুভ সূচনা হতে চলেছে বিধায়কের উদ্যোগে। জাখিরপুর গ্রামের সালাম মোল্লার বাড়ি থেকে কালনা রাজধারা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় ১ কিলোমিটার কংক্রিটের রাস্তা নির্মাণের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। রাস্তাটি নির্মাণের জন্য প্রায় ৭৮ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫৮২ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্যদিকে, শিবতোলি মনসা মন্দির থেকে বর্ডার রাস্তার দিকে অন্য একটি রাস্তা নির্মাণের কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এই রাস্তাটি নির্মাণের জন্য প্রায় ৫৪ লক্ষ ১৪ হাজার ৮৮৫ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুটি রাস্তার কাজেরই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে।

উল্লেখ্য, জাখিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভোলানাথপুর, কালনা, বোলতা, ককোটি প্রকৃতি এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এলাকায় পাকা রাস্তার। কেননা রাস্তার কারণে তাদেরকে বেশ সমস্যায় পড়তে হত নানা সময়। অবশেষে, কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডলের উদ্যোগে শুরু হতে চলেছে রাস্তা নির্মাণের কাজ। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই রাস্তার কাজের শুভ সূচনা করবেন বিধায়ক নিজে।

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্য রিয়াজুল মন্ডল জানান, 'সাধারণ মানুষের চাহিদা মতো উন্নয়নমূলক নানা কাজ করা হচ্ছে। সেই মতো বিধায়কের উদ্যোগে শীঘ্রই রাস্তা নির্মাণের কাজের সূচনা হতে চলেছে। ইতিমধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়ার সম্পন্ন হয়েছে।'

জনকল্যাণে শিবের বিশেষ পুজোপাঠে সামিল আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সমস্ত বঙ্গভূমিজুড়েই নানা দেবস্থান গড়ে উঠেছে, যাদের স্থাপনাকালের ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আবার এমন এমন দেবস্থান আছে যাদের কালনির্ণয় করার কোনও উপায় নেই। সেইসব মন্দির

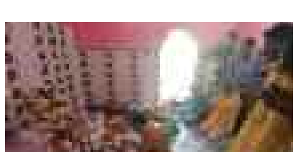

আমাদের চারপাশে বা অতি নিকট স্থানেই বিরাজিত। কিন্তু তাদের প্রাচীনত্ব আমরা নির্ণয় করতে পারি না।মঙ্গলবার এই রখমই এক প্রাচীন বুড়ো শিবের মন্দিরের সংস্কারের পর নব রূপে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পাশাপাশি অভিষেক হল।তবে স্থানীয়দের দাবি ১২৬২ বঙ্গাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। আরামবাগের বাতানল অঞ্চলের উত্তর নারায়ণপুরে এই বুড়ো শিবের মন্দির অবস্থিত। এদিন জন সাধারণের মঙ্গল কামনায় এই বিশেষ পুজোপাঠে সামিল হন আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ। এদিন গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ বাবা বুড়ো শিবের মন্দিরের পুজোপাঠে অংশ নেন। প্রসঙ্গত, শিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গ্রামের মানুষের সহযোগিতায় খিচুরি ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় সারে চার হাজার ভক্ত খিচুরি ভোগ গ্রহণ করেন। মন্দির পরিচালনা করার জন্য সম্পাদক স্বপন মালিক, রনজিৎ রায়, রঞ্জন কুন্ডু ও সভাপতি কাঞ্জন কুন্ডুদের নিয়ে একটি কমিটি হয়। পাশাপাশি গ্রামের ধর্মপ্রাণ মানুষ সক্রিয় ভাবে এই পুজোপাঠে সাহায্যের হাত বাড়ান।

এদিন আরামবাগের মধুসূদন বাগ পুজোপাঠে সামিল হওয়ার পাশাপাশি জন সংযোগ করেন। তিনি বলেন, 'সনাতনী সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হয়ে এই বাবা বুড়ো শিবের মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করলেন। এখানে আসতে পেরে ভালো লাগছে। জন সাধারণের সঙ্গে বসে বাবার ভোগ খাওয়ার আনন্দই আলাদা। একটা মানসিক তৃপ্তি ও বাবার আশীর্বাদ পেলাম।' অপরদিকে ওই গ্রামের বাসিন্দা তথা মন্দির কমিটির সদস্য রঞ্জন কুন্ডু বলেন, এটা খুবই প্রাচীন মন্দির। গ্রামের মানুষের সহযোগিতায় মন্দির সংস্কার করে প্রতিষ্ঠা করা হল। সবমিলিয়ে এদিন আরামবাগের বাতানলে শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে ধর্মপ্রাণ মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

তৃণমূল ও সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: ২০২৬ এর ভোট নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি দলীয় নেতা কর্মীদের নিয়ে সভা সমিতির শুরু করেছে। অণ্ডাল স্টেশন সংলগ্ন বিজেপি কার্যালয়ে মঙ্গলবার প্রায় ৩০ জন সিপিএম ও তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলো। বিজেপির নবনির্বাচিত পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি দ্বীপতনু ভট্টাচার্যের হাত ধরে। জেলা সভাপতি জানান, '২০১৬ এর নির্বাচন শুধু একটা নির্বাচন নয়, এটা পশ্চিমবাংলার মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।' পাশাপাশি তিনি এও বলেন, আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি নেতা কর্মীরা মানুষের বাড়ি বাড়ি যাবে, মানুষের সাথে জনসংযোগ বাড়ানোর কথাও তিনি কর্মীদের উদ্দেশে জানান।

সদ্য সিপিএম*দল ছেড়ে আসা বিনয় কুমার মাহাতো নামে এক কর্মী জানান, বিগত ভোটে সিপিএম দলের হয়ে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু বর্তমানে বুঝেছেন বিজেপির দলে থাকলেই সঠিক পথে সাধারণ মানুষের পাশে থাকা যাবে তাই বিজেপিতেই যোগদান বলে জানান তিনি।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা বাইকের, মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের গাছে ধাক্কা মারল বাইক। ঘটনার জেরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল দুই বাইক আরোহীর। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া সদর থানার নামো আঁচুড়ির কাছে বাঁকুড়া পুরুলিয়া রাজ্য সড়কে। মৃত দেহ দু'টি উদ্ধার করেছে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই যুবক এদিন দুপুরে একটি বাইকে চড়ে বাঁকুড়া শহরের দিক থেকে ছাতনার দিকে যাচ্ছিল। আচমকাই বাঁকুড়া সদর থানার নামো আঁচুড়ির কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের গাছে ধাক্কা মারে বাইকটি। এরপরই রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে ওই বাইকে থাকা দুই আরোহী। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের এমনই জানিয়েছে পুলিশ। মৃতদের পরিচয় জানা যায়নি।

ধোবাশোলে তামশা পাতা নাচ প্রতিযোগিতার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: মঙ্গলবার নয়াগ্রাম ব্লকের ধোবাশোলে আয়োজিত তামশা পাতা নাচ প্রতিযোগিতাকে ঘিরে মেতে উঠেছেন এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। এদিন ধোবাশোল লুগু বুরু ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত এলাকার বিভিন্ন প্রান্তের আদিবাসী নৃত্য দলের সমন্বয়ে আয়োজিত হল তামশা পাতা নাচ প্রতিযোগিতা। উপস্থিত ছিলেন নয়াগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক দুলাল মুর্মু, নয়াগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রমেশ রাউৎ,নয়াগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা বেরা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সমাজসেবীরা।

প্রথমবার চেয়ারম্যান কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: যুব সমাজকে মাঠমুখী করে তুলতে অভিনব উদ্যোগ পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর পুরসভার। মোবাইলের আসক্ত থেকে যুব সমাজকে খেলার প্রতি আসক্ত করার লক্ষ্যেই রঘুনাথপুর পুরসভায় প্রথম বার চেয়ারম্যান কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করল রঘুনাথপুর পুরসভা। এই প্রতিযোগিতায় রঘুনাথপুর পুরসভার ১৩টি ওয়ার্ডের ১৩টি ক্রিকেট দল অংশগ্রহণ করেছে। মঙ্গলবার ১ এপ্রিল থেকে এই খেলা শুরু হল রঘুনাথপুর মহকুমার ক্রীড়াঙ্গনে। ফার্স্ট, সেকেন্ড ও থার্ড এপ্রিল তিনদিন ধরে এই প্রতিযোগিতার খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হবে। ৩ এপ্রিল বিকেলে এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবার সকালে রঘুনাথপুর পৌরসভা চত্বর থেকে একটি শোভাযাত্রা শুরু হয়ে সেই শোভাযাত্রা রঘুনাথপুর মহকুমা ক্রীড়াঙ্গনে এসে শেষ হয়। এরপর আনুষ্ঠানিক ভাবে খেলা শুরু হয়। উপস্থিত হয়েছিলেন রঘুনাথপুরের এসডিও বিবেক পঙ্কজ,পুরুলিয়া জেলা পরিষদের কো মেন্টর জয় ব্যানার্জী, বিশিষ্ট সমাজসেবী সৌমেন বেলথরিয়া, বিষুচরণ মাহাথা, রঘুনাথপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তরণী বাউরি, ভাইস চেয়ারম্যান স্বপ্না চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

রঘুনাথপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তথা উদ্যোক্তা তরণী বাউরি জানান, দিনে দিনে মোবাইলের প্রতি আসক্ত হয়ে উঠছে যুব সমাজ। তাই যুব সমাজকে মাঠমুখী করে তুলতেই রঘুনাথপুর পুরসভার পক্ষ থেকে এই অভিনব উদ্যোগ নিয়ে রঘুনাথপুর পুরসভার মোট ১৩টি ওয়ার্ডের ১৩টি ক্রিকেট দলকে নিয়ে চেয়ারম্যান কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এদিন প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন রঘুনাথপুরের এসডিও বিবেক পঙ্কজ সহ বিশিষ্ট সমাজসেবী সৌমেন বেলথরিয়া জেলা পরিষদের কো মেন্টর জয় ব্যানার্জি সহ বহু বিশিষ্টজনরা ও খেলা প্রেমীরা।

এসির মধ্যে উদ্ধার পাঁচটি সাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: এসির মধ্যে থেকে উদ্ধার পাঁচটি সাপ, আতঙ্কে পরিবার। উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানার পূর্ব সোনাটিকারির বাসিন্দা সুব্রত দাসের বাড়ির এসি থেকে উদ্ধার হল পাঁচটি সাপ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গরম পড়তেই রবিবার এসি চালিয়েছিলেন পরিবারের সদস্য। তাদের দাবি, এসি চালানোর পর আওয়াজ পেয়ে এসি বন্ধ করেন। এসি দিকে লক্ষ্য করে তারা সাপের লেজ দেখতে পান। পরবর্তী তারা খবর দেন একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে। রাতের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা এসে দুটো সাপ উদ্ধার করেন। সোমবার সকালে ফের খবর পেয়ে তারা ওই এসি থেকে আরও তিনটি সাপ উদ্ধার করেন। উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন, সাপগুলি মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। এরা সাধারণত বাড়ির টিকটিকি ও পোকামাকড় ধরে খায়। খাবারের সন্ধানে হয়তো এসির মধ্যে ঢুকেছিল।

হিন্দু পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ সংকার্যে সাহায্য মুসলিমদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ইদের উৎসবের মধ্যেই মৃত হিন্দু পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ সৎকার্য করতে এগিয়ে এলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের যুবকরা। শুধু তাই নয়, দুঃস্থ ওই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে পাশে দাঁড়ালেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মহিলারাও। মঙ্গলবার বিকেলে দিল্লি থেকে মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ কফিনবন্দি করে নিয়ে আসা হয় মানিকচকের গ্রামের বাড়িতে। এরপরেই মৃতের পরিবার সহ স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের যুবকদের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট এলাকার শ্মশানে শবদেহ সৎকার্য করা হয়। ইদ উৎসবের মধ্যেই এলাকার মুসলিম যুবকরাও রাস্তায় নেমে অর্থ সংগ্রহ করেন। পাশাপাশি সংগৃহীত পায় কুড়ি হাজার টাকা মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারে হাতে তুলে দেন স্থানীয় মুসলিম যুবকরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম টিঙ্কু মণ্ডল (৩৬)। তাঁর বাড়ি মানিকচক ব্লকের ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামধনটোলা এলাকায়। মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারে স্ত্রী টুম্পা মণ্ডল এবং চার নাবালক ছেলেমেয়ে রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন মাস আগে দিল্লিতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিলেন টিঙ্কু মণ্ডল। গত সপ্তাহে শনিবার উঁচু একটি বিল্ডিংয়ে কাজ করার সময় মাথা ঘুরে নীচে পড়ে যায় টিঙ্কু। গুরুতর চোট পেয়ে নিকটবর্তী হাসপাতালে তাকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়। এদিন রাতেই মৃত্যু হয় টিংকুর। এই ঘটনাটি জানাজানি হতেই মানিকচকের পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। সেই পরিস্থিতিতে মৃতদেহ কী ভাবে দিল্লি থেকে ফেরানো সম্ভব, তা নিয়েও দুশ্চিন্তায় পড়ে পরিবারের লোকেরা। আর তারপরেই স্থানীয় রহিম শেখ, আলতাব শেখ, মাসিদুর রহমানের মতোন যুবকরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিযায়ী শ্রমিক টিঙ্কু মণ্ডলের পরিবারের আর্থিক অবস্থা নুন আনতে পান্তা ফুরনোর মতো। রামধনটোলা এলাকার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজন টিঙ্কু মণ্ডলের মৃতদেহ আনতে তৎপর হয়। গ্রামে গ্রামে চাঁদা তুলে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃতদেহ আনে ও সৎকার্যের ব্যবস্থা করে। মৃতের স্ত্রী জানিয়েছেন, স্বামীর মৃত্যুর পর তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। কী ভাবে দিল্লি থেকে দেহ নিয়ে আসা হবে তা নিয়ে গত শনিবার থেকে ভেবে কুল করতে পারছিলেন না। এই অবস্থায় স্থানীয় কিছু মুসলিম সম্প্রদায়ের পুরুষ মহিলারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। ওরাই সমস্ত সাহায্য করেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা রহিম শেখ, আকবর আলিদের বক্তব্য, 'যতটা পেরেছি আমরা ওই পরিবারটাকে সাহায্য করেছি। হিন্দু - মুসলিম সবাই একত্রিত হয়ে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সৎকার্য করার ব্যবস্থা করি। পাশাপাশি ওই পরিবারটিকে কিছু অর্থ দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে।'

ঘরের মাঠে শ্রেয়সদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারলেন না পন্থরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আরও এক ম্যাচ হারতে হল ২৭ কোটির ঋষভ পন্থকে। আইপিএলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটারের চাপ আরও বাড়ল। আরও এক বার হতাশ হয়ে মাঠ ছাড়লেন তিনি। গ্যালারিতে বসে দলের হার দেখলেন লখনউয়ের মালিক সঞ্জীব গোয়েন্ কা। লখনউকে নিয়ে ছেলেখেলা করল পঞ্জাব কিংস। গত বারের চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার বুঝিয়ে দিলেন, নতুন দলকেও চ্যাম্পিয়ন করার লক্ষ্য নিয়ে নেমেছেন তিনি। চ্যাম্পিয়নের মতোই খেলল পঞ্জাব।

পঞ্জাবের ব্যাটিং দেখে বোঝা গেল না, এই পিচেই কিছু ক্ষণ আগে ব্যাট করেছে লখনউ। ঘরের দল যেখানে রান করতে সমস্যায় পড়ল সেখানে ঝড়ের গতিতে ব্যাট করল পঞ্জাব। প্রভসিমরন সিংহ আরও এক বার বোঝালেন, কেন তাঁকে ধরে রেখেছে পঞ্জাব। ওপেন করতে নেমে একার কাঁধে দলের জয় নিশ্চিত করলেন তিনি। বাকি কাজটা করলেন শ্রেয়স ও নেহাল ওয়াধেরা। লখনউকে ৮ উইকেটে হারাল পঞ্জাব। পর পর দু'ম্যাচ জিতল তারা।

টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা খুব খারাপ হয় লখনউয়ের। গত দুই ম্যাচে রান করা মিচেল মার্শকে প্রথম ওভারেই আউট করেন অর্শদীপ সিংহ। শূন্য রানে ফেরেন তিনি। প্রথম ধাক্কার পর অবশ্য জুটি বাঁধেন এডেন মার্করাম ও নিকোলাস পুরান। দ্রুত রান করছিলেন তাঁরা। ভাল দেখাচ্ছিল মার্করামকে। কিন্তু ২৮ রান করে লকি ফার্গুসনের বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন তিনি।

দু'উইকেট পড়ার পর জুটি বাঁধা উচিত ছিল পন্থ ও পুরানের। পন্থ নামার পরেই স্পিনারদের আক্রমণে নিয়ে আসেন শ্রেয়স। পরিকল্পনা কাজে লাগে পঞ্জাবের অধিনায়কের। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের বল পিছনের দিকে মারতে গিয়ে সরাসরি যুজবেন্দ্র চহলের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন লখনউয়ের অধিনায়ক। ২ রান করেন তিনি। দায়িত্বজ্ঞানহীন শট মেরে আউট হয়ে ফেরার পথে পন্থের চোখমুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, কতটা চাপে রয়েছেন তিনি। হয়তো ২৭ কোটি টাকা প্রভাব ফেলেছে তাঁর খেলায়। কিন্তু যে ভাবে একের পর এক ম্যাচে তিনি আউট হচ্ছেন, তাতে এই চাপ বাড়বে বৈ কমবে না।

লখনউয়ের ইনিংস টানলেন পুরান ও আয়ুষ বাদোনি। পুরানকে দেখে মনে হচ্ছিল, আগের ম্যাচের ছন্দেই নেমেছেন তিনি। দ্রুত রান করছিলেন। বিশেষ করে চহলের বলে অনেক রান নেন তিনি। সেই চহলই অবশ্য পুরানকে আউট করেন। ৪৪ রান করেন তিনি। বাউন্ডারিতে ক্যাচ ধরেন ম্যাক্সওয়েল। লখনউয়ের মাঠ বড়। অন্য কোনও মাঠ হলে পুরানের সেই শট দর্শকদের মধ্যে গিয়ে পড়ত। এই ম্যাচে রান পাননি লখনউয়ের আর এক বিদেশি ডেভিড মিলার। ১৯ রান করে ফেরেন তিনি।

যখন দেখে মনে হচ্ছিল, ১৫০ রান করতে সমস্যায় পড়বে লখনউ, তখনই হাত খোলা শুরু করলেন বাদোনি। তাঁকে সঙ্গ দিলেন আব্দুল সামাদ। জম্মু-কাশ্মীরের এই ব্যাটার প্রথম বলেই ছক্কা মেরে ইনিংস শুরু করেন। ডেথ ওভারে বড় শট মারতে থাকেন তাঁরা। অর্শদীপের এক ওভারে আসে ২০ রান। তবে ইনিংসের শেষ ওভারে ভাল করেন অর্শদীপ। মাত্র ৭ রান দেন তিনি। জোড়া উইকেট তুলে নেন। নইলে ১৮০ রানের বেশি হত লখনউয়ের। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৭১ রান করে লখনউ। বাদোনি ৪১ রান করে আউট হন। সামাদ ১২ বলে ২৭ রান করেন।

দেখে মনে হচ্ছিল, এই মাঠে রান তাড়া করা সহজ হবে না। কিন্তু তাকে সহজ করে দিলেন প্রভসিমরন। ওপেনার প্রিয়াংশ আর্য অল্প রানে আউট হলেও রান তোলার গতি কমেনি পঞ্জাবের। বলা ভাল কমতে দেননি প্রভসিমরন। পাওয়ার প্লে কাজে লাগিয়ে একের পর এক বড় শট খেললেন তিনি। বিশেষ করে দুই স্পিনার দিগ্বেশ রাঠি ও রবি বিশ্নোইকে নিশানা করলেন তিনি। লখনউ যেখানে পাওয়ার প্লে-তে ৩৯ রান করেছিল, সেখানে পঞ্জাব করল ৬২ রান। সেখানেই খেলা লখনউয়ের হাত থেকে বেরিয়ে গেল।

পাওয়ার প্লে শেষ হলেও প্রভসিমরনের শট থামেনি। অর্ধশতরান করেন তিনি। অন্য প্রান্তে ভাল খেলছিলেন শ্রেয়সও। শুরু থেকে বড় শট মারছিলেন। কিন্তু প্রভসিমরনের ইনিংসের সামনে তা নজরে পড়ছিল না। অবশেষে ৩৪ বলে ৬৯ রান করে আউট হন প্রভসিমরন। তত ক্ষণে ১০ ওভারে ১১০ রান তুলে ফেলেছে পঞ্জাব।

বাকি রান তুলতে বিশেষ সমস্যা হল না পঞ্জাবের। প্রতি ওভারে বড় শট মারছিলেন পঞ্জাবের ব্যাটারেরা। শিশির পড়ায় বল ধরতেও সমস্যা হচ্ছিল। শ্রেয়সদের ব্যাটিং দেখে বোঝা যাচ্ছিল, নেট রানরেট বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন তাঁরা। লখনউয়ের স্পিনারেরা মার খেলেন। তবু তাঁদের দিয়েই বল করিয়ে গেলেন পন্থ। অধিনায়ক হিসাবে তাঁর পরিকল্পনার অভাবও দেখা গেল। অধিনায়ক পন্থকে টেক্কা দিলেন অধিনায়ক শ্রেয়স।

খেলা শেষ করার তাড়া ছিল পঞ্জাবের। সেই কাজে শ্রেয়সকে সঙ্গ দিলেন নেহাল ওয়াধেরা। মুম্বই থেকে পঞ্জাবে আসার পর প্রথম বার খেললেন তিনি। ২২ বল বাকি থাকতে ম্যাচ জিতল পঞ্জাব। শ্রেয়স ৫২ ও ওয়াধেরা ৪৩ রানে অপরাজিত থাকলেন।

শুধু খেলতেই নয়, আরও একটি বিশ্বকাপ জিততেও চান কোহলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: কত আলোচনাই হয়েছে বিষয়টি নিয়ে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে সংবাদমাধ্যমে কত ধরনের খবরই না বেরিয়েছে। এটাই কি ওয়ানডেতে রোহিত শর্মা আর বিরাট কোহলির শেষ অভিযান কি না, এমন প্রশ্ন ঘুরেছে ক্রিকেট,বিশ্বে। ভারত যখন চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনাল জিতল, কতজনই অপেক্ষায় ছিলেন, রোহিত ও কোহলি কখন অবসরের ঘোষণা দেন! ঘোষণা আসছে না বলে রোহিতকে তো ফাইনালের পর হওয়া সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নই করা হলো, ওয়ানডে ক্যারিয়ারের যতি টানবেন কবে। রোহিত সময়ের হাতেই তুলে রেখেছেন তার উত্তর। কোহলি এত দিন কিছু বলেননি, তবে এবার ইঙ্গিত দিলেন আরেকটি বিশ্বকাপ খেলতে চান।

সম্প্রতি মুম্বাইয়ে একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন কোহলি। সেখানে অনুষ্ঠানের উপস্থাপক তাঁর কাছে জানতে চান ক্যারিয়ারের পরবর্তী লক্ষ্যের কথা। কোহলির উত্তর, 'জানি না পরবর্তী বড় পদক্ষেপ কী! তবে পরের বিশ্বকাপ জেতার চেষ্টা করব।' টি-টোয়েন্টি থেকে যেহেতু আগেই অবসর নিয়ে ফেলেছেন, তাই কোহলি যে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের কথাই বলেছেন, সেটা না বললেও চলে। ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ হওয়ার কথা দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ায়।

২০১১ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত চারটি ওয়ানডে বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছেন কোহলি। এর মধ্যে ২০১১ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে শিরোপা জেতে ভারত। সেবার ২৮২ রান করেন এই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান। ঘরের মাঠে ২০২৩ বিশ্বকাপে তো ৭৬৫ রান করে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকও হয়েছিলেন কোহলি। ভারতও অবশ্য ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে যায়। সব মিলিয়ে চারটি ওয়ানডে বিশ্বকাপে কোহলির মোট রান ১৭৯৫। যার মধ্যে সেঞ্চুরি ৫টি, ফিফটি ১২টি। বিশ্বকাপে কোহলির আবির্ভাবই হয়েছিল সেঞ্চুরি দিয়ে। ২০১১ বিশ্বকাপে নিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে মিরপুরে সেঞ্চুরি করে অপরাজিত ছিলেন তিনি।

এখন পর্যন্ত ভারত জিতেছে দুটি ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ২০১১ সালের আগে তারা কপিল দেবের নেতৃত্বে ১৯৮৩ বিশ্বকাপ। কোহলির স্বপ্ন যদি পূরণ হয়, অর্থাৎ ভারত যদি আরেকটি বিশ্বকাপ জেতে, তাহলে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ছাড়িয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতবে তারা। এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ছয়বার ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। আর দুবার করে জিতেছে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

কোহলি তো আরেকটি বিশ্বকাপ খেলতে ও জিততে চান। কিন্তু আসলেই কি কোহলি ফিট থেকে আরেকটি বিশ্বকাপ খেলতে পারবেন? এখন তাঁর বয়স ৩৬ বছর। ২০২৭ সালে ৩৮ হবে। ওই বয়সে ফিটনেস ধরে রাখা খুব একটা সহজ হবে না।

কোহলির অবশ্য আশাবাদী, 'এখন ৩৬ বছর বয়সে এক সপ্তাহ বিশ্রাম খুব ভালো...এই বয়সে যেমন আছি, ভালোই আছি। এখনো খেলাটির প্রতি আমার ভালোবাসা আছে। ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, আমি এখনই কোনো ঘোষণা দিচ্ছি না। এখন পর্যন্ত সবকিছু ঠিক আছে।'

দক্ষিণদাড়িতে অনূর্ধ্ব ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি: সিএবির পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যানের পদ দায়িত্বের সঙ্গেই সামলাচ্ছেন শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক। তবে শুধু সিএবির অন্দরেই নয়, রীতিমতো ছোটমাঠগুলোতে চষে বেড়ান তিনি। তাই শ্রীমন্ত মল্লিক ছোট ক্লাবদলগুলোর কাছে অত্যন্ত প্রিয় মানুষ। সম্প্রতি দক্ষিণদাড়িতে শুরু হল অনূর্ধ্ব ১৩ অল বেঙ্গল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। দিন রাতের এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টেও উত্সাহিত করে এলেন শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক। হাজির ছিলেন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু।

পূর্ব রেলওয়ে

জিইএম বিড নং. ঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬০৬৩১৮৩, তারিখ ঃ ১৭.০৩.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫, কাঁচরাপাড়া কর্তৃক "শপ-২/লোকো/কাঁচরাপাড়াতে ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য সিএনসি অ্যাক্সেল টার্নিং লেদ ডিপার্টমেন্ট নং এলএমএস-১৫৩-তে বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির" জন্য জিইএম ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৪,৮১,৩৩৩ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,০৯,৭০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.০৪.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টায়। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ** ঃ ০৫ বছর। টেন্ডার নথি এবং সম্পূর্ণ বিশদ **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

MISC-01/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

কাপুরথলায় রেকর্ড রেল কোচ উৎপাদন

কাপুরথলা, ১ এপ্রিল: রেল কোচ নির্মাণে গত বছরের রেকর্ডকে পিছনে ফেলে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে সর্বোচ্চ বার্ষিক ২১০২ টি রেল কোচ তৈরি করেছে কাপুরথলা রেল কোচ ফ্যাক্টরি। যা গত অর্থবর্ষের তুলনায় ১১ শতাংশ বেশি। গত অর্থবর্ষে ১৯০১টি কোচ তৈরি করেছিল কাপুরথলা রেল কোচ ফ্যাক্টরি।

শুধু তাই নয়, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের তুলনায় এলএইচবি কোচ তৈরির ক্ষেত্রেও ২২ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে বলে রেল কোচ ফ্যাক্টরির তরফে জানানো হয়েছে। ফলে চলতি অর্থবর্ষে রেকর্ড মোট ১৯২৬ টি এলএইচবি কোচ নির্মাণ হয়েছে। যার ফলে রেল কোচ ফ্যাক্টরি চলতি অর্থবর্ষে ৪৬ হাজার কোচ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রেল কোচ ফ্যাক্টরি বন্দে ভারত রেক-সহ অনেক নতুন ও অত্যাধুনিক কোচ তৈরি করেছে। রেলের গতি বাড়াতে ইন্টারসিটি ট্র্যাফিকের উন্নতির স্বার্থেও এই অত্যাধুনিক রেল কোচ কাজে আসবে। এই নতুন রেল কোচগুলির মধ্যে যেমন রয়েছে মেট্রো শহরগুলির জন্য বন্দে মেট্রো ট্রেন, তেমনই রয়েছে শীতের সময় কাশ্মীরের বারামুলা ও উধমপুরের জন্য তৈরি বিশেষ ৫টি রেক। এছাড়াও অমৃত ভারত কোচ, বন্দে ভারত কোচও তৈরি হয়েছে।

মোদি পরবর্তী বিজেপির প্রধানমন্ত্রীর মুখ কি যোগী?

লখনউ, ১ এপ্রিল: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পরে বিজেপির শীর্ষনেতার আসনটি কার জন্য বরাদ্দ হবে, তা নিয়ে দলের অন্দরে জল্পনা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই। এ বার সেই প্রশ্নে মুখ খুললেন যোগী আদিত্যনাথ স্বয়ং। আর তা ঘিরে উঠল নতুন প্রশ্ন।

সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তাঁর প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে আদিত্যনাথ বলেন, 'রাজনীতি আমার কাছে পূর্ণ সময়ের কাজ নয়। আসলে আমি মনেপ্রাণে একজন যোগী।' কিন্তু অনুগামীরা তো তাঁকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চান? আদিত্যনাথের তাৎপর্যপূর্ণ জবাব, 'সব কিছুরই একটা সময় আছে।' ওই সাক্ষাৎকারে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আর কত দিন সক্রিয় রাজনীতিতে থাকবেন। জবাব

উত্তর দিলেন নিজেই

মিলেছে, 'আমি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। এবং দল আমাকে রাজ্যের জনগণের সেবা করার জন্য এই পদে রেখেছে।' আদিত্যনাথের মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ইতিমধ্যেই। কারণ, মুখ্যমন্ত্রীর মত গুরুদায়িত্বের পদ সামলানো পুরো সময়ের রাজনীতিবিদেরই কাজ।

গত বছর জানুয়ারিতে যখন উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন হয়েছিল, তখন আদিত্যনাথকে কার্যত পিছনের সারিতে ঠেলে দিয়ে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের প্রধান মুখ হয়ে উঠেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। আর ঠিক এক বছর পরে সেই উত্তরপ্রদেশেরই প্রয়াগরাজ (এলাহাবাদ)-এ যখন মহাকুম্ভের আসর বসেছে, তখন সকলকে ছাপিয়ে শুধু আদিত্যনাথের মুখই সমস্ত আলো কেড়ে নিয়েছে। আর সেই সঙ্গেই তাঁর অনুগামীরা আবার 'দিল্লিতে যোগীরাজ' স্লোগান তুলছেন। আর সেই সঙ্গেই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর 'মতপার্থক্যের' বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। যদিও সেই জল্পনা উড়িয়ে আদিত্যনাথ বলেন, 'দলের কারণেই আজ আমি এখানে এসেছি। দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে মতপার্থক্য থাকলে কি আমি পদে থাকতে পারি!'

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

স্টোর্স-এর প্রাপ্তির জন্য **ই-টেন্ডার নোটিস নম্বর ১৬/২৪-২৫ তারিখ ২৮.০৩.২০২৫**। নিম্নলিখিত আইটেমগুলির জন্য ই-টেন্ডার ইতিমধ্যেই সমস্ত বিবরণ সহ **www.ireps.gov.in**এ আপলোড করা হয়েছে। ম্যানুয়াল বিড গ্রহণ করা হবে না। সংশোধনী/সংযোজনী, যদি কিছু থাকে, তা শুধুমাত্র উপরিউক্ত ওয়েবসাইটেই আপলোড করা হবে।

টেন্ডার সংখ্যা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	বন্ধের তারিখ ও সময়
০১২৪৫০৩৭এ	কলকাতা মেট্রোর ভেল এসি রেকসমূহের টিএম ৩৭০১ বিএক্স/বিওয়াই-এর জন্য এমএসইউ অ্যাসেম্বলি কিট-এর সেট (এমএসইউ ব্যতীত)	২০ সেট	১৬.০৪.২০২৫ দুপুর ২টা
০২২৫৫০৩৫	মেসার্স সিমেন্স নির্মিত ভিসিবি, মডেল নম্বর ৮বিকে ৮০-৩এএইচ সম্পর্কিত স্পেয়ার আইটেম সরবরাহ	১ সেট	০৭.০৪.২০২৫ দুপুর ২টা
	মেসার্স সিমেন্স নির্মিত ৭৫০ভি এইচএসসিবি, মডেল নম্বর এসআইটিআরএএস ডিএসজি সম্পর্কিত স্পেয়ার আইটেম সরবরাহ	১ সেট	
	মেসার্স সিমেন্স নির্মিত রেক্টিফায়ার প্যানেল, মডেল নম্বর এসআইটিআরএএস আরইসি সম্পর্কিত স্পেয়ার আইটেম সরবরাহ	১ সেট	
	মেসার্স সিমেন্স নির্মিত এসসিডি, মডেল নম্বর এসআইটিআরএএস এসসিডি সম্পর্কিত স্পেয়ার আইটেম সরবরাহ	১ সেট	
	মেসার্স সিমেন্স নির্মিত আইসোলেটর, মডেল নম্বর এসআইটিআরএএস ডিডি সম্পর্কিত স্পেয়ার আইটেম সরবরাহ	১ সেট	
	মেসার্স সিমেন্স নির্মিত বিভিন্ন জটিল সরঞ্জাম সম্পর্কিত স্পেয়ার সরবরাহ	১ সেট	

পিসিএমএম, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ই-টেন্ডার/২০২৫/১০, তারিখ ঃ ২৮.০৩.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **বেলা ৩.০০টার** আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যেটি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। ক্র.নং.-১। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-১০-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** ডিইএন (এইচকিউ)/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে খড়গপুর ডিভিসনে ট্র্যাক পুনর্নবীকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পর্কিত আরডিএসও অনুমোদিত ৬০ কেজি/৯০ ইউটিএস রেল (২৩৪৬টি জয়েন্ট) ও ৬০ কেজি/৬০ ইআই-আর ২৬০ গ্রেড রেল (২৪৬৩টি)-এর অ্যালুমিনো থার্মিক ওয়েল্ডিং পোর্সন এবং আইআর স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সিঙ্গল শট ক্রুসিবল সহ ইন-সিটু ওয়েল্ডিং প্রস্তুতকরণ ও সরবরাহ (মোট ৪৮০৯ জয়েন্ট)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০৮,৭২,২৪০.১০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,০৪,৪০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। ক্র.নং.-২। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-১১-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুর ডিভিসনে (১) স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড খড়গপুর, (২) ট্রাফিক সেটলমেন্ট খড়গপুর ও (৩) শালিমার গঙ্গা প্রান্ততে আরসিসি ওভারহেড ট্যাঙ্ক (ধারণক্ষমতা ১,০০,০০০ গ্যালন পর্যন্ত)-এর মাধ্যমে সময় অতিক্রান্ত /ভগ্নপ্রায় স্টীল ট্যাঙ্কগুলির বদল (২য় ডাক)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,২৩,৭১,০৬৩.৯৭ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৬১,৯০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। ক্র.নং.-৩। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-১২-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এডিইএন/তমলুক-এর অধিক্ষেত্রে পাঁশকুড়া-হলদিয়া ও তমলুক-দীঘা সেকশনে ১০২০৮ মিটার এমব্যাঙ্কমেন্ট ও ক্যানভাস ড্রেন শক্তিশালীকরণ (২য় ডাক)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৯,২১,৬২,৭৭৯.৮২ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১৬,১০,৮০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১৮ মাস। ক্র.নং.-৪। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-১৩-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই (পি.ওয়ে)/কাঁথি-র অধিক্ষেত্রে তমলুক-দীঘা সেকশনের মধ্যবর্তী ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে নানাবিধ পি.ওয়ে কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০৪,৬২,৩১৮.৮৯ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,০২,৩০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৮ মাস। ক্র.নং.-৫। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-ইস্ট-২৮-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** ডিইএন/ইস্ট/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে হাওড়া-খড়গপুর সেকশনে থ্রু স্লিপার রিনিউয়াল (প্রাইমারি) অর্থাৎ টিএসআর (পি)-২৯.৬১৭ টিকেএম সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৭৮,৫৩,৪৫১.০৫ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৪,৩৯,৩০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। ক্র.নং.-৬। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-ইস্ট-২৯-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** শালিমারে বর্তমান এআরএম বিল্ডিংটিকে ৬০ শয্যাবিশিষ্ট রানিংরুমে পরিবর্তন ও সংস্কার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩,৩১,২৪,১৬৫.২৬ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৩,১৫,৬০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৯ মাস। ক্র.নং.-৭। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-ইস্ট-৩০-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** ডিইএন/ইস্ট খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে সাঁতরাগাছি-তে পুরাতন এফওবি ভেঙে ফেলার কাজ সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৫,১৭,৫২৮.২৪ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৭০,৪০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। ক্র.নং.-৮। **টেন্ডার সংখ্যাঃ ই-কেজিপি-সাউথ-১৬-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়ার ডিইএন (সাউথ)/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে খড়গপুর-ভদ্রক সেকশনে থ্রু ব্যালাস্ট রিনিউয়াল অর্থাৎ ৫৯.৮২০ ট্র্যাক কিমি এবং ১০টি পয়েন্ট ও ক্রসিং-এর টিবিআর সম্পাদন (৩য় ডাক)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৭১,২২,৭৬৬.২৯ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৪,৩৫,৬০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। ক্র.নং.-৯। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-১৩-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** ডিইএন/ওয়েস্ট/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে নীমপুরা-গোকুলপুর সেকশনে এলসি নং কেওয়াই-১২-এর ইন্টারলকিং সম্পর্কিত ১নং গেট গুমটি (৪.২ মি. x ৩.১মি., ৩.২ মি. x ৩.১ মি., ২.৫ মি. x ৩.১ মি. পরিমাপের ৩টি রুম সমন্বিত) নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৮,৪২,৩২৫.০৮ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৩৬,৯০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা (ক্র.নং. ১ থেকে ৯ প্রতিটির জন্য)। **খোলার তারিখ ঃ** ১৫.০৪.২০২৫ (ক্র.নং. ১-এর জন্য), ১৭.০৪.২০২৫ (ক্র.নং. ২ থেকে ৭ প্রতিটির জন্য), ২১.০৪.২০২৫ (ক্র.নং. ৮-এর জন্য) এবং ২৮.০৪.২০২৫ (ক্র.নং. ৯-এর জন্য)। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ০১.০৪.২০২৫ থেকে ১৫.০৪.২০২৫ তারিখ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ১-এর জন্য), ০৩.০৪.২০২৫ থেকে ১৭.০৪.২০২৫ তারিখ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ২ থেকে ৭ প্রতিটির জন্য), ০৭.০৪.২০২৫ থেকে ২১.০৪.২০২৫ তারিখ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ৮-এর জন্য) এবং ১৪.০৪.২০২৫ থেকে ২৮.০৪.২০২৫ তারিখ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ৯-এর জন্য)। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন।

(PR-04)

আমেরিকায় ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্তে নাগরিকত্বের প্রমাণ আবশ্যিক

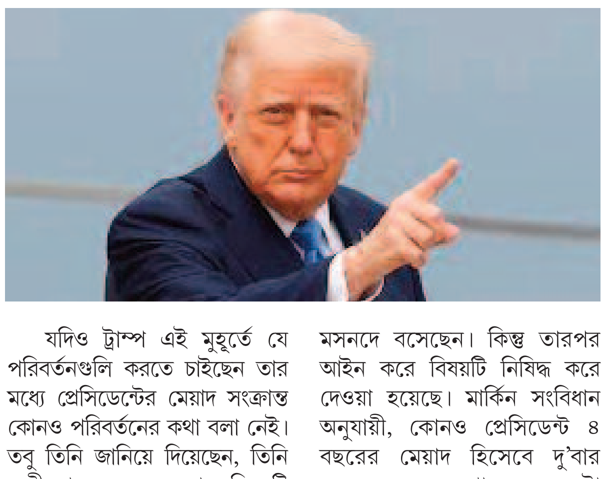

ওয়াশিংটন, ১ এপ্রিল: আমেরিকার নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বিরাট পরিবর্তন করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। স্বাক্ষর করেছেন এক বিশেষ আদেশনামায়। সেই আদেশনামা অনুযায়ী, এবার আমেরিকায় ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্ত করতে হলে দিতেই হবে নাগরিকত্বের প্রমাণ। একজন প্রেসিডেন্টের হাতে এতটা ক্ষমতা নেই, এমন দাবি করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন বিরোধী ডেমোক্র্যাটরা। এরই পাশাপাশি ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, তৃতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনও করার কথা ভাবছেন তিনি এবং এটা কোনও রসিকতা যে নয়, তাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন। এহেন পরিস্থিতিতে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে আমেরিকায়।

যদিও ট্রাম্প এই মুহূর্তে যে পরিবর্তনগুলি করতে চাইছেন তার মধ্যে প্রেসিডেন্টের মেয়াদ সংক্রান্ত কোনও পরিবর্তনের কথা বলা নেই। তবু তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি তৃতীয়বার মসনদে বসার বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছেন। এখনও পর্যন্ত মাত্র একবারই আমেরিকার ইতিহাসে কোনও প্রেসিডেন্ট তিনবার মসনদে বসেছেন। কিন্তু তারপর আইন করে বিষয়টি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী, কোনও প্রেসিডেন্ট ৪ বছরের মেয়াদ হিসেবে দু'বার মসনদে বসতে পারবেন। সেটা পরপর হতে পারে, নাও পারে। কিন্তু কোনওভাবেই তা সব মিলিয়ে ৮ বছরের সময়সীমাকে অতিক্রম করতে পারবে না। এই নিয়মই এবার বদলাতে চাইছেন ট্রাম্প। যদিও এমনটা করতে হলে সংবিধানে পরিবর্তন করতে হবে।আর সেবিষয়ে বলতে গিয়ে ট্রাম্প জানাচ্ছেন, 'না, আমি রসিকতা করছি না, মোটেই নয়।' জোরের সঙ্গে একথা বলেও অবশ্য তিনি জানাচ্ছেন, দএখনই এই নিয়ে বলা যাবে না। ব্যাপারটা অনেক দূরবর্তী। তবে পদ্ধতি আছে, যা প্রয়োগ করে এটা করা যায়।দ ঠিক কী পরিকল্পনা করছেন তিনি তা অবশ্য বর্ষীয়ান রিপাবলিকান নেতা খোলসা করেননি। তবে তাঁর এমন মন্তব্যের পর থেকেই বিতর্ক ঘনিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি পুতিন, কিমের মতোই ট্রাম্পও ক্ষমতার 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' করতে চাইছেন? আপাতত সেই বিতর্কেই মশগুল মার্কিন রাজনীতির অন্দরমহল।

নেপালে বিক্ষোভ আবহে কড়া হুঁশিয়ারি নেপালের প্রধানমন্ত্রীর

কাঠমান্ডু, ১ এপ্রিল: রাজতন্ত্রের সমর্থকদের বিক্ষোভ দমনে কঠোর পদক্ষেপ নেপালের কেপি শর্মা ওলির সরকারের। আগেই প্রাক্তন রাজা জ্ঞানেন্দ্রকে গ্রেপ্তারির দাবি তুলেছিল শাসক জোটের নেতারা। এবার রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টির (আরপিপি) শীর্ষনেতাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের পথে প্রশাসন। জনতাকে ক্ষেপিয়ে তোলার দায়ে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, দুই শীর্ষনেতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হতে পারে, এমনকী যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে তাঁদের। প্রভাবশালী দুই নেতা সামশের রানা এবং রবীন্দ্র মিশ্রকে দেশ না-ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত শুক্রবার রাজতন্ত্র ফেরানোর দাবিতে বিক্ষোভ উত্তাল হয় নেপাল। যার পর প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির সরকার দাবি করে, প্রাক্তন রাজা জ্ঞানেন্দ্র শাহ-ই ষড়যন্ত্র করে ক্ষেপিয়ে তুলছেন সমর্থকদের। এরপর রাজার নিরাপত্তায় কাটছাঁট করে গণতান্ত্রিক সরকার। শুক্রবারের বিক্ষোভের আগে ২৫ জন রক্ষী নিযুক্ত ছিলেন। তা কমিয়ে ১৬ জন করে দেওয়া হয়েছে। সেই সময় জ্ঞানেন্দ্রকে গ্রেপ্তারির দাবি তুলেছি শাসক জোট। শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন রাজাকে গ্রেপ্তার না করা হলেও আরপিপি-র সহ-সভাপতি রবীন্দ্র এবং সাধারণ সম্পাদক রানা-সহ শতাধিক অভিযুক্তকে হিংসা ছড়ানোর অভিযোগে আগেই গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। আদালতে রানা আবেদন করেন, তিনি যেহেতু ক্যানসার আক্রান্ত, তাই চিকিৎসার প্রয়োজনে তাঁর ভারতে যাওয়া জরুরি। যদিও আপাতত তাঁকে ভারতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

ঘুরে ট্যুরে

চিত্তচমৎকারী বিচিত্রপুর

সঞ্জয়কুমার দাস

তিনকাল গিয়ে এককাল না ঠেকতেই সাহিত্যসম্রাটের নবকুমার ভ্রমণতৃষ্ণা মেটাতে তীর্থযাত্রীর দলে ভিড়েছিলেন। প্রথমাবধি বাঙালি অবশ্য তীর্থযাত্রার আশেই ঘর ছেড়ে বাইরে বেড়োতেন। যদিও রবীন্দ্র সমসাময়িক খ্যাতিমান কবি-নাট্যকার-গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একদা লিখেছেন 'আমার এই দেশেতে জন্ম , যেন এই দেশেতে মরি,'। কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঘরকুনো বাঙালির স্বভাব বৈশিষ্ট্য পরখ করে 'আরব বেদুয়িন' হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন 'দুরন্ত আশা'য়। ঘরকুনো বাঙালিকে ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জর করেছেন প্রমথ চৌধুরীও, বীরবলী ঢঙে। কিন্তু নেতাজীর অবস্থান, একেবারে বিপরীত মেরুতে। তাঁর সাফ জবাব, ''আমি যাব না, যাব না, যাব না ঘরে/ বাহির করেছে পাগল মোরে।" কী রবীন্দ্রনাথ, কী দ্বিজেন্দ্রলাল, কী বীরবল, কী নেতাজী - প্রত্যেকেরই দর্শন স্বতন্ত্র।

তবু বাইরের অমোঘ আকর্ষণ ভ্রমণপিপাসু বাঙালিকে গৃহবন্দি রাখতে পারেনি। পারেনি বলেই, অক্ষর সাধক ভ্রমণকারীগণের কলম প্রসবিত কথায় পরিপুষ্টি হয়েছে বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের। সে তালিকায় যেমন পাওয়া যাবে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ'কে, তেমনই পাওয়া যাবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পায়ের তলায় সর্ষে'। কথাকার ননী ভৌমিকের 'মরু ও মঞ্জরী'ও সেধারার উৎকৃষ্ট ফসল। আর সৈয়দ মুজতবা আলী সে তালিকায় এক অবিকল্প উপাখ্যান। একদা অন্নদাশঙ্কর রায় ভ্রমণ সাহিত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'ভ্রমণকাহিনি কি প্রবন্ধের ঘরের পিসি, না কথাসাহিত্যের ঘরের মাসি?' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণ গ্রন্থগুলিকে এ অভিধায় ভূষিতের সুযোগ আছে যথেষ্ট। তিনি ভ্রমণ সাহিত্যের খোলনলচেই দিয়েছেন বদলে। ভ্রমণকে নিয়ে প্রবন্ধ ও কথাসাহিত্যের জটিল আবর্তে প্রবেশ না করেই, সে বিতর্ককে পিছনে রেখে, হাতে একটি কিংবা দুটি ছুটির ব্যবস্থা করে, দীঘার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেই হাওয়াবদল হয় প্রাত্যহিক আটপৌরে জীবনের একঘেয়েমির। কেননা, ভ্রমণতৃষ্ণার্তের সুখানুভূতির তিনটি প্রধান বন্দর জল, জঙ্গল আর পাহাড়। পশ্চিমবঙ্গ অবশ্য তিনটি বন্দরেরই পোতাশ্রয়। সেকারণেই শাহরুখ-গৌরী খানের ন্যায় অভিজাত দম্পতিও মধুচন্দ্রিমা রচনা করেন পাহাড়ের রানি দার্জিলিঙে। যদিও অক্টোবরেই আমরা মনস্থির করি দীঘাযাত্রার। জল এবং জঙ্গল দুইই একযাত্রায় পরখের লোভ। ওই রথ দেখে কলা বেচার অভিপ্রায় আরকি। সহকর্মীদের সাথে সপরিবারে তিনদিনের ইত্যবকাশে রওনা দিয়েছিলাম মালদা-দীঘা বিশেষ বাষ্পশকটে। তবে সে বিশেষ বাষ্পশকটের প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতায় স্মৃতিতে কড়া নাড়ে উত্তরবঙ্গের এক আঞ্চলিক প্রবাদ, 'নামে গগন ফাটে, হাঁড়ি প্যাল্ল্যা কুত্তায় চাটে'। নামেই বিশেষ, বাস্তবে নৈরাজ্যের একশেষ। সে যানে একটিমাত্র কামরা, তাপ নিয়ন্ত্রণের সুবিধেযুক্ত। সপরিবার যাত্রার কারণেই সে কামরায় ঠাঁই হয় অধমের। কেননা বিলাসিতার বৈভব থেকে নিজেকে লক্ষযোজন দূরে রাখতেই ভালোবাসি। অথচ সে বিশেষ যানের এমন কারুণ্য ঠিক ভারত সরকার স্বীকৃত শেষ মোগল সাম্রাজ্ঞী সুলতানা বেগমের ন্যায়। সম্মানে তিনি মোগল সাম্রাজ্ঞী হলেও থাকেন কলকাতার বস্তিতে। অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না।

নীললোহিতের কবিতার সূত্র ধরে বিলক্ষণ বলা যেতে পারে, মালদা-দীঘা বাষ্পশকটটিও কথা রাখেনি সেদিন। আসলে কেউই কথা রাখে না। স্বভাবতই নির্দিষ্ট সময়ের ঘন্টা দেড়েক পরে পৌঁছয় দীঘা। অন্ধকারের ভ্রুকুটি থাকলেও এক বাষ্পশকটময় ভ্রমণতৃষ্ণার্ত মানুষের সমবেত উৎসাহমুখর সজাগতায় অমানিশিও ফিকে ঠেকে বৈকি। মাধবীলতার ন্যায় গুচ্ছ গুচ্ছ মানুষের আনন্দঘন পদচালনা রাতদুপুরকেও দিনের ব্যস্ততম ক্ষণের পর্যায়ে সমান্তরাল রেখা অঙ্কন করে। যাত্রারম্ভের নারীপ্রিয় সাজ-সজ্জার বালাই তখন অবশ্য নেই, অধীর আগ্রহে দীঘা সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে অরুণোদয়ের দৃশ্য স্বচক্ষে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা, স্বরবৃত্তের গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে সকলকে। আট থেকে আশি, কে নেই সেই আকাঙ্ক্ষার ইঁদুর দৌড়ে।

তখনও অবশ্য সূর্যোদয়ের ঢের দেরি। যাঁদের অগ্রিম থাকার বাসা প্রস্তুত, তাঁরা দ্রুতই বেরিয়ে যাচ্ছেন স্টেশন চত্বর ছেড়ে। কিন্তু যাদের সে পূর্বপরিকল্পনা নেই, তাঁদের গতি অবশ্য শ্লথ। কেউ কেউ স্টেশন চত্বরেই অপেক্ষার প্রহর গুনছেন। আমরাও বেরিয়ে পড়লাম পুরোনো দীঘায়। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে হরবোলা মন্দিরের পাশে পুলিশ হলিডে হোমে। আমাদের অভ্যর্থনায় প্রস্তুত কমলদা। কমলদা বিস্ময়কর চরিত্র। সেকথা পরে বলব। যেহেতু তখনও ভোরবেলা, হোটেলগুলিতে চেক-আউটের সময় হয়নি, সেহেতু কেবলমাত্র একটি কক্ষই আমরা তৎক্ষনাৎ পেলাম। নারী ও ছোটদের সে কক্ষে বিশ্রামের সুযোগ করে দিয়ে আমরা তিনজন কমল'দার আপ্যায়ন কক্ষেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। মনে মনে ভাবছি এ কেমন অব্যবস্থা? শেষাবধি নিশ্চিত হওয়া গেল একটি ভোর পাঁচটাই ও তৃতীয়টি সকাল ন'টায় আমাদের হস্তগত হবে। আমরা অপেক্ষা করছি, এমন সময়েই এক দম্পতি কক্ষ ত্যাগ করলে, ধূমকেতুর গতিতে কমলদা, সে কক্ষ আমাদের ব্যবহার উপযোগী করে দিলেন। হাত-মুখ ধুয়ে সকলেই যখন ঘুমের দেশে পাড়ি জমিয়েছে, তখন হঠাৎ করেই ঘুম ভেঙে গেল আমার। দোতালার বারান্দায় বেরিয়ে দেখি সূর্যোদয় দর্শনের সুযোগ ফসকায়নি এখনও। বাড়ি থেকে এসেছিই তো ভ্রমণ তৃষ্ণা মেটাতে জাতীয় ভাবনায় বলিয়ান হয়ে পুনরায় শয্যাসুখ পরিহারপূর্বক গতকালকের ভ্রমণ পোশাকেই বেরিয়ে পড়লাম। সিড়ি বেয়ে নেমেই কমলদা মারফত জেনে নিলাম চায়ের দোকানের ঠিকানা।

চিকিৎসা পরিভাষায় পদার্থের নেশা কমবেশি সকলেরই আছে। তাঁরা নেশাগ্রস্ত। অবশ্য নেশাগ্রস্ত বললে নঞর্থক ভাবনাই আমাদের চৈতন্যে প্রকট হয়ে ওঠে। ওই যেমন 'গন্ধে'র বেলায়। 'গন্ধ' বললেই দুর্গন্ধের নাক সিটকানি। কিন্তু সুগন্ধিতে আমরা ইংরেজ হয়ে যায়, বলি 'সেন্ট'। তাই 'নেশা' না বলে 'আসক্তি' বলছি এবং 'নেশাগ্রস্ত' না বলে 'আসক্ত' শব্দটিকেই বেছে নিচ্ছি। সেদিক থেকে কথকও আসক্ত। কীসে আসক্ত? চা'য়ে। পুলিশ হলিডে হোম মূল রাস্তা থেকে অনেকটাই নীচে। স্বভাবতই একটি চড়াই, বামদিকে ঘুরতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবাস 'দীঘালি ২'। অবশ্য 'দীঘালি ১'ও চোখ এড়ায়নি। দীঘা রেলওয়ে স্টেশন থেকে অন্ধকারের ভ্রুকুটি ঠেলে যখন পুরাতন দীঘায় বাদুড়ঝোলা হয়ে অটোতে যাচ্ছিলাম, তখন যে দৃশ্য নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে, যার কথা কখনও সংবাদের ভাষ্যে, কখনও বোকাবাক্সের পর্দায়, আবার কখনওবা রাজনৈতিক ভাষ্যপথে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় ঠাহর করেছে, সে দৃশ্য আবশ্যিক ভাবেই নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দির। কেউ কেউ তো বলেনই, সমুদ্র দেখতে হলে দীঘা কেন, পুরী যাও। সেখানে জল পাবে, পাবে জগন্নাথও। তাঁরা যে ভুল নন, সেকথার যথার্থতা প্রতিপন্ন হয় দীঘাতেও জগন্নাথ মন্দির নির্মাণে। শত্রুর মুখে ঝামা ঘষে দেওয়া আরকি। এ নির্মাণ দীঘাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে সন্দেহ নেই। স্টেশনের গায়েই এ নির্মাণ। একটু এগোলেই দীঘালি ১।

যাক, সেকথা ছেড়ে একটু চায়ের দোকানের সন্ধানে ফিরি। কিন্তু মেঘ না চাইতেই জল প্রাপ্তির ন্যায় কয়েক কদম এগিয়েই রাজপথ। পশ্চিম-পূর্ব রাজপথটি মিটার পঞ্চাশেক পূর্বমুখী হয়েই উত্তর-দক্ষিণে বিভাজন রেখা অঙ্কন করেছে। রাজপথের উত্তরে একটি বটবৃক্ষ। পথের সমান্তরালে একটি মার্কেট। একটি চায়ের দোকান। বটবৃক্ষের ছায়ায় পাতা আছে টেবিল-চেয়ার। মিটারখানেক দূরত্বে খান-ত্রিশেক পায়রা বকম-বকম রব তুলছে। তাদের গ্রীবার বর্ণিল ওঠা-নামা চমকপ্রদ। অচেনা মানুষের এতো কাছাকাছি সাধারণত পায়রা আসেনা। কিন্তু পর্যটনকেন্দ্র গুলির জীবজন্তুরা অবশ্য এমনই হয়। ম্যাসেঞ্জারে যেমন বানর, পত্রাতু ড্যামে যেমন পরিযায়ী সিগাল (Seagull) তেমনই পুরাতন দীঘায় দেখলাম পায়রা। পর্যটকদের প্রদেয় খাদ্যের জন্য তারা অপেক্ষা করে। ইত্যবসারে জলযোগ পর্ব সমাপান্তে এগিয়ে চললাম অরুণোদয়ের সাক্ষ্যে। তখন লোকে লোকারণ্য সমুদ্রতট। অধিকাংশের হাতেই করিতকর্মা চলভাষ (Smart Mobile)। ১৮ থেকে ১০৮ মেপিক্সেলে বন্দি হচ্ছে মুহূর্ত। ভবিষ্যতে যা অতীতের স্মৃতি হয়ে ধরা দেবে। নানান ভঙ্গিমায়, নানান রুচিতে, নানান দলের মুহূর্ত বন্দির দৃশ্যেই শুভ্র ফেনিল জলোচ্ছ্বাস আছড়ে পড়ছে বাধানো তটের বক্ষে। এই নিয়ে তৃতীয়বার দীঘায় আসা হয়েছে। তবু আশ মেটেনা।

খানকতক দৃশ্যের দূরেক্ষণ নিজেও নিলাম সংগ্রহ করে। তারপর চোখ বোলাতে চাইলাম পারের সজ্জায়। প্রথমবার ২০০৪ সালে, দ্বিতীয়বার ২০১৭ সালে আর এইবার তৃতীয়বার। আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে পর্যটন ক্ষেত্রে। বিশ্ববাংলা, কন্যাশ্রী, নিজস্বীক্ষেত্র থেকে রবীন্দ্রনাথ, বাঙালি লোকসংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন সাজে সেজে উঠেছে সমুদ্রপাড়। এইখানে নজর কাড়ল অর্কবৃক্ষ। ওই জগদ্দল আকারের অর্কবৃক্ষ ইতিপূর্বে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। একদল তরুণের ছৌ নৃত্যের মহড়াও পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এবারে ফিরলাম হলিডে হোমে। ততক্ষণে সকলে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। কমলদার অপেক্ষা কক্ষের পূর্বে অনতিদীর্ঘ পুকুর। পুকুরের চারিদিক ছোটবড়ো গাছে ছায়াদৃত। গাছের ফাঁকেই ভবার হরবোলা মন্দিরের হাতছানি। পুকুরের জল কালচে। ঝাঁক বেঁধে তেলেপিয়ার দল মার্চপাস্টে মেতেছে সেখানে। ওরহান-সার্থক চাতকের ন্যায় পর্যবেক্ষণ করছে তা। কিশোরকালীক অনভিজ্ঞতায় নামতে চাইছে সে জলে, ধরতে যাচ্ছে তেলেপিয়াকে। জানে না তো, 'বন গাঁয় শ্যাল রাজা'। ওদের দুজনকে বাস্তবতার পাঠ দিয়ে দোতালার কক্ষে পৌঁছলাম। সহকর্মীর সাথে পুনরায় বেরিয়ে পড়লাম মাছের বাজারে। সঙ্গী হল ওরহান-সার্থকও। মাছের বাজারে গিয়েই নজর কাড়ল, হরেক রকম কাঁকড়ার উপস্থিতি। বাঙালি দীঘা যাবে আর ইলিশ-চিংড়ি খাবেনা, তাই কি হয়। আমরাও ইলিশ-চিংড়ি নিয়ে ফিরলাম। তারপর কমলদার প্রস্তুতকৃত খিচুড়ি খেয়েই সকলে রওনা দিলাম নতুন দীঘায়, সমুদ্র স্নানের সুখবিলাসের আশে। দীঘা- মায়াপুর- কলকাতা- নেপাল- হায়দ্রাবাদ ভ্রমণের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকার দরুন রোদচশমা ও বারান্দাটুপি সঙ্গেই ছিল আমাদের। তবে আমাদের পরিবারের ছোটো সদস্য লোলো এই প্রথম কোনো দূর-ভ্রমণে বেরিয়েছে। তাই তার টুপি কেনা হলো। আর কেনা হলো গিন্নির টুপিও। একই স্থানে, একই পোশাকে গিন্নির ছবি একাধিকবার যদি আপনি তওলাতে পারেন, তবে আপনি মহাপুরুষ। আমি নই, তাই গিন্নির টুপিও নিতে হলো। অবশ্য আমি ব্যতীত ওদের তিনজনের রোদচশমা মালদাতেই নিয়েছিলাম নতুনকরে। এবারে দল বেঁধে চললাম সমুদ্রে। মহাধূমধামে চলছে ঢেউয়ের আসা যাওয়ার পালা। অবশ্য বাঁশি বাজিয়ে পুলিশ বাহিনি সতর্ক করছেন পর্যটকদের। কিছুতেই জলে নামতে দিচ্ছেন না। তখন মুখে মুখে রটে গেছে, বেলা দুটোর আগে জলে নামা যাবে না। বাধ্যত পারের জগদ্দল পাথরগুলিতে বসেই চলল উত্তাল সমুদ্রের চালচিত্র দর্শনের ক্ষুন্নিবৃত্তি।

চারিদিকে এতো কোলাহল যে, একান্তে ভাবরাজ্যে পাড়ি দেওয়ার অনুকূল পরিবেশ তখন থাকে না। তাই পরিস্থিতির নাগরদোলায় আপনাকে দুলতেই হবে। ওদিকে রবিমামার শাসানি। অগত্যায় ছায়ার সন্ধানে ফিরতেই হলো। ফিরতি পথে ডাবের জল, কিঞ্চিত স্বস্তি দিল। বিশ্রামালয়ের থিকথিকে ভিড়েই বসার লাইনে দাঁড়িয়ে ও সময়ে বসার দাঁও মিলল। অল্পবিস্তর স্ন্যাকস ও জলের সৌজন্যে বিতিয়ে গেল, খিছু সময়। হঠাৎই কলরোল উঠলো, সমুদ্র পারে। বুঝে নিতে অসুবিধা হলো না, জলে নামার ছাড়পত্র মিলেছে। তবে আর দেরি কেন। হইহই করে চললাম সকলে। ওরহান সাহসী, সার্থক ঠিক উল্টো। তাই প্রথম মিনিট দুয়েকেই জলতরঙ্গের ক্যালানি খেয়ে, নাকে-মুখে করে ফেলেছে সে। তাকে হাত ধরে তুলে দিয়ে, ভাইকে দেখভালের দায়িত্বে নিযুক্তি দিলাম। এবারে আমরা বড়োরা, আর ওরহান মিলে ঘন্টা দু'য়েক জলক্রীড়ায় বুঁদ রইলাম। দারুণ মজা। ঢেউয়ের তালে তালে বাজল আনন্দের নূপুর। ওদিকে জঠরের আহ্বান আসতে লেগেছে। শেষমেষ উঠে পড়তেই হলো। আবার টোটোর যাত্রী হয়ে পৌঁছে গেলাম হলিডে হোমে। সূর্য তখন পাটে যাওয়ার বেলা। কমলদা মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই খাবার টেবিল প্রস্তুত করলে, খুব দ্রুতই ভোজনপর্ব পার করলাম। ইলিশভাপা আর ঝিঙে-পোস্তর সে পরিবেশন ঘরোয়া। যেন, বাড়িরই রান্না। ভ্রমণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটি। ভ্রমণে আনন্দের জোয়ার ওঠে বটে, কিন্তু রসনায় ভাটা পড়ে। আমাদের ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটেনি। এ সৌভাগ্যই বটে। যাক ভোজনপর্ব সমাধা হয়ে গেলে, যে যার মতো গা এলিয়ে বিশ্রামের বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করলাম। কিন্তু তিনটি পরিবারেই ছোটো সদস্য থাকায়, সে বিশ্রাম যে খুব তৃপ্তিদায়ক হয়েছে, এমনটা নয়। তবে তা বিরক্তিকরও নয়। তাছাড়া পিতৃ কর্তব্য বলেও তো একটা কথা আছে।

আকাশের নীল চুরি করে, সূর্যের তখন পাটে যাওয়ার বেলা। সমান্তরালে সমুদ্রতটে বসে বিভীষণ রূপদর্শনের অঙ্গীকারও। সাজসজ্জার পাট চুকিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল পুরাতন দীঘার সমুদ্রপাড়ে। লোকমুখেই শোনা, সমুদ্র স্নানের জন্য যাও নতুন দীঘা, আর সন্ধ্যেটা রাখো পুরাতন দীঘার জন্য। লোকশ্রুতি অমান্যের আইনী জটিলতায় জড়িয়ে লাভ নেই। সাতে-পাঁচে না থাকা বাঙালির ন্যায় তাই পুরাতনেই আস্থা। প্রভাতের চা-পানের স্বাদ তখনও রসনায় মৃদু কম্পন দিচ্ছে। আফটার-সকের ন্যায় সে কম্পনই আমাদের দলকে চায়ের দোকানে হাজির করল। এবং যথাসম্ভব সে পর্বের সমাধান্তে পদাতিকের শৃঙ্খলায় সমুদ্রাভিমুখে এগিয়ে চলল। পাড়ে তখন অগণিত মানুষের কোলাহল। ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ছে কিনারে। এবং সরকারি বদান্যতায় প্রস্তুতকৃত আসনে বসে পর্যটকের দল উপভোগ করছেন সমুদ্রের ভয়ঙ্করী রূপ। একদা কবিগুরু লিখেছেন 'সাগরের কণ্ঠ হতে কেড়ে নিয়ে কথা / সাধ যায় ব্যক্ত করি মানবভাষায়- / শান্ত করে দিই ওই চির ব্যাকুলতা / সমুদ্রবায়ুর ওই চির হায় হায়।' কিংবা যে ঢেউ দেখে কবি জীবনানন্দ উচ্চারণ করেন 'চঞ্চল ধবল বুকে নাচিতেছে ফেনার আঙুল'। একাকী যা ভয়ঙ্কর দশে মিলে তা উপভোগ্য বলেই বিশ্বাস। বাগযন্ত্র নিসৃত পঞ্চমসুরও লজ্জাবনত হয় প্রাকৃতিক এই অবিরাম অনুশীলনে। তটের কিনারে পা-দুলিয়ে সমুদ্রের এরূপ দর্শন লোভনীয়। বারবার যা আকাঙ্ক্ষায় বসত গড়ে। খাওয়া বলতে ফুচকা বই কিছু না। ছোটদের জন্য দু-একটি খেলনা সংগ্রহ করেই আত্মসমর্পণ করতে হলো জঠরাগ্নির দহন-পীড়ায়। চিংড়ির চপলতা তখন থেমে গেছে ব্যঞ্জনের অভিলাষে। চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় মানবকূলের নিকট সকলই খাদ্যশৃঙ্খল। বাস্তুতন্ত্রের যুক্তি পেড়ে, গোগ্রাসে গলধঃকরণ মানববিশ্বের জাগতিক অধিকার। প্রাণী হত্যা যদি পাপ হয়, তবে আমরা সিংহভাগই পাপী। প্রসঙ্গ ভিন্ন হলেও সাম্যবাদী কবি কাজী নজরুল ইসলামের অমোঘ বাণীই হেথা পাথেয় 'সাম্যের গান গাই!- / যত পাপী তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই।' আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে বলি, কলমচির পাপের বোঝাটা ঈষৎ হালকা। কেননা যেকোনো প্রকার মাংসের লোভ ত্যাগ করতে সে পেরেছে।

পুলিশ হলিডে হোমে ফিরেই একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে নেওয়া। এবং সরাসরি খাবার অস্থায়ী টেবিলের সম্মুখে বসে চিংড়ির চর্ব-চোষ্যে চেটেপুটে নেওয়া। অবশ্য ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে আগামীকাল সাইটসিনে যেতে হবে। সেই মোতাবেক কমলদা একটা স্কোরপিও রিজার্ভ করে দিলেন। গন্তব্য কোথায়? কবি সুকুমার রায়ের ছড়ার ঋণে - আর যেখানে যাও না রে ভাই সপ্তসাগর পার/ তালসারি হোক বা শঙ্করপুর, বিচিত্রপুরেই সাধ সবার। ভোজনপর্বের সমাধান্তে বিছানায় শুয়ে শুয়ে চলল বিচিত্রপুরের খানাতল্লাশি। সৌজন্যে গুগলমামা। তখনই চিত্তচাঞ্চল্য সমুদ্রের ন্যায় উথাল-পাতাল লহরি তুলতে থাকল। আর মনের ভ্রমণ বিলাসী কুঠুরিতে 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ'র ন্যায় বারংবার প্রতিধ্বনিত 'চিত্তচমৎকারী বিচিত্রপুর'।